তাওহীদের ডাক

৫৪তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১
Web : www.tawheederdak.com

পারিবারিক বন্ধন
ই-ভ্যালির তেলেসমাতি : প্রাসঙ্গিক ভাবনা
সমসাময়িক সমস্যা মোকাবিলায় তরুণদের ভূমিকা
সমকালীন মনীষী : শায়খ সুলায়মান আর-রুহাইলী
সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক দুর্রুল হুদা (রাজশাহী)

শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

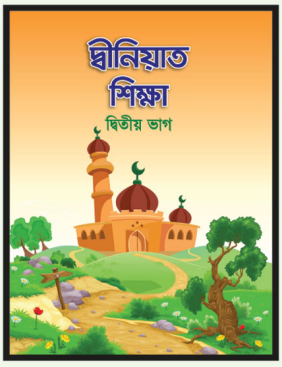

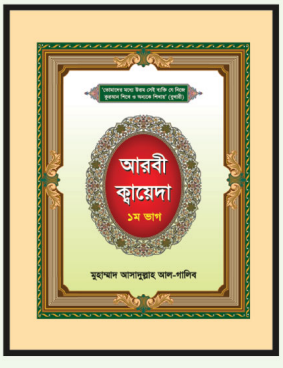

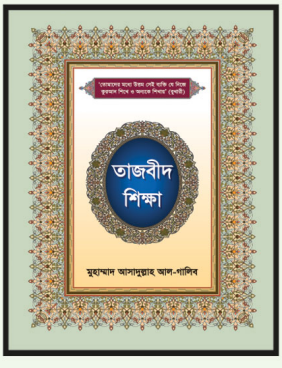

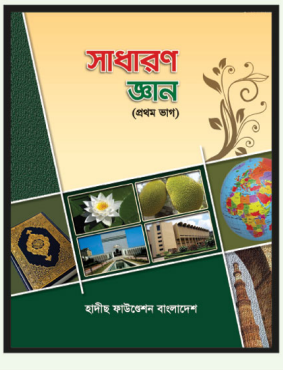

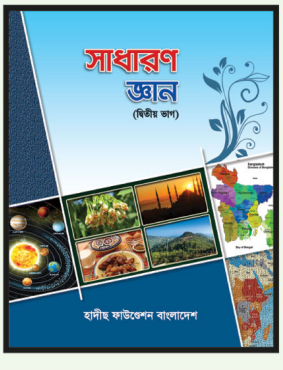

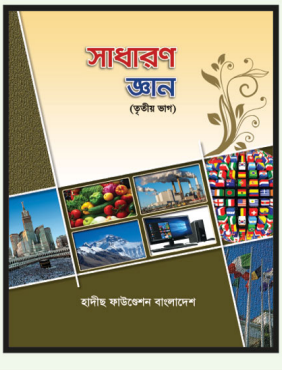

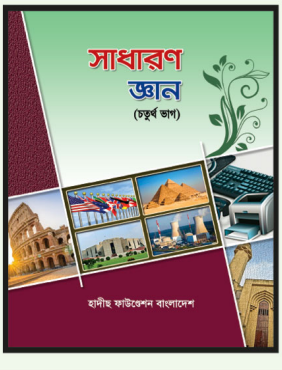

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৫৪ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুখতারুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫-২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা : রোগীর পরিচর্যা** ৩
  তাবলীগ
- **ছালাত মুমিনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য (শেষ কিস্তি)** ৬
  যহীরুল ইসলাম
  তারবিয়াত
- **পারিবারিক বন্ধন** ১১
  ড. মুখতারুল ইসলাম
  সাময়িক প্রসঙ্গ
- **ইভ্যালির তেলেসমাতি : প্রাসঙ্গিক ভাবনা** ১৮
  মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত
  ধর্ম ও সমাজ
- **মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন (২য় কিস্তি)** ২৩
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
  প্রবন্ধ
- **ইসলামের প্রথম সমাচার (৩য় কিস্তি)** ২৬
  আসাদ বিন আব্দুল আযীয
- **সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক দুর্রুল হুদা** ৩১
  শিক্ষাঙ্গন
- **দ্বীনী জ্ঞানের মর্যাদা (৩য় কিস্তি)** ৩৬
  লিলবর আল-বারাদী
  তারুণ্যের ভাবনা
- **সমসাময়িক যুবসমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণে করণীয়** ৪০
  আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দেক
  ভ্রমণস্মৃতি
- **সুন্দরবনের গহীনে** ৪৩
  এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ
  সমকালীন মনীষী
- **শায়খ সুলায়মান আর-রুহায়লী** ৪৬
  ড. মুখতারুল ইসলাম
  পরশ পাথর
- **সুইডিশ তরুণী হেলেনার ইসলাম গ্রহণ** ৪৭
  আবরার আব্দুল্লাহ
  অনুবাদ গল্প
- **স্বপ্নের ব্যাখ্যা, জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য** ৪৮
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৯
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

ক্যারিয়ার ভাবনা

বাংলাদেশের সমকালীন প্রেক্ষাপটে ক্যারিয়ার ভাবনা শিক্ষিত মহলে একটি অতীব আলোচিত ও চর্চিত বিষয়। সময়ের সাথে সাথে পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ নিজেদের সন্তানদের বস্তুগত ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নকে এতদূর নিয়ে গেছেন যে, সন্তানের মুখে বোল ফোটার আগেই তারা তাদের শিশুমনে সেই স্বপ্নের আঁচড়রেখা টানার চেষ্টা করেন। তারপর শৈশবের আনন্দমুখর দিনগুলোকে জেলখানার মত বন্দী রেখে শুরু হয় পিতা-মাতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে শিশুদের উদয়াস্ত পরিশ্রমের পালা। স্কুল-মাদ্রাসায় বরাদ্দ সময়টুকুর পরও সকাল-দুপুর-রাত চলে প্রাইভেট পড়ার সংগ্রাম, আর কাঙ্খিত রেজাল্টের আশায় বন্যের মত হন্যে হয়ে অবিরাম পথ চলা। আবার যারা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারাও নানান ভাবনা-চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন। মেডিকেলে পড়বেন নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন পড়বেন নাকি ম্যাথ- ইত্যাকার হাজারো হিসাব-নিকাশ মিলাতে গলদঘর্ম আজকের প্রজন্ম ও তাদের অভিভাবকরা। অথচ এই সময়গুলোকে খুব কম সংখ্যকের মনেই জীবনের এই মৌলিক প্রশ্নগুলো জাগ্রত হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে আসলে কী? সফল ক্যারিয়ার বলতে কী বুঝায়? আর সেই ক্যারিয়ার গঠনের উপায়ই বা কী? শুধু কাঙ্খিত রেজাল্ট আর প্রত্যাশিত পেশাজীবন কিংবা পদ-পদবী, অর্থবিত্ত আর সামাজিক মর্যাদা লাভই কী ক্যারিয়ার গঠনের প্যারামিটার? এই ক্যারিয়ার কি দুনিয়ার ক্ষণিকের মিছে মায়ার জগৎ ছেড়ে যাওয়ার পর কোন কাজে আসবে? নাকি মুক্তি দেবে চিরস্থায়ী জীবনের ফলাফল নির্ধারণী সেই মহাদিবসে?

রাসূল (ছাঃ) প্রতিদিন সকালে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করে একটি দো'আ পাঠ করতেন- 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল এবং পবিত্র রিযিক দান করুন'। এই তিনটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, আমাদের ক্যারিয়ার ভাবনা তো এমনই হওয়া উচিৎ ছিল! কেননা যে ক্যারিয়ার ভাবনা ইহকাল ও পরকাল দু'টোকেই সামনে রাখে, সেটাই তো প্রকৃত ক্যারিয়ার ভাবনা। সফল ক্যারিয়ার তো তারই যে নিজেকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই প্রস্তুত রাখে। যদি কেউ একমুখী দুনিয়াবী ক্যারিয়ার গঠনকে গুরুত্ব দেয়, আর পরকালকে গুরুত্বহীন মনে করে, নিঃসন্দেহে তার ক্যারিয়ার গঠন পরিকল্পনা কেবল অপূর্ণাঙ্গই নয়, বরং ব্যর্থ। কেননা ইহকালীন জীবন যত সফলই হোক না কেন, ক্বিয়ামতের ময়দানে যদি বিফল হয়, তবে সফলতার কোনই মূল্য নেই। তার বিবরণ কুরআনে এসেছে এভাবে- 'কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হ'ত আমার আমলনামা এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হ'ত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না! আমার ক্ষমতাও হারিয়ে গেছে!' *(হাক্কাহ ২৫-২৯)*।

প্রিয় পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিদিনের প্রার্থিত বিষয়গুলির প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করুন। কী কী জিনিস তিনি চেয়েছেন এবং কেন চেয়েছেন? এগুলোই কি আমরা আমাদের ক্যারিয়ার ভাবনার বিষয়বস্তু হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়?

প্রথমতঃ **উপকারী জ্ঞান :** রাসূল (ছাঃ) যে কোন প্রকার জ্ঞানের কথা বলেননি, বরং উপকারী জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন। অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রই যে উপকারী হবে, তা নয়। বরং এমন অনেক জ্ঞান রয়েছে যা আমাদেরকে হয় দুনিয়াবী দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নতুবা পরকালীন দিক থেকে। একজন মুসলমানের জন্য মুখ্য হল পরকাল। সুতরাং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে যে আমাদের অর্জিত জ্ঞান কি উপকারী জ্ঞান? এই জ্ঞান কি আমাকে সত্যের পথে পরিচালিত করবে? এই জ্ঞানের মাধ্যমে কি আমি হালাল রিযিক উপার্জন করতে পারব? এই জ্ঞান কি আমার জান্নাত লাভে সহায়তা করবে? যদি জ্ঞান হয় সূদী কারবারের, যদি তা হয় অসুস্থ বিনোদনের, যদি তা হয় অন্যায়ের পথ অবলম্বনের, যদি তা হয় কুরআন ও হাদীছবিরোধী, যদি তা হয় শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত, তবে তা নিঃসন্দেহে অপকারী জ্ঞান। আর এই অপকারী জ্ঞান চিহ্নিত না করতে পারলে এবং তা থেকে বিরত থাকতে না পারলে আমাদের ক্যারিয়ার ভাবনা মূল্যহীন।

দ্বিতীয়তঃ **কবুলযোগ্য আমল :** উপকারী জ্ঞান হয়ত অর্জন করা গেল, কিন্তু তা দ্বারা যে পেশা বেছে নিচ্ছি তাতে শুধু অর্থোপার্জনই মুখ্য? তাতে কি দুনিয়াবী ক্ষমতা ও পদমর্যাদাই মূল উদ্দেশ্য? মানুষের কাছে সম্মান লাভই লক্ষ্য? যদি তা-ই হয়, তবে তাতে দুনিয়াবী উপকার থাকতে পারে বটে, কিন্তু পরকালীন জীবনে তার কোন মূল্য আল্লাহ্‌র কাছে নেই। কেননা মানুষের প্রতিটি আমলই তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি নিয়ত হয় আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা, তাঁর নৈকট্য হাছিল করা তবেই তা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তা হয় দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে, তবে তার ফলাফল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। পরকালীন জীবনে তা কোন উপকারে আসবে না। এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি ছওয়াব ও সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কী রয়েছে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। সে ব্যক্তি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে একটি কথাই বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ বান্দার সেই আমলই কবুল করেন যা কেবল তাঁরই জন্য একনিষ্ঠভাবে করা হয় এবং যা তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে হয় না' *(নাসাঈ হা/৩১৪০, সনদ হাসান ছহীহ)*।

তৃতীয়তঃ **পবিত্র রিযিক :** ক্যারিয়ার গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে রূযী বা ইনকামের সাথে। যে পেশাই হোক না কেন, পেশাটি মৌলিকভাবে হালাল কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে। আর মৌলিকভাবে হালাল হ'লেও তাতে হারামের সংশ্রব আছে কি-না, দুর্নীতি, সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী প্রভৃতি নিষিদ্ধ বিষয়ের কোন সম্পর্ক আছে কি-না- ইত্যাদি দিকসমূহ অবশ্যই ক্যারিয়ার ভাবনার শীর্ষে থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ দেহ কখনও জান্নাতে যাবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭, সনদ ছহীহ)*।

প্রিয় পাঠক! সামনেই আসছে সন্তানের নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময়। বিভিন্ন উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ভর্তির কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এই মুহূর্তে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল আর পবিত্র রিযিক এই তিনটি মৌলিক নীতিকে সামনে রেখে যদি আমরা আমাদের সন্তানদের জীবন চলার পথ নির্ধারণ করে দিতে পারি এবং নিজেদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমরা দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনে সফল হ'তে পারব ইনশাআল্লাহ। সেইসাথে সকল শিক্ষার্থী ভাই-বোনদেরকেও আমরা লক্ষ্যপূর্ণ জীবন যাপন এবং উভয় জাহানের জন্য উপযোগী ক্যারিয়ার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

রোগীর পরিচর্যা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ-

(১) ‘আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব। তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হ’ল সুপথপ্রাপ্ত’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৭)*।

٢- الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ- وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ-وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ- وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ - وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ-

(২) ‘যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। যিনি আমাকে আহার দেন ও পান করান। যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। আর যিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন। অতঃপর পুনরায় জীবিত করবেন। আমি আকাংখা করি যে, তিনি শেষ বিচারের দিন আমার পাপসমূহ ক্ষমা করবেন’ *(শো‘আরা ২৬/৭৮-৮২)*।

হাদীছে নববী :

٣- عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ -

(৩) আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, রোগীর সেবা কর এবং কষ্টে পতিতকে উদ্ধার কর’।[১]

٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ-

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি- ১. সালামের জওয়াব দেয়া। ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া। ৩. জানাযার পশ্চাদানুসরণ করা। ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচিদাতাকে খুশী করা (আল-হামদুলিল্লাহ্র জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)’।[২]

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ-

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার খোঁজ-খবর রাখনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমার খোঁজ-খবর করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে তার কাছেই আমাকে পেতে’।[৩]

٦- عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِىَ بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا-

(৬) আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর নিকট যখন কোন রোগীকে আনা হত, তখন তিনি বলতেন, কষ্ট দূর করে দাও। ‘হে মানুষের রব, আরোগ্য দান কর, তুমিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যা সামান্যতম রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে’।[৪]

---

১. *বুখারী হা/৫৩৭৩; আবুদাঊদ হা/৩১০৫; মিশকাত হা/১৫২৩।*

২. *বুখারী হা/১২৪০; মিশকাত হা/১৫২৪।*

৩. *মুসলিম হা/২৫৬৯।*

৪. *বুখারী হা/৫৬৭৫; মুসলিম ৩৯/১৯, হাঃ ২১৯১, আহমাদ ২৪২৩।*

১০- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ-

(১০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি, সে যেন তার নিকট বসে এ দো'আটি সাতবার পাঠ করে, أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ 'আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করছি, যিনি মহান আরশের অধিপতি, যেন তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করেন। এ দো'আর ফলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে রোগ মুক্ত করবেন'।[৮]

১১- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ-

(১১) আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। জিব্রাঈল (আঃ) নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে তাঁকে ঝেড়ে দেন, আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি সে সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদ নযর থেকে আল্লাহ আপনাকে শিফা দিন; আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি'।[৯]

১২- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى-

৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا-

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি রোগীকে দেখতে গেলে আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছো, তোমার পথ চলা কল্যাণময় হোক এবং তুমি জান্নাতে একটি বাসস্থান নির্ধারণ করে নিলে'।[৫]

৮- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ-

(৮) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম সকাল বেলায় কোন অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে যায়, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে। যদি সে তাকে সন্ধ্যায় দেখতে যায়, তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত দো'আ করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরী হয়'।[৬]

৯- عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ-

(৯) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করে সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করে'।[৭]

৫. তিরমিযী হা/২০০৮ ইবনু মাজাহ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১৫৭৫।
৬. তিরমিযী হা/৯৬৯; ইবনু মাজাহ হা/১৪৪২।
৭. মুসলিম হা/২৫৬৮।
৮. আবুদাঊদ হা/৩১০৬।
৯. মুসলিম হা/২১৮৬।

(১২) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির দিক দিয়ে একটি মানব দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ আলোড়িত হয় জ্বর ও অনিদ্রায়'।[১০]

١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

(১৩) ইবন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) একদিন অসুস্থ একজন বেদুঈনকে দেখতে (তার বাড়িতে) গেলেন। রাবী বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন, কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ (পীড়াজনিত দুঃখ কষ্টের কারণে) গুনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে'।[১১]

١٤- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ أَوْ خَرَجَ غَازِياً فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ أَوْ قَعَدَ فِى بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ-

(১৪) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাঁচটির একটি করবে, সে আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে- ১. যে কোন রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করে ২. অথবা জানাযার সাথে বের হয় ৩. অথবা যোদ্ধা হয়ে বের হয়ে যায় ৪. অথবা সম্মান ও শ্রদ্ধা করার উদ্দেশ্যে নেতার নিকট উপস্থিত হয় ৫. অথবা নিজ ঘরে বসে থাকে ফলে মানুষ তার থেকে এবং সে মানুষ থেকে নিরাপদ থাকে'।[১২]

١٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا. قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا. قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا. قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا اجْتَمَعْنَ فِى امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

(১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে আজ কে ছিয়াম পালনকারী আছে? আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমি আছি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে জানাযার সাথে চলেছ? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কেউ রোগীর শুশ্রূষা করেছ? আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার মধ্যে এই কাজ সমূহের সমাবেশ ঘটবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৩]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ওলামাগণ বলেন, রোগীর পরিচর্যা মহান আল্লাহ্র এমন এক মেহমানদারী, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য এবং সম্মান দু'টিই লাভ করে'।[১৪]

২. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযী বলেন, 'যদি দুনিয়ায় মানুষ অসুখ-বিসুখ, বালা-মুছীবতের মধ্যে না থাকত, তাহলে দুনিয়ায় মানুষ নিজেদের হিংসা, অহংকার, নিষ্ঠুরতায় ডুবে থাকত এবং ধ্বংস হয়ে যেত। ভাগ্যিস! দয়ালুদের রাজা মহান আল্লাহ মানবতার ধ্বংসকারী এসব মানব রোগের বিপরীতে অসুখ-বিসুখ ও বিপদাপদকে প্রতিষেধক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন'।[১৫]

৩. কতিপয় সালাফ বলেন, 'যদি দুনিয়ায় আমরা বিপদাপদে পতিত না হতাম, তবে ক্বিয়ামত আমাদের নিঃস্ব হাতে ফিরিয়ে দিত অর্থাৎ আমরা সকলে জাহান্নামী হয়ে যেতাম'।[১৬]

সারবস্তু :

১ রোগীর পরিচর্যার মধ্যেই মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লুকিয়ে আছে। মনে রাখা উচিৎ যে, ক্বিয়ামতের মাঠে রোগী পরিচর্যার প্রশ্নবাণে বনু আদমকে জর্জরিত করা হতে পারে।

২. রোগীর পরিচর্যা করা নবী-রাসূলদের অনুশীলিত সুন্নাত এবং পারস্পারিক ভালবাসা ও মমত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ।

৩. ইসলাম মানবসেবার ধর্ম। রোগীর পরিচর্যাই মুখ্য, হৌক সে মুসলিম বা অমুসলিম।

৪. রোগীর পরিচর্যা মহান আল্লাহ্র দয়া-রহমত এবং ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। কেননা এটি মানব সেবার অনন্য নযীর।

৫. একজন মানুষের জীবন বাঁচানো মানে সমস্ত মানুষের জীবন বাঁচানো। সামান্য রোগীর পরিচর্যা বিপদাপদ রোধে মহা কল্যাণকর।

৬. বৃথা জন্ম এ জগতে তার, রোগীর পরিচর্যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ হয়নি যার।

---

১০. মুসলিম হা/২৫৮৬।
১১. বুখারী হা/৩৬১৬।
১২. আহমাদ হা/২২১৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৩; ইবনু হিব্বান হা/৩৭২।
১৩. মুসলিম হা/৬৩৩৩; মিশকাত হা/১৮৯১।
১৪. মির'আত ৫/২১৭ (মিশকাত-এর ১৫৪১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।
১৫. যাদুল মা'আদ ১৯৭ পৃ.।
১৬. যাদুল মা'আদ ১৯৫ পৃ.।

ছালাত মুমিনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য

-যহীরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

সর্বক্ষেত্রে ছালাতকে প্রাধান্যদান :

ছালাত ঈমানের পর সর্বোত্তম ইবাদত। মুমিনের চক্ষু শীতলকারী, আল্লাহকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিয়ামতের মাঠে বান্দা সর্বপ্রথম ছালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে বান্দার সফলতা অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ’লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ’লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে’।[১]

ক্বিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে প্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে যদি তা পরিপূর্ণ হয় তাহ’লে সে সফলকাম হবে এবং মুক্তি পাবে। আর যদি ফরয ছালাতে কোনরূপ ত্রুটি থাকে তাহ’লে মহান রব বলবেন, انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. ‘দেখ! আমার বান্দার নিকট সুন্নাত ও নফল ছালাত আছে কি-না? তাহলে সেখান থেকে এনে বান্দার ফরয ছালাতের ত্রুটি পূরণ করে দেয়া হবে। এরপর এ রকম বান্দার অন্যান্য হিসাব নেয়া হবে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তারপর এভাবে যাকাতের হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর অবশিষ্ট সব আমলের হিসাব একের পর এক নেয়া হবে’।[২]

নিম্নে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে যরূরী জ্ঞাতব্য কিছু বিষয় উল্লেখ করা হ’ল-

যথা সময়ে মুমিনের ছালাত আদায় :

দিনে-রাতে নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা অত্যাবশ্যকীয় একটি কাজ। ওয়াক্ত জেনে বুঝে সঠিক সময়ে আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় ব্যতীত পরপারে নাজাত পাওয়া কঠিন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ‘নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত’ *(নিসা ৪/১০৩)*।

এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خمس صلوَات من وافا بِهِنَّ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ فَإِنَّ لَهُ بِهِنَّ عِنْدِي عَهْدًا أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَنِي قَدِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عَهْدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئت رَحِمته) ‘জিব্রীল (আঃ) আমাকে বলল, হে মুহাম্মাদ! মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে অযূ, রুকূ, সিজদা এবং সময়মত তা আদায় করবে, আমি তাকে জান্নাত প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তির ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ হবে, তার ব্যাপারে আমার কোন অঙ্গীকার নেই। আমার ইচ্ছা হলে তাকে দয়া করব এবং ইচ্ছা হলে তাকে শাস্তি দিব’।[৩]

ছালাতের প্রতিটি ওয়াক্ত পরিস্কারভাবে বিধৃত হয়েছে। বিশেষকরে আছরের ছালাতের ব্যাপারে চূড়ান্ত হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ- আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি কোন ব্যক্তির আছরের ছালাত ছুটে যায়, তাহ’লে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল’।[৪]

যথা নিয়মে খুশূ-খুযূসহ ছালাত আদায় :

রাসূল (ছাঃ) খুশূ-খুযুর সহিত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত বিনয়-নম্রচিত্তে যথাযথ রুকু-সিজদাহ এর মাধ্যমে ছালাতের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى- ‘তোমরা ছালাত আদায় করো ঠিক ঐভাবে যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ’।[৫]

যারা রাসূল (ছাঃ)-এর হুবহু অনুসরণে ছালাত আদায়ে ব্যর্থ, তাদের ছালাত মহান আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় নয়। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ

---

১. *আবুদাঊদ হা/৮৬৪-৬৬; নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৩০।*
২. *তিরমিযী হা/৪১৩; আবুদাঊদ হা/৮৬৪; মিশকাত হা/১৩৩০।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৪৩০; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৮৪২।*
৪. *বুখারী হা/৫৫২; মুসলিম হা/৬২৬।*
৫. *বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; আধুনিক প্রকাশনী হা/৬৭৩৯; ই.ফা.বা. হা/৬৭৫২।*

www.tawheederdak.com

الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সে ছালাত আদায় করে তাঁকে এসে সালাম করল। নবী (ছাঃ) বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম; তুমি ফিরে যাও এবং ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় করে এসে আবার সালাম করল। তিনি বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম' তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় করে তাঁকে সালাম করল। তখন সে তৃতীয় বারের সময় অথবা তার পরের বারে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে ছালাত শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে তুমি যথাবিধি অযূ করবে। তারপর কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে, তা তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকূ করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তুমি সিজদাহ করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর সিজদা করবে প্রশান্তভাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারপর আবার মাথা তুলে বসবে প্রশান্ত ভাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার ছালাতের সকল কাজ সম্পন্ন করবে'।[৬]

ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের ও মুশরিক :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ 'বান্দার মাঝে ও কুফরীর মাঝে পার্থক্য হল ছালাত পরিত্যাগ করা'।[৭] শুধু তাই নয়, একজন মুসলিম ব্যক্তি মুমিন ও মুশরিক নির্ধারিত হয় ছালাত আদায়ের মানদণ্ডে। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত পরিত্যাগ করা। অতএব যে ব্যক্তি ছালাত ত্যাগ করলো, সে অবশ্যই শিরক করল'।[৮] জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ 'বান্দার মাঝে ও শিরকের মাঝে মাঝে পার্থক্য হল ছালাত পরিত্যাগ করা'।[৯]

যথাযথভাবে অযূ করা :

অযূ ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ، 'পবিত্রতা (অযূ) ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না এবং খিয়ানতের সম্পদ থেকে ছাদাক্বাহ কবুল হয় না'।[১০]

অযূ সুন্দর হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَتُنْتَهَكَنَّ الْأَصَابِعُ بِالطُّهُورِ أَوْ لَتَنْتَهِكَنَّهَا النَّارُ 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের আঙ্গুলির ফাঁকে পানি (অযূর পানি) পৌঁছাবে, খেলাল করবে, অন্যথায় তোমাদের আঙ্গুলকে আগুন স্পর্শ করবে'।[১১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলিম বান্দা অযূর সময় যখন মুখমন্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন তার দুই হাতের স্পর্শে মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে তার পা দু'খানা ধৌত করে তখন তার দুই পা দিয়ে হাটার মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। এভাবে সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়'।[১২] তিনি আরোও বলেন, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ- 'এমন কি তার নখের নীচের পাপও বের হয়ে যায়'।[১৩] অন্য বর্ণনায় আছে, وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ 'আর এরূপ সারা বছরই হ'তে থাকে'।[১৪]

৬. *বুখারী হা/৭৫৭; মুসলিম হা/৩৯৭; মিশকাত হা/৭৯০।*
৭. *আবুদাঊদ হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫৬৯।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/১০৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৫।*
৯. *ফাযায়িলে আমল পৃ:২১০ .ইবনু মাজাহ হা/ ১০৮০।*
১০. *বুখারী হা/১৩৫; মুসলিম (ই.ফা.বা.) হা/৪২৮।*
১১. *হাদীছ তাহক্বীকে আলবানী (রহঃ) মত পরিবর্তন: সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ও কারণ বিশ্লেষণ। পৃ:৭৫, হাদীছ নং ১০; মু'জামুল আওসাত্ব হা/২৬৭৪।*
১২. *মুসলিম হা/৬০০।*
১৩. *মুসলিম হা/৬০১।*
১৪. *মুসলিম হা/৫৬৫; মিশকাত হা/২৮৬।*

অযূর দো'আ পাঠে জান্নাত :

উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ-

'তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি উত্তম রূপে অযূ করার পর বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার বান্দা ও রাসূল। তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে'।[১৫]

ছালাতের উদ্দেশ্যে প্রতি কদমের প্রতিদান :

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক আনছারী ছাহাবীর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট কেবল ছওয়াব লাভের আশায় একটি হাদীছ বর্ণনা করব। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে অযূ করে ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি ছওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা ফেলার সাথে সাথেই মহা সম্মানিত আল্লাহ তার একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা হলে মসজিদের নিকটে থাকবে অথবা দূরে। অতঃপর সে যখন মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যদি জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে উপস্থিত হয় এবং অবশিষ্ট ছালাতে শামিল হয়ে ছালাতের ছুটে যাওয়া অংশ পূর্ণ করে তা হলেও তাকে অনুরূপ দেওয়া হয়। আর যদি সে জামা'আত সমাপ্ত দেখে একাকী আদায় করে নেয়, তবুও তাকে ঐরূপ দেওয়া হয়'।[১৬]

কারণ হ'ল ঐ ব্যক্তি আসলেই আন্তরিকভাবে কোন কারণ বশতঃ জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। আসলে তার অন্তর মসজিদে জামা'আতের সাথে বাঁধা ছিল।

এ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীছে গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সেদিন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। এই সাত শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হ'ল وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ 'ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে'।[১৭]

ছালাতে গমনকারী মৃত ব্যক্তি জান্নাতী :

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ৬টি কাজ এমন রয়েছে যে, যার কোন একটি করা অবস্থায় একজন ব্যক্তি মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর যামিনদার- (১) যে মুজাহিদ আল্লাহ্র রাস্তায় তারই সন্তুষ্টির জন্য বের হয় এবং শহীদ হয়। (২) যে জানাযার ছালাত আদায় করতে যায় এবং মারা যায়। (৩) যে কোন রোগীকে দেখতে যায় এবং মারা যায়। (৪) যে সুন্দরভাবে অযূ করে মসজিদে ছালাতের উদ্দেশ্য বের হয় এবং মারা যায়। (৫) যে ইমাম বা নেতার নিকটে আসে তাকে সম্মান জানানোর জন্য এবং মারা যায়। (৬) যে বাড়িতে অবস্থান করে, তার কোন ভাইয়ের গীবত করে না, গালি-গালাজের মাধ্যমে রাগান্বিত করে না, তারা গোপন

বিষয়ের অনুসন্ধান করে না এবং এমতাবস্থায় মারা যায়'।[১৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ছালাত এমনই একটি এবাদত যা সম্পাদনের জন্য অযূ যেমন বহুমূখী কল্যাণ বয়ে আনে ঠিক তেমনি ছালাত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন নানামুখী কল্যাণে পরিপূর্ণ। এছাড়া বিশেষ কারণে (যেমন: অন্ধকারে, ভীতিকর পরিবেশে, কষ্টকর পরিবেশে, দূর দূরান্তের পথে ইত্যাদি) আরোও অধিক ছওয়াব রয়েছে।

---

১৫. মুসলিম হা/৫৭৬; আবু দাঊদ হা/১৬৯; আহমাদ হা/১৭৩১৪।
১৬. আবুদাঊদ হা/৫৬৩।
১৭. বুখারী হা/ ১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১।
১৮. মুস্তাদরাক হাকেম হা/২৪৫০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮৪; মু'জামুল আওসাত্ব হা/৩৮২২।

আমীন বলায় গুনাহ মাফ :

স্বশব্দে 'আমীন' বলার ফযীলত সম্পর্কে নবী (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'ইমাম যখন আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাগণের আমীন বলার সাথে সাথে হবে, তার পূর্বেকার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[১৯]

রুকুর দো'আ পাপ মোচনকারী :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যখন 'ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। কেননা যার এই উক্তি ফেরেশ্তার উক্তির সঙ্গে একই সাথে উচ্চারিত হয়, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[২০]

সাথে সাথে 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছীরান ত্বায়্যিবান মুবারাকান ফীহি' বলার ফযীলত অত্যধিক। এই দো'আর নেকী লিপিবদ্ধ করতে ফেরেশতারা (৩০ জনের অধিক) প্রতিযোগিতা করে মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে'।[২১]

রুকূর দো'আয় পাপ মোচন :

আল্লাহ সুবাহানাহু তা'আলার নির্দেশ, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ হে মারিয়াম! তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে রত হও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ-সিজদা কর *(আলে ইমরান৩/৪৩)*। এর মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও পাপ ক্ষমা করা হয়। আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'যে ব্যক্তি একবার রুকু করে অথবা একবার সিজদাহ করে, এর দ্বারা তার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[২২]

সিজদার মাধ্যমে গুনাহ মাফ :

শয়তান যখন কোন বনু আদমকে সিজদা করতে দেখে, তখন সে কেঁদে ফেলে। কারণ আদম (আঃ)-কে সিজদা করার আদেশ অমান্য করেই সে শয়তানে পরিণত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب 'কখনোই না। তুমি তার কথা মানবে না। তুমি সিজদা কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ কর' *(আলাক ৯৬/১৯)*।

রবী'আহ ইবনু কাব আল-আসলামী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি তাকে অধিক সিজদা করার ব্যাপারে নছীহত করেন। হাদীছে এসেছে, كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ :سَلْنِى. فَقُلْتُ : مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ :أَوَغَيْرَ ذَلِكَ. قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ. قَالَ : فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. 'আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম তখন তার অযূর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতাম। তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সান্নিধ্যে থাকতে চাই। তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু চাও। আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদা করে (নফল ছালাত) তোমার নিজের স্বার্থে আমাকে সাহায্য কর'।[২৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ 'যে কোন বান্দা আল্লাহ্র জন্য একটি সিজদাহ করলেই আল্লাহ এর বিনিময়ে তার একধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন'।[২৪]

সুন্নাত ছালাত আদায়ে জান্নাত :

দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সর্বমোট ১৭ রাকাত ছালাত হ'ল ফরয। এর সাথে বিভিন্ন ওয়াক্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক সুন্নাত ছালাত রয়েছে। হাদীছে এসেছে, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْجَنَّةِ– يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي উম্মু হাবিবা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যাক্তি দিবা রাত্রে বার রাক'আত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন'।[২৫]

অপর হাদীছে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا

---

১৯. বুখারী হা/৭৩৮; মুসলিম হা/৯৪২; আবু দাউদ হা/ ৯৩৬; তিরমিযী হা/২৫০।
২০. বুখারী হা/৭৯৬; মুসলিম হা/৪০৯; আবু দাউদ হা/ ৮৪৮; নাসাঈ হা/১০৬৩; মিশকাত হা/৮৭৪।
২১. বুখারী হা/৭৯৯; মুসলিম হা/৬০০; মিশকাত হা/৮৭৭।
২২. আহমাদ হা/২১৩০৮; সহীহ আত-তারগীব হা/৩৮৫।
২৩. মুসলিম হা/৪৮৯।
২৪. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৩।
২৫. নাসাঈ হা/ ১৮১২ এবং ১৮১৩;-১৮১৭ পর্যন্ত।

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ – ‘যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকাত আদায়ে অভ্যস্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যোহরের পূর্বে চার এবং উহার পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই রাকাত ও এশার পরে দুই রাকাত আর ফজরের পূর্বে দুই রাকাত।[২৬]

নফল ছালাত কল্যাণের দরজা :

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মহান আল্লাহ রাতের জাহাজ্জুদ ছালাতে ছালাতের ব্যাপারে আদেশ করে বলেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ‘সূর্য অপরাহ্নে ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত তুমি ছালাত কায়েম কর এবং ফজরের ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত (রাত্রি ও দিবসের ফেরেশতাগণের মাধ্যমে) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়’ *(বনু ইসরাইল ১৭/৭৮)*।

এজন্য রাসূল (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত আদায়ে তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। মা আয়েশা (রাঃ) তাঁর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একদিন বলেই ফেললেন, আপনার তো আগের পরের সমস্ত গোনাহ মহান আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তবুও আপনি এত কষ্ট করেন? তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَلَا تَعْلَمُ –يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‘যারা (রাত্রির বেলায় শয্যাত্যাগ করে (তাহাজ্জুদের ছালাতে) তাদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আকাংখার সাথে এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে। কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ *(সাজদাহ ৩২/১৬-১৭)*।

মু’আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কোন এক সফরে নবী (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। একদিন যেতে যেতে আমি তার নিকটবর্তী হ’লাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এমন একটি কাজ সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম হ’তে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, তুমি তো আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছো। তবে সেই ব্যক্তির জন্য এ ব্যাপারটা অতি সহজ যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা‘আলা তা সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত করবে, কোন কিছুকে তার সাথে শরীক করবে না, ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের ছিয়াম রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করবে। তিনি আরো বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দিব না? রোযা হ’ল ঢালস্বরূপ, দান-খায়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং কোন ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায আদায় করা। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, ‘তাদের দেহপাশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা তাদের প্রভুকে ডাকে আশায় ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ’ *(সাজদাহ ৩২/১৬, ১৭)*।

তিনি আবার বলেন, আমি কি সমস্ত কাজের মূল স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, সকল কাজের মূল হ’ল ইসলাম, স্তম্ভ হ’ল ছালাত এবং সর্বোচ্চ শিখর হ’ল জিহাদ। তিনি আরো বললেন? আমি কি এসব কিছুর সার সম্পর্কে তোমাকে বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তার জিহ্বা ধরে বললেন, এটা সংযত রাখ’।[২৭]

শেষকথা :

ফরয, নফল সকল ছালাত যথাযথভাবে আদায় করা আম্বিয়ায়ে কেরাম, শুহাদা, ছলেহীন ও মুমিনদের অনন্য ভূষণ এবং চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ছিল। ছালাত সকল মুমিনের জন্য মর্যাদার প্রতীক, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ৪০ দিন তাকবীরে ঊলা সহ জামা‘আতে ছালাত আদায় করল, তার জন্য দু’টি মুক্তি লেখা হয়। একটি হ’ল জাহান্নাম হ’তে মুক্তি। অপরটি হ’ল নিফাক্ব হ’তে মুক্তি।[২৮] ইবনু হাজার বলেন, ‘তাকবীরে ঊলা’ (التكبيرة الأولى) পাওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সালাফে ছালেহীন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর না পেলে ৩ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন। আর জামা‘আত ছুটে গেলে ৭ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন’।[২৯]

মহান আল্লাহ্র নিকট একান্ত ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদের এই সর্বোত্তম ইবাদত যথাযথভাবে আদায়ের তাওফীক দান করেন এবং ছালাত কায়েমকারী হিসাবে মৃত্যু দিয়ে জান্নাত নছীব করুন- আমীন!

[লেখক : দাওরায়ে হাদীছ, ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

---

২৬. *নাসাঈ হা/১৭৯৪-১৮০২।*

২৭. *তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহা হা/৩৯৭৩; আহমাদ হা/২১৫১১।*

২৮. *তিরমিযী হা/২৪১; মিশকাত হা/১১৪৪।*

২৯. *মির‘আত ৪/১০২ (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য পৃ.৪৩-৪৪)।*

পারিবারিক বন্ধন

-ড. মুখতারুল ইসলাম

ভূমিকা : মানুষ সামাজিক জীব। আত্মীয়তার বন্ধনে একে অপরের সাথে সুনিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। আত্মীয়তার প্রথম মনযিল হ'ল পরিবার। মানুষ ভূমিষ্ট হওয়ার পর পরিবারেই তার প্রথম থাকার জায়গা হয়। মানব সভ্যতার উত্থানই হয়েছে পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে। আদি পিতা আদম (আঃ) ও মাতা হাওয়া (আঃ)-এর মধ্যকার পারিবারিক বন্ধনের ভরেই মানব সভ্যতার বিকাশ। তারই আদলে দুনিয়ায় আজকে আমাদের পিতা-মাতা, ভাইবোন পরিবার ও পারিবারিক বন্ধন। মহান আল্লাহ্র নিযামে আবাদী তথা চিরন্ত ন সৃষ্টি শৃংখলার মধ্যে যখনই মানুষ আধুনিকতার নামে নিজেদের খেয়াল-খুশী ও খামখেয়ালীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, তখনই মানুষের উপর চেপে বসেছে এক মহা পারিবারিক বিপর্যয়। যেখানে মানুষ দুনিয়াতে সামান্য শান্তি পাওয়ার জন্য দিনরাত এত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করে চলেছে। সেখানে উল্টো মানুষ তাদের নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, পরিশ্রম নামের অপকর্মেরই বলি হচ্ছে। তাই সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার দেওয়া নিযামে আবাদীর পথেই চলতে হবে। নইলে শান্তি নামক সোনার পাখিটি দূর আকাশে উড়াল দিবে।

পরিবার :

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের দায়িত্ব নিয়ে বংশবৃদ্ধি করার প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার নামই পরিবার। পরিবার হ'ল একটি প্রাচীনতম সংগঠন। মানুষকে সমাজে বসবাস করতে হ'লে পারিবারিক পরিচয় বহন করতে হয়। পিতা-মাতা সন্তান-সন্ত তি উৎপাদন ও লালন-পালনের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখে। যেখানে পরিবারের সদস্য হ'ল দাদা-দাদী, বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পরিবার আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর পরিবার। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন' *(নিসা ৪/১)*।

মানুষের জীবনে পারিবারিক শিক্ষা ও শিষ্টাচার ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মানবিক মূল্যবোধগুলোর চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অন্তরকে বিকশিত করা, সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেয়ার মতো গুণাবলী তৈরী করা আসলে পরিবারেই গ্রথিত।

বর্তমানে পারিবারিক বন্ধনের বাস্তব চিত্র :

মানব সভ্যতার মৌলিক ও সৌহার্দ্য-ভালবাসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান পরিবারে এখন ব্যাপক ভাঙন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণেই সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রথমে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙ্গে একক পরিবার প্রথা চালু হতে থাকে। যখন একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙ্গে গেল, তখন স্বামী-স্ত্রী মা-বাবাকে ছেড়ে আলাদা বাড়িতে থাকতে শুরু করল। এভাবে ফ্লাটভিত্তিক পরিবারের বিকাশ ঘটল। সচরাচর বাবা-মায়ের স্থান হয় না এসব ফ্লাট পরিবারে। হয়তো স্বামী চাকরি করছে, স্ত্রী বাসায় থাকছে; স্বামী স্ত্রীকে ঠিকভাবে সময় দিতে পারছে না অথবা স্বামীকে যথাযথভাবে স্ত্রী সময় দিতে পারছে না। এর সুযোগে পরিবারে ঢুকে পড়ছে পরকীয়ায় মত জঘন্য অপরাধ।

আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রযুক্তির কারণেও পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন মোবাইল, ফেসবুক ও ইউটিউব নিয়ে মানুষ খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ায় পরিবারের সদস্যরা একে অন্যকে যে পরিমাণ সময় দেওয়া উচিত তা দিতে পারছে না। এর সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের কারণে অবিশ্বাস, হতাশা, লোভ ও মানসিক বিষন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন পরিবার হয়ে উঠছে রণক্ষেত্র। পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে বাড়ির বরকত পিতামাতার জায়গা হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে এবং পরিবারের সৌন্দর্য শিশুদের চাইল্ড কেয়ারে। ফলে পারিবারিক পবিত্র বন্ধন অগ্নিপুরীতে রুপান্তরিত হচ্ছে।

পারিবারিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

১. শারঈ জ্ঞানের অভাব :

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু হ'ল তার অজ্ঞতা-মূর্খতা। অজ্ঞতাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি তার অজ্ঞতার কারণে জীবন বাস্তবতায় মূলত অন্ধকারের মধ্যে বসবাস করে। ফলে দুনিয়াবী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ে এবং ব্যর্থ ও অনুতপ্ত হয়। অথচ ইসলাম অহীভিত্তিক জ্ঞান সম্বলিত এক অনন্য জীবন ব্যবস্থার নাম, যা মানুষকে সার্বিক জীবনে জ্ঞান নির্ভর সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে এবং যার মাধ্যমে মানবতার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'তুমি বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বস্তুতঃ জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৬)*। অতএব পরিবার ও পারিবারিক জ্ঞানের অভাবে পারিবারিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে, পারিবারিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পারিবারিক অস্তিরতা ও অশান্তি দীর্ঘায়িত হচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ

أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর' *(নাহল ১৬/৭৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَىُّ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَىُّ قَالَ: الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সময় মত ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন, অতঃপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি আরো বলতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন'।[২]

আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে গমন প্রতিটি মুসলমানের পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। একজন সন্তান জিহাদে না গিয়েও পিতা-মাতার সেবার মধ্যে দিয়ে জিহাদ করার নেকী পেতে পারে। এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদ ও হিজরতের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَقَالَ : أَحَىٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ– 'তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী (ছাঃ) বললেন, তবে তাঁদের খেদমতের (মাধ্যমে জিহাদের নেকীর) চেষ্টা কর'।[৩] তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ 'তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। অতঃপর তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়'আত নিতে অস্বীকার করলেন'।[৪]

مَنْسَأَةٌ فِى الأَثَرِ. 'তোমরা নিজেদের বংশধারার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন কর, যাতে করে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকলে নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা তৈরী হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়'।[১] জগতশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী তাই অধ্যায় রচনা করেছেন- بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ 'কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞান'। কেননা দুনিয়াতে সমস্ত অঘটনের পেছনে কিন্তু প্রথমত অজ্ঞতাই দায়ী।

২. পিতা-মাতার মর্যাদার অবমূল্যায়ন : পারিবারিক বন্ধনের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল পিতা-মাতা। যাদের মাধ্যমে একজন মানুষ পৃথিবী নামক এই ছোট্ট গ্রহে আগমন করে। অপরপক্ষে পরকালীন সাফল্যও নির্ভর করে তাদের সাথে আচরিত সর্বোত্তম আচরণের উপর ভিত্তি করে। ফলে পৃথিবীতে একজন সন্তানের নিকট পিতা-মাতা সর্বোত্তম আচরণ পাবে এটাই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً– وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً– 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)*।

কৃতজ্ঞতার দিক থেকে মহান আল্লাহ্র পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদয় হওয়ার তাকীদ এসেছে। পিতা-মাতার কথা স্বরণ করিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ

১. *তিরমিযী হা/১৯৭৯; ছহীহাহ হা/২৭৬; মিশকাত হা/৪৯৩৪।*

২. *বুখারী হা/২৭৮২; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮।*
৩. *বুখারী হা/৩০০৪; মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭।*
৪. *আবুদাঊদ হা/২৫২৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮১।*

নিশ্চিত জান্নাত পিতা-মাতার সেবার মধ্যে নিহিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'।[৫] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ 'পিতা হ'লেন জান্নাতের উত্তম দরজা। এক্ষণে তুমি তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।[৬] অত্র হাদীছে পিতা জিনসী শব্দ তথা মাতা-পিতা উভয়কে বুঝানো হয়েছে'।[৭]

অথচ বর্তমান বস্তুবাদী দুনিয়ায় সন্তানরা মা-বাবাকে ছেড়ে দুনিয়া কামাইয়ের নেশায় মত্ত হয়ে পড়ছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত তাকদীরকে জলাঞ্জলী দিয়ে তারা বাড়ির বরকত, দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির সোপান পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে পারিবারিক বিপর্যয়ের নতুন অধ্যায় রচনা করছে। গাছের শেকড়কে হত্যা করে কিভাবে গাছের অন্যান্য কাণ্ড বেঁচে থাকতে পারে? যে পরিবারে পিতা-মাতাকে সন্তানদের অবমূল্যায়ন করা হয়, সেখানে বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কচ্ছেদ, অশান্তি, অস্থিরতা জায়গা করে নিবেই।

৩. সুবিচারের অভাব : বর্তমান সমাজ ও পরিবারে ইনছাফ ও সুবিচারের বড়ই অভাব। সুবিচার না থাকলে একটি সমাজ, একটি দেশ টিকে থাকতে পারে না। ন্যায়পরায়ণতা না থাকলে একটি পরিবার সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে না। ইনছাফ না থাকলে কোথাও শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা থাকে না। মহান আল্লাহ মানবজাতির প্রতি সুবিচারের আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' *(যুমার ১৬/৯০)*। অন্য আয়াতে এসেছে, اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 'তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

ইসলামে এই সুবিচারের নির্দেশনা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরিবারে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সবার আগে যরূরী। কেননা পরিবারে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। হাদীছে এসেছে, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلاَمًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ. قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْهُ. নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'একবার তাঁর পিতা তাকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং বলেন, আমি আমার এ ছেলেকে একটি গোলাম (দাস) দান করেছি। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকে এমন দান করেছ? পিতা জবাব দিলেন, না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাহ'লে এ গোলাম ফেরত নিয়ে নাও'।[৮]

জমিজমা হ'ল পারিবারিক সম্পর্ক নষ্টের যম। বর্তমান সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মহান আল্লাহ প্রদত্ত মিরাছী বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না। ইসলাম যে সুশৃংখল ও বিধিবদ্ধ নিয়ম করে দিয়েছে, অনেক পিতা-মাতাই তার তোয়াক্কা করেন না। কখনো কখনো মা-বাবা কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানকে বেশী গুরুত্ব দেন। কখনো সম্পত্তি থেকে মাহরূম করেন। ফলে পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। আবার যখন কোনো পরিবারে মা-বাবার পক্ষ থেকে কোনো সন্তানদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বা স্নেহ-মমতার লক্ষণ দেখা যায়। যদিও তার পেছনে যথেষ্ট ন্যায্য কারণ থাকে, যা ধন-সম্পদ সঠিকভাবে বন্টনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ঠিক তখনই ঐ পরিবারে দ্বন্দ্ব ও অশান্তির আগুন দাউ দাউ জ্বলে উঠে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পিতার জীবদ্দশাতেই বাড়ির বড় ভাই সংসারের ঘানি টানেন। এক সময় তিনিই বাড়ির সকল সিদ্ধান্তের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে উঠেন। বড় ভাইয়ের উপর দ্বীন বিজয় লাভ করলে খুব ভাল। কেননা তিনি পিতৃ স্নেহে পরিবারের অন্য সদস্যদের বড় করে তোলেন। কিন্তু প্রায়শঃ দেখা যায়, বাড়ির অধীনস্থ ছোট ভাইবোনেরা বড় ভাইয়ের কাছে চরমভাবে নিগৃহীত ও বঞ্চিত হয়। অনেক পরিবারে আবার ভাবীরা আগুনে ঘি ঢালেন। ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনেতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 'আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় কথা বলবে, তা নিকটজনের বিরুদ্ধে হলেও। আর তোমরা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এসব বিষয় তিনি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' *(আনআ'ম ৬/১৫১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করো'।[৯]

---

৫. শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৩।

৬. আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।

৭. মিরকাত ৭/৩০৮৯, ৪৯২৮ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮.বুখারী হা/২৫৮৬;।

৯.বুখারী হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯।

তাই প্রত্যেক পরিবারের মা-বাবার উচিত হবে, সন্তান-সন্ততির মধ্যে ইনছাফভিত্তিক আচরণ করা। বেইনছাফী ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। তাই পরিবার ও আগামী প্রজন্মের কথা চিন্তা করে অশান্তির দাবানল স্থায়ী না করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক পিতা-মাতাকে সবার আগে পরিবারে ইনছাফ কায়েম করা প্রয়োজন। আর এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারা ইনসাফ কায়েম করতে পারবে, তাদের এই ইনসাফপূর্ণ আচরণ ক্বিয়ামতের দিন নূর বা জ্যোতি হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا- ‘আল্লাহ্র নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ’।[১০] এরপরেও যদি পিতা-মাতা সন্তানদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন, তাহ’লে মহান আল্লাহ্র অমোঘ বাণী শুনুন। মহান আল্লাহ বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করো না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত’ *(নিসা ৪/১৩৫)*।

৪. পর্দাহীনতা ও অল্পেতুষ্টিহীন জীবনযাপন :

পর্দাহীনতার কারণে আধুনিক পরিবারগুলোতে ক্যান্সারের মত পরকীয়া ছড়িয়ে পড়েছে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মিল নেই। ঘরে-বাইরে অশান্তির দাবানল জ্বলছে। স্বামী চাকুরীজীবী বা প্রবাসী, স্ত্রীকে সময় দিতে পারে না অথবা উভয়ে চাকুরীজীবী অথবা স্বামী এবং স্ত্রী নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করেন। এমনকি বর্তমানে নারী স্বাধীনতার নামে আবার মেয়েরাও পরিবার ছেড়ে প্রবাসে চাকুরী-বাকুরীর সুযোগ নিচ্ছে। ফলে পরস্পরের ব্যস্ততায় দাম্পত্য জীবন ব্যাহত হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার যা একটি আদর্শ পরিবারের জন্য বড়ই হুমকির। মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ‘আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে’ *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِى حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. ‘কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জযাত্রী। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তবে যাও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর’।[১১]

সাধারণত চাকুরীজীবীরা ফ্ল্যাট ভিত্তিক পরিবারে অভ্যস্ত। যেখানে পিতা-মাতা, ভাই-বোন সন্তান-সন্ততি নিয়ে বসবাসের সুযোগ-সুবিধা খুবই অপ্রতুল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ‘যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি যথার্থ ভরসা কর তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করবেন, যেরূপ পাখিকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে (বাসায়) ফিরে আসে’।[১২]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ آمِنًا فِى سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. ‘তোমাদের মধ্যে যে লোক নিজের গৃহে নিরাপদে শারীরিক সুস্থতা সহকারে ভোর করে এবং তার কাছে সে দিনের প্রাণ রক্ষা পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকে, তার জন্য যেন দুনিয়ার সমস্ত নে‘মত একত্রিত করে দেয়া হয়েছে’।[১৩]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً

১০. *মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৯০।*

১১. *বুখারী হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৫১৩।*
১২. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৯৯।*
১৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯১।*

www.tawheederdak.com

يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا، وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ 'ইবলীস শয়তান সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফিৎনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফিৎনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করনি। রাসূল বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দেইনি, এমনকি দম্পতির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি। রাসূল বলেন, শয়তান এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায় আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয় জাবির (রাঃ) এটাও বলেছেন যে, 'অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে'।[১৪]

স্বাধীন ও উন্নত জীবন গঠনের নামে ইসলামে অল্পতুষ্টি ও পর্দার মত মৌলিক বিধানগুলি এ সমস্ত বস্তুবাদী পরিবারে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। ফলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পারিবারিক জীবনধারার সুযোগে শয়তান এ সমস্ত পরিবারে ঢুকে পড়ছে এবং পবিত্র পারিবারিক বন্ধনের প্রাসাদকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। কেননা শয়তান সর্বদা পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতা প্রত্যাশী। কারণ একটি পরিবারের শান্তি, শৃংঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়া মানে পুরো দেশ ও জাতির শান্তি, শৃংঙ্খলায় করাঘাত।

৫. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্কহীনতা : পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মান-মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখার পাশাপাশি পারস্পরিক আচরণ বিধি পুরোপুরি মেনে চলা উচিৎ। প্রতিটি মানুষ তার আত্মীয়তা তথা পারিবারিক ভালবাসার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক' *(নিসা ৪/১)*।

وَالْأَرْحَامَ 'আরহাম' শব্দের ব্যাখ্যায় শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত সকল আত্মীয়-স্বজনকে বুঝায়। তারা মিরাছের সদস্যভুক্ত হৌক বা না হৌক। মহান আল্লাহ বলেন, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا 'আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণের চাইতে। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ কর তাতে বাধা নেই। আর এটাই মূল কিতাবে (লাওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ আছে' *(আহযাব ৩৩/৬)*।

রাসূল (ছাঃ)-কে একজন ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ:أُمَّكَ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:أُمَّكَ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ. 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কার সাথে উত্তম আচরণ করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি বললাম, অতঃপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? এবার তিনি বললেন, তোমার বাবার সাথে, তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে, তারপর তাদের নিকটতম আত্মীয়দের সাথে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৯২৯)*।[১৫]

অতঃপর সকল আত্মীয়-স্বজন, আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْراً. 'উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে' *(নিসা ৪/৩৬)*।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি সর্বাধিক ভাল আচরণ পাওয়ার হকদার, তিনি আপন খালা-মামারা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ 'খালা হ'ল মাতৃস্থানীয়'।[১৬] অন্য হাদীছে এসেছে, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ وَالِدَانِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكَ خَالَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَبِرَّهَا

১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৭১।*

১৫. *ফাতাওয়া শায়খ ছালেহ মুনাজ্জিদ ক্রমিক নং ৭৫০৫৭।*
১৬. *বুখারী, তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৩৭৭।।*

إِذًا ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো মহাপাপ করে ফেলেছি। আমার জন্য কি ক্ষমার দরজা খোলা আছে? রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি মা-বাবা জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ’লে তার সাথে সদাচরণ কর’।[১৭]

মায়মূনাহ (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ او أَخَوَاتِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ– ‘শোন! তুমি যদি তোমার মামা-খালা বা বোনদের এটা দান করতে, তাহ’লে তোমার জন্য বেশী নেকীর কাজ হত’।[১৮]

রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় পাড়া-প্রতিবেশীও আত্মীয়স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তারাও সর্বোত্তম আচরণ পাওয়ার হকদার। অথচ বংশীয় অহমিকা, যিদ, মান-অভিমানের জায়গা থেকে শয়তান পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে একে অপরের মধ্যে চরম শত্রুতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ– ‘আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম সাথী সে, যে তার সঙ্গী-সাথীর নিকট উত্তম। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার পড়শীর নিকট উত্তম’।[১৯]

কিন্তু ব্যস্ত দুনিয়ায় পরস্পর সাক্ষাতের ঘাটতি, অনিচ্ছা-অনীহায় ও দীর্ঘদিনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা নিজের খালা-মামা, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনরা সম্পর্কের জায়গা থেকে অনেক দূরে চলে যান। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ঈদে দেখা হলেও গুরুত্বহীন এ সাক্ষাৎ সুসম্পর্কে খুব একটা প্রভাব রাখে না। সম্পর্কহীনতার যতগুলো কারণ দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম হ’ল কৃপণতা। একজন নিকটাত্মীয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেও অসুস্থ মানসিকতা ও কৃপণতা সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।

৬. বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহের ঘাটতি :

ইসলামে বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহের যে পরিসর রচিত হয়েছে তা পারিবারিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতায় এক ঐতিহাসিক দলীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا ‘যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয়’।[২০] ছোট্ট মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ ছোটদের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তম আচরণে মুগ্ধ হয়ে বলেন, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِى نَفَرٍ مِنْ قَوْمِى فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. ‘সগোত্রীয় একটি দল নিয়ে আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। আমরা তাঁর কাছে বিশ রাত অবস্থান করলাম। তিনি ছিলেন দয়ালু ও কোমলপ্রাণ। তিনি আমাদের নিজ নিজ পরিবারের প্রতি আমাদের মনের টান লক্ষ্য করে বললেন, ‘তোমরা (নিজেদের পরিবারে) ফিরে যাও। তাদের মাঝে অবস্থান কর আর তাদের (তোমরা যা শিখলে তা) শেখাও এবং (তাদের নিয়ে) ছালাত আদায় কর। যখন ছালাতের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দেবে আর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে’।[২১]

হুযায়ফা ইয়ামানী বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে কোন নিমন্ত্রণে যেতাম তখন তাঁর শুরু করার আগে আমরা খাবারে হাত দিতাম না।[২২]

রাসূল অন্যত্র বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيهِ وَالْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ ‘বয়স্ক মুসলিমকে ইযযত-সম্মান করা, কুরআন পাঠককে সম্মান করা- যতক্ষণ সে কুরআনের বাক্যের বা অর্থে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতিসাধন না করে এবং ন্যায়বিচারক শাসককে সম্মান করা, এ সবকিছুই আল্লাহকে সম্মান করার অংশবিশেষ’।[২৩]

কিন্তু আজকের বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা মানবিক সমস্ত মমত্ববোধ, স্নেহ, ভালবাসার পরিবর্তে অমানবিকতা, অশ্রদ্ধা ও চরম নিষ্ঠুরতার সমাজ উপহার দিয়েছে। সেখানে দুনিয়াদার পিতা-মাতার নিকট সবই তুচ্ছ। তারা ছোটদের চাইল্ড কেয়ার ও বাড়ির মুরুব্বীদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে নিজের দায়দায়িত্বের ইতি টানেন। যেখানে পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নেই। তাহ’লে এমন মেকী দায়বোধকে কিভাবে একটি সভ্য পরিবার বলা যেতে পারে?

অথচ ইসলামী পরিবারে দাদা-দাদী, নানা-নানী বড় ভাই-বোন ও নাতি-নাতনী, স্নেহের কচিকাচার মিলনমেলা। যেখানকার পারস্পরিক ভালবাসা ও মমত্ববোধ মহান আল্লাহর অপার দান। সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার পাশাপাশি দাদা-দাদী, নানা-নানী, বড় ভাই-বোন অজস্র পরিশ্রম করেন। কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেন। কোলে-পিঠে

১৭. ইবনু হিব্বান হা/৪৩৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৪,২৫২৬; শু‘আবুল ঈমান হা/৭৮৬৪।
১৮. বুখারী হা/২৫৯২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৬।
১৯. তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৪৯৮৭।
২০. তিরমিযী হা/১৯১৯; আবুদাউদ হা/৪৯৪৩।
২১. বুখারী হা/৬২৮; মিশকাত হা/৬৮৩।
২২. মুসলিম হা/২০১৭; মিশকাত হা/৪২৩৭।
২৩. আবুদাউদ হা/৪৮৪৩; মিশকাত হা/৪৯৭২।

বড় করে তোলেন। তাহ'লে কিভাবে বড়দের অসম্মান করে আজকের ছোটরা পার পেয়ে যেতে পারে? বর্তমান বস্তুবাদী সমাজবাদীরা কি তাদের একদিনের পরিশ্রমের মূল্যায়ন করতে পারবেন? অথবা দুনিয়ার কোন কিছু দিয়ে কি তাদের সে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার বদলা দিতে পারবেন? আদৌও নয়।

৭. পারিবারিক অহংবোধ :

উচ্চ বংশীয়, নিচু বংশীয়, সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মাধ্যমে একটি পরিবার গঠিত হয়, যা মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি বৈচিত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানুষের সম্মান-ইয্যত বাড়ানো বা কমানো তাঁরই হাতে। এ নিয়ে তারা পরস্পর হানাহানি ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবে, একে অপরকে অভিসম্পাত করবে, একে অন্যের উপর গর্ব ও অহমিকা প্রদর্শন করবে, ব্যাপারটি আসলে এমন নয়।

কিন্তু আজকের আধুনিক পরিবারে এগুলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিয়েশাদীর মাধ্যমে এক পরিবারের সদস্য অন্য পরিবারের আপনজন হয়। পরিবারে জাহেলী যুগের আছাবিয়াত বা অন্যায় পক্ষপাতদুষ্টতা, অহংকার, যিদ, রাগ, মান-অভিমান, জাতিগর্ব, বর্ণবাদ, শ্রেণী বিদ্বেষ, জাত্যাভিমান, গোত্র ও দলীয় গোড়ামী মানুষের ভেতর হিংসা ও জিঘাংসার চারা বুনে। শয়তান পরস্পরের সম্পর্ক বিনষ্ট করার জন্য জাতিগত বিভেদের ভয়ংকর এক অদৃশ্য প্রাচীর তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। পরিবারের এক সদস্য অন্য সদস্যকে ঘৃণা করে, তুচ্ছ ভাবে, গালমন্দ করে, যা চরম অমানবিক ও অমার্জনীয় অপরাধ। এসবের ফলে চরমভাবে পারিবারিক বন্ধন বিপর্যস্ত হয়।

ইসলাম ধন-সম্পদ, বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য, বংশীয় কৌলিণ্য, সামাজিক প্রতিপত্তি কিংবা দৈহিক শক্তি সামর্থ্যকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বানায়নি। গরীবের ওপর ধনীর, দুর্বলের ওপর সবলের, নিচু বংশের ওপর উচ্চ বংশের, কালোর ওপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য ইসলাম রাখেনি।

ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মানদণ্ড হ'ল পরহেযগারিতা বা তাক্বওয়া। পরিবারের সদস্যরা যে যতটুকু তাক্বওয়া ধারণ করবে, সে তত শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হবে।

মানুষ সকলেই আদম সন্তান। আর আদম (আঃ) মাটির তৈরী। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى، 'মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, কৃষ্ণাঙ্গের ওপর লাল বর্ণের লোকের, লাল বর্ণের লোকের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সম্মান মর্যাদা কেবল তাক্বওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে'।[২৪] কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ নয়। বরং পরহেযগারিতা পারিবারিক বন্ধনকে সংশোধন করবে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। পারস্পরিক আছাবিয়াত বা জাত্যাভিমান, জাতিগর্ব, বর্ণবাদ ও শ্রেণীবিভেদ দূর করবে। ফলে সুখী সমৃদ্ধ পরিবার ও দেশ গঠিত হবে, যেখানে আল্লাহ্র দয়া ও রহমত সদা বর্ষিত হতে থাকবে।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

২৪. বায়হাক্বী -শো'আব হা/৫১৩৭; আহমাদ হা/২৩৫৩৬; ছহীহাহ হা/২৭০০।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	**৬ষ্ঠ**	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	**৭ম**	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	**৮ম**	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	**৯ম**	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	**১০ম**	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

ইভ্যালির তেলেসমাতি : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

-মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত

ভূমিকা : সাম্প্রতিক সময়ে ই-কমার্সের জগতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা হ'ল ইভ্যালি ট্রাজেডি। সারা দেশব্যাপী ইভ্যালি নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনলাইন ভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'ইভ্যালি'র যাত্রা শুরু হয়। মোটরসাইকেল, গাড়ি, মোবাইল ফোন, ঘরের সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ইত্যাদির মতো জিনিসগুলো তারা বিক্রয় করে থাকে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ইভ্যালির গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪৪ লাখ ৮৫ হাজার। ব্যবসার শুরুতেই 'সাইক্লোন', 'আর্থকুয়েক' ইত্যাদি নামে ১০০ থেকে ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাকের মতো লোভনীয় সব অফার দেওয়ার মাধ্যমে অল্প সময়ে তারা এই বিপুল পরিমাণ গ্রাহক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সেলিব্রেটি ও বিনোদন তারকাদের প্রচারণার মাধ্যমে ইভ্যালির পরিচিতি তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই শুরু হয় অনিয়ম। ৪৫ দিনের মধ্যে পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি থাকলেও নানা অজুহাতে তারা মাসের পর মাস ক্রেতাদের পণ্য সরবরাহে বিরত থাকে। অনেকে আবার টাকা ফেরত চেয়েও টাকা ফেরত পাননি। গ্রাহকদের অনেকে অভিযোগ করে, ইভ্যালির সাথে যোগাযোগ করে কোন সাড়া তারা পাচ্ছেন না এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ও তারা বন্ধ পাচ্ছেন। এভাবে শুরু হয় গ্রাহক অসন্তোষ। কিন্তু ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মাদ রাসেলকে প্রায়ই ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতে দেখা যায়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে ইভ্যালির বিরুদ্ধে হাযারেরও বেশী অভিযোগ জমা পড়ে। পণ্যমূল্য বাবদ গ্রাহকদের কাছ থেকে তারা ২১৪ কোটি টাকা অগ্রীম গ্রহণ করে রেখেছে। অন্যদিকে যেসব কোম্পানির কাছ থেকে ইভ্যালি পণ্য কিনেছে, তাদের কাছেও ইভ্যালির আরো বকেয়া রয়েছে ১৯০ কোটি টাকা। এমতাবস্থায় এ বছরের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি তদন্ত দল ইভ্যালির কার্যক্রমের কিছু অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পেশ করে এবং গত ১৭ জুলাই ২০২১ আদালত ইভ্যালির চেয়ারম্যান ও সিইও-র দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। অন্যদিকে অভিযান পরিচালনা করার পর তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বর্তমানে পণ্য সরবরাহকারী এবং গ্রাহকদের কাছে ইভ্যালির মোট দেনার পরিমাণ হাযার কোটি টাকা, যেখানে ব্যাংক হিসাবে রয়েছে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। বিদেশী বা দেশী বিনিয়োগ এবং কোম্পানীর ৩ বছর পূর্তিতে শেয়ারবাজারে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এ বিপুল পরিমাণ দেনা পরিশোধ করার পরিকল্পনা ছিল ইভ্যালির। আর এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণার পরিকল্পনা ছিল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা রাসেলের'।[১]

কিন্তু তার আগেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে যখন ১৫ই সেপ্টেম্বর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ইভ্যালির বিরুদ্ধে ঢাকার গুলশান থানায় প্রতারণার মামলা দায়ের করেন একজন গ্রাহক। এর আগে চলতি বছরে সিরাজগঞ্জেও ইভ্যালির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। পরদিন ১৬ই সেপ্টেম্বর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ রাসেলের মোহাম্মদপুরের বাড়িতে র‍্যাব অভিযান চালায় এবং ঐ দিন বিকেল ৫টা নাগাদ মোহাম্মদ রাসেল ও (কোম্পানির চেয়ারম্যান) তার স্ত্রী শামীমা নাসরিনকে আটক করে'।[২]

তাদের গ্রেফতারের পর ইভ্যালির গ্রাহকদের একাংশ আবার তাদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে এই আশায় যে, মুক্তি পেলে হয়তো তারা তাদের পণ্য ও পাওনা টাকা ফেরত পাবেন।

ইভ্যালির আধ্যাত্মিক গুরু ও রাসেল :

ইভ্যালি ও এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা পরিচালনার পদ্ধতি ও তার ভ্রান্তি নিয়ে বিশ্লেষকরা বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করেছেন। আসলে ইভ্যালি যেভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছিল তাকে একাডেমিক ভাষায় বলা হয় 'পঞ্জি মডেল'। চার্লস পঞ্জি ছিলেন এর আবিষ্কর্তা, যার পুরো নাম পিয়েত্রো জিওভানি গুজলিয়েলমো তেবালদো পঞ্জি। ফাঁকিবাজির সমস্ত দায় প্রথমত 'ফিন্যান্সিয়াল জিনিয়াস' এই চার্লস পঞ্জিকেই দিতে হয়। কেননা তিনিই মানুষকে লোভের জালে আটকিয়ে আর্থিক জালিয়াতির হোতা পঞ্জি বা পুঞ্জি স্কিমের প্রতিষ্ঠাতা।

চার্লস পঞ্জির জন্ম ১৮৮২ সালের ৩রা মার্চ, ইতালির লুগোতে। মাত্র আড়াই ডলার পকেটে নিয়ে চার্লস পঞ্জি ১৯০৩ সালের ১৫ই নভেম্বর বোস্টনে এসেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তন করতে না পেরে কানাডায় চলে গিয়ে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসেছিলেন ১৯১১ সালে। শুরুতে অবৈধ ইতালিয়ানদের সীমান্ত পার করার কাজ করতেন। এ জন্য দুই মাসের জেলও খাটেন। এরপরই আর্থিক খাতে নতুন ইতিহাসের জন্ম দেন চার্লস পঞ্জি। মূলত ইন্টারন্যাশনাল রিপ্লাই কুপন (আইআরসি) বা একধরনের ডাক মাশুল দিয়েই তার প্রলোভনের ব্যবসা শুরু হয়েছিল। ঘোষণা দেন যে কেউ তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে ৯০ দিনের মধ্যে মূলধন দ্বিগুণ হারে ফেরত দেওয়া হবে। একপর্যায়ে তিনি

---

১. *প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১।*
২. *বিবিসি বাংলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১।*

'সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কোম্পানী' নামে একটি কোম্পানীও খুলেছিলেন। এ জন্য তিনি অসংখ্য এজেন্ট নিয়োগ দেন। এজেন্টরা বিনিয়োগ আনতে পারলে প্রতি ডলারে আকর্ষণীয় কমিশন দেওয়া হত। এ সময় মানুষজন সর্বস্ব বিনিয়োগ করে, এমনকি মুনাফা না তুলে পুনর্বিনিয়োগও করে।

পঞ্জির এই ব্যবসা আসলে লাভজনক ছিল না। তবে যেহেতু অর্থ আসছিল, তাই কেউ কেউ অর্থ ফেরত পাচ্ছিলেন। ১০ জনের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে একজনকে ফেরত দেওয়ার এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাজার হালেই দিন কাটাচ্ছিলেন চার্লস পঞ্জি। তবে কিছু মানুষের মধ্যে সন্দেহ ঢুকে পড়ে। বোস্টন পোস্ট পত্রিকা শুরুতে পক্ষে থাকলেও তারাই আবার পঞ্জির ব্যবসার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সরকারও তদন্ত চালায়। এরপরই শুরু হয় পঞ্জির ব্যবসায় ধস। চার্লস পঞ্জি নিজেই পুলিশের কাছে ধরা দেন। কিন্তু শেষ জীবনটি তাঁর ভালো যায়নি। অর্থকষ্ট তো ছিলই, একসময় অন্ধও হয়ে যান। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় ১৯৪৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী মারা যান তিনি।

পঞ্জির মত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির শুরু ২০১৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মুহাম্মাদ রাসেল ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডায়াপার ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তারপর শুরু করেন ইভ্যালি। আর দুই বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি দেশের সবচেয়ে ই-কমার্স প্লাটফর্মে পরিণত হয়। ইভ্যালির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল ই-কমার্সকে শহরের বাইরে গ্রামগঞ্জে নিয়ে যাওয়া।

অতি দ্রুত ইভ্যালির গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির রহস্য কী? মূলত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক তৈরী করার কাজটিই করেছে ইভ্যালি। এতে মাঝপথের খরচটা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়, কম দামেও পণ্য দেওয়া যায়। গ্রাহক বাড়াতে অবশ্য অতিরিক্ত কম দামেই পণ্য বিক্রি করেছে ইভ্যালি। আর এই 'ডিসকাউন্ট'-এর প্রলোভনই ছিল বিপুলসংখ্যক গ্রাহক তৈরীর মূল সূত্র।

আসলে ইভ্যালির ব্যবসা মডেলটি ছিল 'মানুষের লোভ'। আর এখানেই ইভ্যালির মিল অন্যান্য পঞ্জি স্কিমের সঙ্গে। প্রলোভন দেখিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে অল্প কয়েকজনকে দেওয়ার ব্যবসা আদতে পঞ্জি স্কিমের বেশী কিছু নয়।

মুহাম্মাদ রাসেল শুরু থেকেই ব্যবসা মডেল হিসাবে বিশ্বের দুই প্রধান ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজন ও আলিবাবার কথা বলে আসছিলেন। কিন্তু আদতে তিনি অনুসরণ করেছেন চীনের কয়েকটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানকে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পিনডুয়োডুয়ো। পিনডুয়োডুয়ো মূলত সোশ্যাল কমার্স। সামাজিক মাধ্যমে গ্রুপ তৈরী করে পণ্য বিক্রির মডেলটা তাদেরই।

মুহাম্মাদ রাসেল পিনডুয়োডুয়োকে অনুসরণ করেছেন ঠিকই, তবে সেবার মান বৃদ্ধি বা গ্রাহক সন্তুষ্টির দিকে কোন নযর ছিল না। বরং পুরো আগ্রহ ছিল যেনতেনভাবে গ্রাহকসংখ্যা বাড়ানোর দিকে। এ জন্য 'ডিসকাউন্ট'-এর নামে নানা প্রলোভন দেখান তিনি। এতে বিপুলসংখ্যক গ্রাহক পেলেও তাদের সামলানোর রীতি তিনি কখনোই চর্চা করেননি।

আর এসবের কোনোটির ক্ষেত্রেই গ্রাহক, ভোক্তা ও সদস্যরা তাদের টাকা ফেরত পান নি। কোনো কোনো ভুক্তভোগী আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। তবে অর্থ আত্মসাতের তালিকায় ইভ্যালি নতুন নয়। এই তালিকা অনেক দীর্ঘ। যুবক (যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি), ই-কমার্স, MLM কোম্পানী ও সমবায় সমিতি সব মিলিয়ে গত ১৫ বছরে ২৮০টি প্রতিষ্ঠান মানুষের প্রায় ২১ হাযার কোটি টাকা লোপাট করেছে বলে জানা যাচ্ছে।৩

আর সব ক্ষেত্রেই গ্রাহককে বেশী মুনাফা ও ছাড়ের লোভ দেখানো ছিল টাকা হাতিয়ে নেওয়ার প্রধান কৌশল। ২০০৬ সালে যুবকের ২ হাজার ৬০০ কোটি, ২০১১ সালে ইউনিপে টু ইউর ৬ হাজার কোটি, ২০১২ সালে ডেসটিনির ৫ হাজার কোটি এবং ২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল সময়ে ২৬৬টি সমবায় সমিতির গ্রাহকদের ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা ঘটেছে।

এধরনের মডেল কোথাও-ই দীর্ঘ মেয়াদে সফল হয়নি। বিপুল ছাড়ে যখন কোনো পণ্য বিক্রির অফার করা হয় তখন প্রথমে অল্প কিছু গ্রাহক সেটার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দু'এক জন যখন সত্যিই সেই অভাবনীয় মূল্যে পণ্য হাতে পান তখন আরো বহু সংখ্যক গ্রাহক সেই পণ্য ক্রয় করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি এই বিপুল ছাড়ে (যে মূল্যটা আসলে নিশ্চিত লস) সবাইকে পণ্য সরবরাহ করার সক্ষমতা রাখে না, সেহেতু তখন পণ্য সরবরাহের জন্য কোম্পানির নতুন বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় (তবে নতুন বিনিয়োগ পেলেও শতভাগ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, বরং কিছু সংখ্যক গ্রাহকদের কাছে পণ্য সরবরাহ সম্ভব, আর বাকি গ্রাহকদের পণ্য সরবরাহের জন্য আবারও নতুন বিনিয়োগের

৩. *প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১।*

প্রয়োজন হবে কিন্তু এতেও আবার নতুন কিছু গ্রাহক সৃষ্টি হয় যাদেরকে পণ্য সরবরাহের জন্য আরো বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং এতে আবার নতুন গ্রাহক সৃষ্টি হবে আর এইভাবেই চক্রাকারে চলতে থাকবে), আর যখন নতুন বিনিয়োগের সংকট দেখা দিবে, তখন ভোক্তা স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রতিষ্ঠান নিজের তহবিল থেকে এই পণ্য সরবরাহ করছে না বরং নতুন বিনিয়োগ থেকে তারা খুব অল্প কিছু সংখ্যক গ্রাহককে সন্তুষ্ট করছে মাত্র।

আদতে মুহাম্মাদ রাসেলের ইভ্যালি ছিল পঞ্জি স্কিমে গড়ে উঠা এমএলএম পদ্ধতিরই আরেক রূপ, ঠিক যেন যুবক-ডেসটিনির 'ই-কমার্স সংস্করণ'।

বাংলাদেশে পঞ্জি ব্যবসা :

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সংসদ (এসডিএস) ও ইসলামিক ট্রেড অ্যান্ড কমার্স লিমিটেড (আইটিসিএল) এর মাধ্যমে নব্বইয়ের দশকের পঞ্জি ব্যবসা শুরু হয়েছিল টাঙ্গাইল থেকে। মূলত উচ্চ মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রতিষ্ঠান দু'টি গ্রাহকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করেছিল। ১৯৯৬ সাল থেকে আইটিসিএল অবৈধ ব্যাংকিং কার্যক্রম চালালেও বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের নিষিদ্ধ করে ২০০২ সালে এসে। তত দিনে সর্বস্বান্ত হাযার হাযার গ্রাহক। এর প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইল হোসেন সিরাজী তখন থেকে পলাতক থাকলেও ধরা পড়েছিলেন ২০১৭ সালে।

আইটিসিএলের পরেই যুব কর্মসংস্থান সোসাইটির (যুবক) উত্থান। যুবকের নিবন্ধনও নেওয়া হয় ১৯৯৬ সালে। তারাও নানা প্রলোভন দেখিয়ে জনগণের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। ২০০৬ সালেই বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে বেরিয়ে আসে যুবকের বিরুদ্ধে অবৈধ ব্যাংকিংসহ নানা প্রতারণার চিত্র। এরপর যুবক বিষয়ে ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিনকে প্রধান করে একটি কমিশন (প্রথম কমিশন) গঠন করেও তেমন লাভ হয়নি। অর্থ ফেরত পাননি এর গ্রাহকেরা। সর্বশেষ হিসাবে যুবকের ৩ লাখ ৩ হাযার ৭৩৯ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকের পাওনা ছিল ২ হাযার ৫৮৮ কোটি ১১ লাখ টাকা।

যুবক যেতে না যেতেই আবির্ভাব ডেসটিনিটির। আরেক পঞ্জি স্কিম। তারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে সংগ্রহ করে প্রায় চার হাযার কোটি টাকা। তাদের কার্যক্রম অবাধে চলে ২০১২ সাল পর্যন্ত। এর গ্রাহক ছিল প্রায় ৪০ লাখ। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অর্থ কেউ ফেরত পাননি। বড় বড় এ রকম কিছু প্রতিষ্ঠানের বাইরেও ইউনিপের মতো আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের নামও জড়িয়ে আছে পঞ্জি স্কিমের সঙ্গে। এরা সবাই মূলত বহু স্তরের বিপণন বা মাল্টি লেবেল মার্কেটিং (এমএলএম) কোম্পানি। পৃথিবীর বহু দেশেই এমএলএম কোম্পানি নিষিদ্ধ।

ডেসটিনির বিরুদ্ধে এক ধরনের আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার পর দেশে পঞ্জি স্কিম বন্ধ হয়ে গেছে, তা বলা যাবে না। এর মধ্যেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় নানা ধরনের কোম্পানি গড়ে উঠেছে এবং প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ নিয়ে ভেগেও গেছে। এর মধ্যে পরিবর্তনও ঘটে গেছে অনেক কিছুর। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও ফেসবুকের প্রসার মানুষের অনেক পুরোনো অভ্যাস বদলে দিয়েছে। অনলাইন কেনাকাটায় অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে মানুষ। আর এ সময়েই ইভ্যালির আবির্ভাব।

অন্যদিকে ইভ্যালি ছাড়াও আরো কয়েকটি অনলাইন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (ধামাকা শপিং, সিরাজগঞ্জ শপ ডটকম ও গ্লিটার্সআরএসটি ওয়ার্ল্ড) এর সদস্য পদ স্থগিত করেছে ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইক্যাব)।[৪]

ক্রেতা-ভোক্তাদের পাওনা সময়মত পরিশোধ না করায় এই ৪টি প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে আরো ডজন খানেক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অনিয়মের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে ইক্যাব। এছাড়া প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ই-অরেঞ্জের বিরুদ্ধেও।

এখন সময়ের সবচে বড় প্রশ্ন, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কি ফেরত দিতে পারবে ইভ্যালি? ইতিমধ্যেই প্রশাসন কর্তৃপক্ষদের বক্তব্যে এ ব্যাপারে নেতিবাচক সাড়া আসছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর র‍্যাব জানিয়েছে, গ্রাহকের টাকা ফেরত দেবার কোন পরিকল্পনা ইভ্যালির নেই'।[৫]

এদিকে বিশ্লেষকরাও বলছেন যে, যে পদ্ধতিতে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করে তা খুবই দুর্বল কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে। এতে ১০০% টাকা ফেরত পাওয়া অসম্ভব। ব্যাপারটা একবার ঘটে গেলে আর কিছু করার নেই।

যে কারণে ধ্বংসের পথে ইভ্যালি

১. চীনের উদ্যোক্তা কলিন হুয়াং পিনডুয়োডুয়ো প্রতিষ্ঠার আগে তথ্য প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম ও ই-কমার্স বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপরই এ ব্যবসায় এসেছিলেন। পিনডুয়োডুয়ো প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। এর আগে চার সিরিজের বিনিয়োগ পায় প্রতিষ্ঠানটি। পরপর চার সিরিজ বিনিয়োগ পাওয়ার পর শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হতে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিও ছাড়ার কাজটি সহজ নয়। পিনডুয়োডুয়োর পক্ষে কাজটি সহজ হয়েছে। কারণ তাদের হিসাবপত্রে কোনো গোঁজামিল ছিল না, হিসাব পদ্ধতি ছিল সহজ ও স্বচ্ছ এবং ব্যবসায়িক মডেল আকর্ষণীয়।

প্রতিষ্ঠিত দেশী বা বিদেশী বিনিয়োগ পেতে হলে ব্যবসায়িক কাঠামো, হিসাবপত্রের স্বচ্ছতা এবং গুডউইল বা সুনাম খুব যরূরী। ঠিক এখানেই ঘাটতি ইভ্যালির। এ কারণেই ৫০ লাখ গ্রাহক, বিপুল অর্ডার, প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের

৪. প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১।
৫. বিবিসি বাংলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১।

সঙ্গে পণ্য বিক্রির চুক্তি থাকলেও কোনো বিনিয়োগকারী খুঁজে পায়নি ইভ্যালি। সুতরাং মুহাম্মাদ রাসেলের আক্রমণাত্মক ব্যবসায়িক পদ্ধতির পেছনে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাকে প্রধান কারণ বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের যুক্তি বেশ দুর্বল। এই পথে কখনোই কোনো ভালো বিনিয়োগকারী এগিয়ে আসবেন না। এমনকি সঠিক নিরীক্ষা না থাকায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত থেকে সরে গেছে যমুনার মতো গ্রুপও।

২. ২০১৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে কাজ শুরুর পরের প্রায় দুই বছর নির্বিঘ্নে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে ইভ্যালি। তবে এর মধ্যেই গ্রাহক অসন্তোষও পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল। মুহাম্মাদ রাসেল নিয়মিত ফেসবুক লাইভে আসতেন। সে সময় পণ্য না পাওয়ার অসংখ্য মন্তব্য আসত। অবিশ্বাস্য কম দামে পণ্য বিক্রি নিয়েও সন্দেহ বাড়ছিল বিভিন্ন মহলে। আবার নাটক, সিনেমা, খেলাসহ এমন কোনো অনুষ্ঠান ছিল না, যেখানে ইভ্যালির আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এ সময় ইভ্যালির

ব্যবসায়িক পদ্ধতির দুর্বলতা নিয়ে গণমাধ্যমেও আলোচনা শুরু হয়। তবে নানা অনুষ্ঠান পৃষ্ঠপোষক হয়ে কিছু ব্যক্তিকে খুশী রাখার এই পদ্ধতিও আরেক পঞ্জি কোম্পানি ডেসটিনির কাছ থেকেই শেখা।

২০২০ সালের ২৪শে আগস্ট প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল 'ডিজিটাল ব্যবসার নতুন ফাঁদ ইভ্যালি'। এরপরই যুগ্ম সচিব আব্দুছ ছামাদ আল আজাদকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের পরিদপ্তরে (আরজেএসসি) চিঠি পাঠায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এরপর ২৭শে আগস্ট ইভ্যালির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিন ও এমডি মুহাম্মাদ রাসেলের ব্যাংক হিসাব এক মাসের জন্য স্থগিত করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

কিন্তু তখনও ইভ্যালি সতর্ক না হয়ে উল্টো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের কাছে ধরণা দেয়। তাতে প্রাথমিকভাবে সফলও হয়। এর এক মাস পরে বিএফআইইউ ইভ্যালির জব্দ করা ব্যাংক হিসাব খুলে দেয়। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইক্যাব) ইভ্যালি নিয়ে জানতে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করলেও তাদের দেওয়া প্রতিবেদনও আড়ালে চলে যায়। এ সময় মুহাম্মাদ রাসেল কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের ফেসবুকে পোস্ট দেন। অথচ তখন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না নিয়ে ব্যবসা ঠিকঠাক চালানোর দিকে নযর দিলে বর্তমান পরিস্থিতি হয়তো এড়াতে পারত ইভ্যালি।

৩. ব্যবসা বাড়াতে সুনাম বাড়ানো বা ধরে রাখা একটি অপরিহার্য উপাদান। গ্রাহক অসন্তোষ সব সময়ই সুনাম নষ্ট করে দেয়। ইভ্যালি সুনাম উদ্ধারে এ সময় ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) তৈরী সিনেমায় আর্থিক সহায়তা করে, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পৃষ্ঠপোষক হয়, সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও টাকা ঢালতে থাকে। ইক্যাবের নানা অনুষ্ঠানেরও পৃষ্ঠপোষক হয় তারা। মন্ত্রীদের নিয়েও বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে ইভ্যালি। সব মিলিয়ে গ্রাহক ছাড়া অন্য সব মহলকে খুশী রাখার এসব কর্মকাণ্ডে অনেক বেশী অর্থ খরচ করেছে তারা। এতে আরও গ্রাহক এসেছে ঠিকই, তাতে বিপদও বেড়েছে। কেননা আয় বা মুনাফা থেকে এই অর্থ ব্যয় করা হয়নি। গ্রাহকেরা পণ্য কিনতে অর্থ দিয়েছেন, আর সেই অর্থই ব্যয় হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পথে।

৪. দায় আছে সংশ্লিষ্ট সব সরকারী সংস্থারও। ২০২০ সালের আগস্টে একাধিক কমিটি গঠন করেও ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আবার এক মাসের মধ্যে জব্দ করা ব্যাংক হিসাব খুলে দেওয়ার বার্তাটিও ছিল পরিষ্কার। ছাড় না দিয়ে তখন নিয়মতান্ত্রিক পথে ইভ্যালিকে নিয়ে যেতে পারলে সব মহলই উপকৃত হত। মাত্র এক কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধনের কোম্পানি যখন গ্রাহকদের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা নেয়, তখন এর বিপজ্জনক দিকটি আগেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নযরে আসা উচিত ছিল।

২০২০ সালের ২৪ আগস্ট প্রথম আলোতে ছাপা হওয়া সংবাদে কোম্পানি আইন নিয়ে কাজ করা আইনজীবী তানজীব-উল-আলম বলেছিলেন, 'ইভ্যালির কার্যক্রমের ধরন অনেকটা এমএলএম কোম্পানির মতো। এমএলএম কোম্পানিগুলোর প্রতারণার চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে, ইভ্যালিও তা-ই করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এখানে মানি লন্ডারিং হচ্ছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত করে

দেখতে পারে। এই উপদেশটি শুনলে তখনই অনেক সমস্যার সমাধান করা যেত।

৫. যে কোনো ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নগদ অর্থ প্রবাহের। ক্যাশ ফ্লো বা নগদ অর্থ প্রবাহে টান পড়লে সেই কোম্পানি আর এগিয়ে যেতে পারে না। ইভ্যালির সমস্যা এখানেই। গ্রাহকদের অর্থ ভিন্ন খাতে ব্যয় করার কারণেই মুহাম্মাদ রাসেলের হাতে তেমন অর্থ নেই। এতে গ্রাহকদের পণ্য সরবরাহ করতে পারছিল না ইভ্যালি। এ কারণেই হয়তো মুহাম্মাদ রাসেল শেষ দিকে বারবার নতুন বিনিয়োগ পাওয়ার কথা বলতেন। কিন্তু তখন অনেক কিছুই আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল।

৬. ইভ্যালি অনেকের জন্য পথপ্রদর্শক। তাদের ব্যবসায়িক পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরী হয়েছে ই-অরেঞ্জ, ধামাকা, সিরাজগঞ্জশপ-এর মতো নানা প্রতিষ্ঠান। প্রলোভনে পড়া গ্রাহকদের অর্থ আত্মসাৎ করার মডেলটি শিখেছে তারা ইভ্যালির কাছ থেকেই। প্রলোভনের এই ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। এতে ইভ্যালির প্রতি নযর চলে যায় সব মহলের। ই-কমার্সের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমিয়ে দেওয়ার দায় ইভ্যালিরই।

শেষ কথা

প্রশ্ন হচ্ছে ইভ্যালি কি ধ্বংস হয়ে গেছে? প্রতিষ্ঠানটিকে কি বাঁচানো সম্ভব? এ জন্য কি মুহাম্মাদ রাসেল অপরিহার্য? আইনি প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখা কি সম্ভব? অর্থ কি ফেরত পাবে গ্রাহকেরা? সন্দেহ নেই যে অতীত অভিজ্ঞতা মোটেই ইভ্যালির গ্রাহকদের পক্ষে নয়। মূলতঃ অর্থনীতি ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা না করার এক দুঃখজনক পরিণাম হলো এই ইভ্যালি ট্রাজেডি। ইসলামী শরী'আর মৌলিক মাকছাদ হ'ল মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা। এ জন্য ইসলাম অর্থনীতিতে সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করেছে, যেখানে অস্পষ্টতা ও ধোঁকার কোনো সুযোগ নেই। অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার সব রাস্তা ইসলামী অর্থনীতিতে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি আরো বলেন, 'যারা ওজনে কম দেয়, পরের জিনিস ওজন করে নিলে পূর্ণ গ্রহণ করে কিন্তু যখন অপরকে ওজন করে দেয় তখন কম দেয়, এরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে' *(মুতাফ্ফীফিন ৮৩/১-৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي 'যে ব্যাক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৬]

বিশ্বব্যাপী ক্রমেই মানুষের ই-কমার্সে প্রতি ঝোঁক বাড়ছে, এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে। আর এসব প্রতারণার দায় সরকারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর পুরোপুরি এড়াতে পারে না। বরং তাদের দায়িত্ব হ'ল এসব প্রতিষ্ঠানের গতিবিধি লক্ষ্য করা, নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে তার আলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসা পরিচালনা করতে বাধ্য করা, জবাবদিহিতা এবং গ্রাহক বা ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা ও দ্রুত তার সমাধান করা। অন্যদিকে গ্রাহকদেরও উচিৎ বিপুল ছাড় ও লোভনীয় অফার দেখলেই তা লুফে নেওয়ার চেষ্টা না করে যাচাই করে তারপর সেবা গ্রহণ করা। মনে রাখতে হবে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'। অতি লোভ মানুষকে যে কোন সময় পথভ্রষ্ট করে দেয়। সুতরাং একজন দ্বীনদার, তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির পক্ষে কখনই লোভের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের ঈমান-আমল নষ্ট করার সুযোগ নেই। সর্বোপরি নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সেবা দাতা ও গ্রাহক সকলেরই উচিৎ তাক্বওয়া অবলম্বন করা, ইসলামী নীতিমালা মেনে চলা, ধোঁকা-প্রতারণা ও লোভের মানসিকতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে স্বচ্ছভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

[লেখক : ছাত্র, (অনার্স ১ম বর্ষ), রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী]

---

৬. *মুসলিম হা/১৮৬।*

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

(২য় কিস্তি)

(৯) অশ্বত্থামা হত ইতি গজ : কোন কথা পরিষ্কার করে না বলে কিছু কথা গোপন করা অর্থে প্রবাদটির প্রচলন আছে। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' প্রবাদটির শাব্দিক অর্থ অশ্বত্থামা নামক হাতি মারা গেছে। মহাভারতে বর্ণিত ঘটনার আলোকে একশত কৌরব বংশীয় রাজপুত্র ও পাঁচ পাণ্ডব বংশীয় রাজপুত্রদের অস্ত্রগুরু এবং হস্তিনাপুর রাজ্যের রাজগুরু ছিলেন ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোনাচার্য। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন। মহাভারত যুদ্ধে কৌরব বংশীয় রাজপুত্ররা অন্যায়ভাবে যুদ্ধ বাধিয়েছে জেনেও তিনি রাজগুরু হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার দরুণ তাদের পক্ষালম্বন করেন। গুরু দ্রোনাচার্যের একমাত্র স্নেহের পুত্রের নাম ছিল অশ্বত্থামা। যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাণ্ডবগণ তাদের গুরুর অস্ত্রের মুখে টিকতে না পেরে কৃষ্ণের পরামর্শে অশ্বত্থামার মৃত্যু হয়েছে এমন মিথ্যা সংবাদ ছড়ায়। এতে গুরু দ্রোণ পুত্র শোকে যুদ্ধ করা ছেড়ে দিলে পাণ্ডবদের সহযোগী পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের পুত্র তাকে হত্যা করে। গুরু দ্রোণ নিজ পুত্রের বাহুবলের উপর অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। বিধায় মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেননি। তিনি পাণ্ডবদের বড় ভাই যুধিষ্ঠিরকে সত্যতা জিজ্ঞাসা করেন যে কিনা কখনো মিথ্যা বলে না। কিন্তু যুধিষ্টির কৌশল অবলম্বন করে অর্ধ সত্য বলে। তাদের মিত্র রাজা ইন্দ্রবর্মারও 'অশ্বত্থামা' নামে একটা হাতি ছিল। সেদিন যুদ্ধের মাঠে পাণ্ডবদের দ্বিতীয় ভাই ভীম যুধিষ্টিরকে যাতে মিথ্যা বলতে না হয় সেজন্য রাজা যুদ্ধরত ইন্দ্রবর্মার হাতিটিকে হত্যা করে। অতঃপর গুরু দ্রোণের প্রশ্নের জবাবে যুধিষ্ঠির উচ্চস্বরে বলে অশ্বত্থামা হত অর্থাৎ মারা গেছে; কিন্তু নিম্নস্বরে বলে ইতি গজ যার অর্থ দাঁড়ায় অশ্বত্থামা নামক হাতির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শেষের অংশ নিম্নস্বরে বলায় গুরু দ্রোণের কানে সে কথা পৌছায়নি। তখন তিনি অস্ত্র ফেলে দিলে তাকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখে অস্পষ্টতা রেখে কথা বলা ব্যক্তির উপমা প্রয়োগের সময় উক্ত প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।[১]

(১০) গজ কচ্ছপের লড়াই : এ প্রবাদ দ্বারা 'প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বোঝানো হয়। হিন্দু পুরাণ মতে, বিভাবসু নামে এক রাগি ঋষি ছিল। তার ছোট ভাই সুপ্রতিক বাবার মৃত্যুর পর তাদের সম্পত্তি ভাগ করার জন্য ঋষিকে বারবার তাগিদ দিতে থাকে। কিন্তু ঋষি সম্পত্তি বিভাজনের বিরোধী ছিলেন। ঋষির নিষেধ সত্ত্বেও সুপ্রতীক সম্পত্তি ভাগের জন্য পীড়াপিড়ি করলে বিভাবসু তাকে হাতি হওয়ার অভিশাপ দেয়। অতঃপর সুপ্রতীকও ঋষি বিভাবসুকে কচ্ছপ হওয়ার অভিশাপ দেয়। এতে উভয়ে হাতি-কচ্ছপ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়! কিন্ত তাদের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব সে রূপেও বহাল থাকে। সেজন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির উদাহরণ দিতে এ কাহিনী বাংলা সাহিত্যে 'গজ কচ্ছপের লড়াই' প্রবাদ নামে স্থান দখল করেছে।[২]

মহাভারতের ন্যায় রামায়ণও হিন্দুদের প্রধান মহাকাব্য এবং ধর্মগ্রন্থ হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটির রচায়িতা ঋষি বাল্মীকি যিনি প্রাথমিক জীবনে একজন দস্যু ছিলেন। চব্বিশ হাজার শ্লোক সমৃদ্ধ ৭ কাণ্ডে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রামের জীবন কাহিনী এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীর আলোকে অনেক প্রবাদ বাংলা সাহিত্যের পরতে পরতে উপমা হিসাবে দেখা যায়। এ অংশে রামায়ণ গ্রন্থের কাহিনী নির্ভর প্রবাদগুলো বর্ণনা করা হল।

(১১) সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মা : কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানার পরেও সে বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ব্যক্তির উদাহরণ প্রয়োগ করা সম্বন্ধে উক্ত প্রবাদটি সমাজে প্রচলিত। অর্থাৎ অতি দূর্বল ধিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত। রামায়ণে মূলত রাম ও তার স্ত্রীর কাহিনী সাত কাণ্ডে অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিশাল গ্রন্থ পড়ার পর কেউ যদি বলে সীতা রামের মা ছিলেন, তাহলে তাকে অবশ্যই প্রাথমিক জ্ঞানহীন বলা হবে। এমন দূর্বল মেধার অধিকারী ব্যক্তির উদাহরণ দিতে উক্ত প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

(১২) কাল রাম রাজা হবে আজ বনবাস : প্রবাদটির অর্থ অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা অথবা আনন্দে অপ্রত্যাশিত নিরানন্দ।[৩] রাম অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। দশরথের তিন স্ত্রীর চার পুত্রদের মধ্যে রাম সবার বড় ছিল। দশরথ রামকে রাজা ঘোষিত করে বৃদ্ধা অবস্থায় অবসর নিতে চেয়েছিলেন। সে জন্য মন্ত্রীসভায় রামের অভিষেকের ঘোষণা করা হয়। রাম রাজা হবে শুনে সমস্ত রাজ্য আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। কিন্তু রামের সৎমা কৈকয়ী তার দাসী মন্থরার চক্রান্তে প্রভাবিত হয়ে নিজ পুত্র ভরতকে রাজ্যভার দিতে রাজা দশরথকে বাধ্য করে। দশরথও নিরুপায় ছিলেন। কারণ তিনি কৈকয়ীকে কথা দিয়েছিলেন যে, কোন একদিন কৈকয়ী তার কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিবেন না। কৈকয়ী এই শপথের

১. *মহাভারত, অনুবাদ : রাজশেখর বসু; ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮, পৃ. ৪৫৪-৪৫৬।*

২. *মহাভারত, অনুবাদ : রাজশেখর বসু, আদি পর্ব, পৃ. ১৬-১৭।*

৩. *সরল বাংলা অভিধান, শুবলচন্দ্র মিত্র, অষ্টম সংস্করণ, পৃ. ১৫৩৬।*

সুযোগ নিয়ে ভরতের জন্য রাজ্য এবং রামকে ১৪ বছর বনবাসে রাখার দাবী করে। এতে বাধ্য হয়ে দশরথ ভরতকে রাজা ঘোষণা করে রামকে বনবাসে পাঠায়। এহেন মুহূর্তে সমস্ত রাজ্যে শোকের ছায়া পড়ে। এ কারণে আনন্দঘন পরিবেশে হঠাৎ বিষাদের অবতারণা বোঝানোর জন্য উক্ত প্রবাদটির উপমা দেওয়া হয়।[৪]

(১৩) ভূতের মুখে রাম নাম : বহুল প্রচলিত প্রবাদটির উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী রাম নাম জপলে ভূত তার শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করে বিধায় পালিয়ে যায়। রাম কাহিনীতে ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, অসুর ইত্যাদি ভয়ংকর কিছু কাল্পনিক চরিত্রের বর্ণনা রয়েছে। যদিও হিন্দুদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এসব নাম দ্বারা ভয়ংকর কিছু বোঝায় না। কিন্তু এদের অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনা পড়লে ভয়ংকর প্রাণীর প্রতিই ইঙ্গিত করে। বলা হয়ে থাকে, একবার ভূতের উৎপাত হলে রাম ভূত রাজাকে পরাজিত করে। তখন ভূত ভীত হয়ে রামকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভূতকে দেখলে যে রাম নাম জপবে ভূত তার কাছ থেকে পালাবে। বর্তমান আধুনিক সমাজে এখনো হিন্দুরা বিশ্বাস করে ভূত রাম নাম শুনলে পালায়। সে কারণে একটি ছড়া প্রচলিত আছে-

ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে করবি আমার কি!

এক্ষণে স্বয়ং ভূত যদি রামের নাম জপে তাহলে সেটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য কেউ যখন নিজের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে তখন তাকে ব্যাঙ্গ করে বলা হয় 'ভূতের মুখে রাম নাম'।

(১৪) অজগরের দাতা রাম : অজগর প্রাণী হিসাবে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে খুবই অলস। তার শারিরিক গঠন ও দৈর্ঘ্য বৃহদাকার হওয়ার কারণে অন্যান্য সাপের মত দ্রুত চলাচল করতে পারে না। কিন্তু সে অভুক্ত থাকে না। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী অজগরকে রাম তথা ঈশ্বর খাদ্য সরবরাহ করেন। সেজন্য দীন দুঃখীর রক্ষাকর্তা ঈশ্বর অর্থে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়।[৫] প্রবাদটির কারণে রামকে রিজিকদাতা হিসাবে বিশ্বাস করা হচ্ছে। যা সম্পূর্ণ ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী।

(১৫) রাবণের বংশ : ঋষি বিশ্রবা ও অসুর রাজা সুমালীর কন্যা কৈকসীর তিন পুত্র যথাক্রমে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। রাবণ অসুর রাজা ময়াসুরের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেছিল। রামায়ণে শুধু মন্দোদরীর উল্লেখ থাকলেও তার ধন্যমালিনী নামে অন্য একজন স্ত্রীও ছিল। রাবণের ঠিক কতজন সন্তান ছিল সে ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মতে, তার লক্ষাধিক সন্তান এবং তার ও অধিক নাতী ছিল। রামায়ণে মন্দোদরীর গর্ভজাত সন্তান মেঘনাদ ও অক্ষয়কুমারের নাম পাওয়া যায়। অপরদিকে ধন্যমালিনীর সন্তান নরান্তক, দেবান্তক, অতিকায় ও ত্রিশিয়ার কথাও রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে।[৬] যেহেতু রাবণের বংশ বড় ছিল সেজন্য বর্তমানে কারো বৃহৎ পরিবার কিংবা বংশ থাকলে সে বংশকে ব্যাঙ্গ করে 'রাবণের বংশ' বলা হয়।

(১৬) ঘরের শত্রু বিভীষণ : আপন জনের শত্রুতা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা বোঝানো এ প্রবাদের উদ্দেশ্য। রাবণের দুই ছোট ভাই ছাড়াও শূপর্ণখা নামে এক বোন ছিল। রামায়ণের বর্ণনা মতে, শূপর্ণখা রামের বনবাসকালীন সময়ে সুন্দরী রমনীর রূপ ধারণ করে রাম ও তার ভাই লক্ষ্মণকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। লক্ষ্মণ শূপর্ণখার নাক কান কেটে দেয়। এতে রাবণ প্রতিশোধ নিতে রামের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে। রাম সীতার উদ্ধারের জন্য রাবণ রাজ্য লঙ্কায় আক্রমণ করলে রাবণের ছোটভাই বিভীষণ সীতাকে মুক্ত করে রামের কাছে ক্ষমা চাইতে বলে। কিন্তু রাবণ অহংকারে স্ফীত হয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং বিভীষণকে অপমান করে। বিভীষণ রাবণের সংকটকালীন সময়ে তাকে ত্যাগ করে রামের দলে যোগ দেয় এবং রাবণের সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। এ ঘটনার জন্য বিভীষণকে ঘরের শত্রু বলা হয় এবং উক্ত বাক্যটি বাংলা সাহিত্যে প্রবাদরূপে স্থান পায়।[৭]

(১৭) লঙ্কাকাণ্ড : লঙ্কা রাবণের সৎ ভাই কুবেরের রাজ্য ছিল। রাক্ষস রাবণ কুবেরকে রাজ্যচূত করে লঙ্কা দখল করে। ধারণা করা হয় বর্তমান শ্রীলঙ্কা পূর্বে লঙ্কা রাজ্য ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সেটা প্রমাণিত নয়। অযোধ্যার রাজা রাম বনবাসে থাকাকালীন সময়ে রাবণ তার স্ত্রী সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় অশোক বনে নজরবন্দি করে রাখে। রামের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অসীম অলৌকিক শক্তিধারী হনুমান লঙ্কায় গুপ্তচর হিসাবে প্রবেশ করে রাবণের হাতে ধরা পড়ে। রাবণ হনুমানের লেজে আগুন লাগিয়ে দেয় কিন্তু তাতে হনুমানের কোন ক্ষতি হয়না বরং সে তার লেজের আগুনে সমস্ত লঙ্কা জ্বালিয়ে দেয়। পরবর্তীতে রাম রাবণের সম্মুখ যুদ্ধে লঙ্কা তছনছ হয়ে যায়। মূলত হনুমানের লঙ্কা পোড়ানো এবং যুদ্ধোত্তর ধ্বংসাত্মক পরিণতিকেই লঙ্কাকাণ্ড বলা হয়। আজকের সমাজে তুমূল যুদ্ধ বা গোলযোগ কিংবা ভয়নক অগ্নিকাণ্ডের পরিণতি বোঝাতে লঙ্কাকাণ্ড উপমার প্রয়োগ করা হয়।[৮]

(১৮) অতি দর্পে হত লঙ্কা : লঙ্কার অধিপতি রাক্ষস রাজা রাবণ শক্তি অর্জন করে পৃথিবীর রাজা, অন্তরীক্ষে দেবতা সকলকে পরাজিত করে একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করে। তার

৪. রামায়ণ, রাজশেখোর বসু, ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮, পৃ. ৬৮-৯৯।
৫. প্রবাদ সংগ্রহ, শ্রীকানাইলাল ঘোষাল, ১৪ যুগল কিশোর দাস লেন, কলকাতা-১৮৯০ খ্রীঃ, পৃ. ৫
৬. রামায়ণ, পৃ. ৩৪৯
৭. রামায়ণ, পৃ. ১৬২, ৩১১।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৯১-২৯৪।

ধারণা ছিল তার চেয়ে অধিক বলবান আর কেউ নেই এবং কেউ তার রাজ্য আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে না। সে কারণে রাবণ বড়ই অহংকারী ছিল। রাম লঙ্কা আক্রমণ করলে সে তাকে তুচ্ছ মনে করে। অতি অল্প সময়ে রামকে পরাজিত করবে এমন আত্মবিশ্বাসে বিভোর ছিল। কিন্তু রামের হাতেই রাবণ ও লঙ্কার পতন ঘটে। অহংকার যে পতনের মূল, 'অতির্দপে হত লঙ্কা' প্রবাদ দ্বারা সে কথাই প্রকাশ করা হয়।

(১৯) একা রামের রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর : হিন্দুদের নিকট রাম স্বয়ং দেবতার অংশ। রামায়ণের বর্ণনা মতে, সে যেমন নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমন বলবান ও অস্ত্র বিদ্যায় সমান দক্ষ। রাবণের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সে একাই যথেষ্ট। কিন্তু তারপরেও রাম বানরদের সহায়তা নিয়ে রাবণের সাথে যুদ্ধ করে। কিষ্কিন্ধার বানর রাজা সুগ্রীব রামকে তার বানর সেনা দিয়ে সাহায্য করে। যেখানে রাম একাই রাবণের জন্য যথেষ্ট সেখানে সুগ্রীবের সহায়তা তো রাবণের জন্য 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'র ন্যায়। অর্থাৎ কষ্টের উপর কষ্ট, একের বিক্রমই যথেষ্ট অন্যকে কি প্রয়োজন কিংবা একের বিক্রমেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, দুইয়ের বিক্রমে মরার উপক্রম ইত্যাদি বোঝানো এই প্রবাদটির উদ্দেশ্য।

(২০) কুম্ভকর্ণের ঘুম : অস্বাভাবিক ঘুমকাতুরে ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' প্রবাদটির উৎপত্তি ঘটেছে। রাবণের ভাই বিরাটাকার দেহ বিশিষ্ট্য কুম্ভকর্ণ জন্ম গ্রহণ করেই সহস্র মানুষ খেয়ে ফেলে। এতে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র তাকে বজ্র নামক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। তখন ব্রহ্মা (তিন প্রধান দেবতার একজন) তাকে মৃতপ্রায় শুয়ে থাকার অভিশাপ দেয়। এই অভিশাপ শুনে রাবণ আপত্তি করে। তখন ব্রহ্মা অভিশাপ পরিবর্তন করে ছয় মাস ঘুম এবং একদিন জেগে উঠে মানুষ ভক্ষণ করার অভিশাপ দেয়। রামায়ণে বর্ণিত যুদ্ধে রামের বিপরীতে যুদ্ধ করার জন্য ছয় মাসের পূর্বেই বিভিন্ন উপায় অবম্বন করে অনেক কষ্টে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গানো হয়। এ কারণেই অলস ঘুমন্ত ব্যক্তিকে কুম্ভকর্ণের ঘুমের সাথে তুলনা করা হয়।[৯]

(২১) কালনেমীর লঙ্কা ভাগ : কালনেমী রাক্ষস রাবণের মামা। রামের সাথে রাবণের যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাবণ লক্ষ্মণকে কঠিন আঘাত হানে। এতে লক্ষণ মৃত প্রায় অচেতন হয়ে যায়। লক্ষণের শুশ্রুষার জন্য হনুমানকে গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধি আনতে পাঠানো হয়। এ খবর রাবণের কাছে পৌছালে রাবণ কালনেমীকে অর্ধেক লঙ্কার রাজ্যত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হনুমানকে হত্যা করতে পাঠায়। কিন্তু কালনেমী অর্ধ রাজত্ব পাওয়ার লোভে কল্পনায় বিভোর হয়ে হনুমানকে হত্যা করতে ব্যার্থ হয় বরং হনুমানের হাতেই তার মৃত্যু হয়। সে কারণে উক্ত ঘটনার আলোকে কাজ শেষ করার পূর্বেই ফলাফল প্রাপ্তির অতিরিক্ত আশা করার পরিণাম বুঝাতে প্রবাদটি বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করে।[১০]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

---

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৮।
১০. নূতন বাঙ্গালা অভিধান, আশুতোষ দেব, প্রবাদ-সংগ্রহ, পৃ. ১৫-৪৭।

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

ইসলামের প্রথম সমাচার

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

(৩য় কিস্তি)

প্রথম শূলে চড়িয়ে হত্যা :

ফেরাউনের যাদুকররা যখন মুসা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল তখনই প্রথম তাদের শুলে চড়িয়ে এবং হাত পায়ের বিপরীত অংশ কেটে হত্যা করা হয়েছিল'।[১]

মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন দেখা প্রথম ব্যক্তি :

রাসূল (ছাঃ) একটানা ৮দিন চলার পর ১৪ নববী বর্ষের ৮ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে ক্বোবা উপশহরে শ্বেত-শুভ্র বসনে অবতরণ করেন। প্রতিদিন অপেক্ষায় থাকলেও এদিন দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে না পাওয়ায় এবং সূর্য অধিক গরম হওয়ায় মুসলমানগণ স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে যান। এমন সময় জনৈক ইহূদী কোন কাজে একটি টিলার মাথায় উঠলে তাঁদের দেখতে পায় এবং সবাইকে খবর দেয়'।[২]

রাসূল (ছাঃ)-এর উপর প্রথম ফরযকৃত ছালাত :

হাদীছে এসেছে আবু আমর অর্থাৎ আওযাঈ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি যুহরী (রহঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বেকার ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, উরওয়াহ (রহঃ) আমাকে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُتِمَّتْ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى আল্লাহ তা'আলা প্রথমত তাঁর রাসূলের উপর দুই-দুই রাকা'আত ছালাত ফরয করেন। পরে সগৃহে ছালাত চার রাকাত পূর্ণ করা হয় এবং সফরে পূর্বের বিধান অনুযায়ী দুই রাক'আতই বহাল রাখা হয়'।[৩]

মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম কথা :

আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় এলেন তখন লোকেরা দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে গেল। বলাবলি হ'তে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসেছেন। লোকদের মধ্যে আমিও তাঁকে দেখতে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা যখন আমার সামনে প্রতিভাত হ'ল আমি চিনে ফেললাম যে, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তিনি প্রথম যে কথা উচ্চারণ করলেন তা হ'ল, أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ 'তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, ক্ষুধার্তকে খাওয়াও এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায় কর। তাহ'লে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪]

মদীনায় মুহাজিরদের প্রথম দলের ইমাম :

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পূর্বে মুহাজিরদের প্রথম দলের ইমামতি করতেন আবু বুরায়দা (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রাঃ)।[৫]

প্রথম জুমু'আর ছালাত :

হিজরতের পূর্বে মদীনার আনছারগণ আপোষে পরামর্শক্রমে ইহুদী ও নাছারাদের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনের বিপরীতে নিজেদের জন্য একটি ইবাদতের দিন ধার্য করেন ও সেমতে আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মদীনার বনু বায়াযাহ গোত্রের নাক্বী'উল খাযেমাত (نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ) নামক স্থানের 'নাবীত' (هَزْمُ النَّبِيْتِ) সমতল ভূমিতে সর্বপ্রথম জুম'আর ছালাত চালু হয়। যেখানে চল্লিশ জন মুছল্লী যোগদান করেন'।[৬]

বাক্বী' গোরস্থানে ১ম ছাহাবী হিসাবে কবরস্থ :

আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ), যিনি ১১ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুমে (জুলাই ৬২০ খৃ:) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে সর্বপ্রথম বায়'আতকারী ৬ জন যুবকের কনিষ্ঠতম নেতা, যার নেতৃত্বে মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারিত হয় এবং পরবর্তী দু'বছরে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী মক্কায় এসে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৪শ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে (সেপ্টেম্বর ৬২২) হিজরত সংঘটিত হয় এবং ১ম হিজরী সনেই শাওয়াল মাসে অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় ও বাক্বী' গোরস্থানে ১ম ছাহাবী হিসাবে কবরস্থ হন'।[৭]

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম জুম'আর ছালাত :

১ম হিজরীতে জুম'আ ফরয হয় এবং হিজরতকালে ক্বোবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সালেম বিন 'আওফ গোত্রের 'রানূনা' (رانوناء) উপত্যকায় সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর

---

১. *তাফসীরে তাবারী ৯/২৩ পৃঃ।*
২. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ),২য় সংস্করণ ২৩৮ পৃঃ; ইবনু হিশাম ৩/২০ পৃঃ।*
৩. *নাসাঈ হা/৪৫৪; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*
৪. *তিরমিযী হা/২৪৮৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৪; দারেমী হা/১৫০১; । সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬৯।*
৫. *বুখারী হা/৬৯২।*
৬. *ইবনু মাজাহ হা/১০৮২; আবুদাঊদ হা/১০৬৯; বায়হাকী হা/১৬৬৮ ইবনু হিব্বান হা/৮০১৩ সনদ 'হাসান'।*
৭. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩৫; যা-দুল মা'আ-দ ১/৩৬১; নায়ল ৪/১৫৭-৫৮; মির'আত ৪/৪২০; আল-ইছাবাহ, ক্র. ১১১।*

www.tawheederdak.com

ছালাত আদায় করেন'।[৮] যাতে একশত মুছল্লী শরীক ছিলেন'।[৯]

রাসূল (ছাঃ) বায়তুল্লাহর দিকে মুখ ঘুরে প্রথম ছালাত :

বারা'আ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমন করেন, তখন ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করলেন। আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا 'আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করছি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)*। তখন তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর তাঁর সাথে এক ব্যক্তি আছরের ছালাত আদায় করেছিল। এরপর সে বেরিয়ে আনছারীদের এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল এবং সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে, সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করে এসেছে আর কিবলা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা দিক পরিবর্তন করলেন। এ সময় তাঁরা আসরের ছালাতে রুকূ' অবস্থায় ছিলেন'।[১০]

রাসূল (ছাঃ)-এর চুল প্রথম সংগ্রহকারী:

হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মাথা মুড়িয়ে ফেললে আবু তালহা (রাঃ)-ই প্রথম তাঁর চুল সংগ্রহ করেন'।[১১]

হুদায়বিহায় রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে প্রথম বায়'আতকারী :

হোদায়বিয়ায় ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত ফিরে যাবে না মর্মে আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা ইসলামের ইতিহাসে 'বায়'আতুর রিজওয়ান' বলে পরিচিত। এ বায়'আত করার জন্য প্রথমে এগিয়ে আসে আবু সিনান আব্দুল্লাহ বিন ওহাব আল আসাদী'।[১২]

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম যুদ্ধ :

আবু ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) লোকজনকে নিয়ে ইস্তিস্কার ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন, এরপর বৃষ্টির জন্যে দো'আ করলেন। রাবী বলেন, সেদিন আমি যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বলেন, আমার এবং তাঁর মাঝখানে একজন ছাড়া কোন লোক ছিলনা। অথবা তিনি বলেছেন, আমার এবং তার মাঝখানে কেবল একজন লোক ছিলেন, আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতগুলো যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, ঊনিশটি তখন আমি বললাম, আপনি তার সঙ্গে কত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন! সতেরটি যুদ্ধে। রাবী বলেন, তখন আমি প্রশ্ন করলাম, সর্ব প্রথম তিনি কোন যুদ্ধটি করেছেন? তিনি বললেন, যাতুল-উসায়র বা যাতুল উশায়র'।[১৩]

প্রথম মহিলা হিজরতকারিনী :

উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, পুরুষরা জিহাদ করে অথচ মহিলারা জিহাদ করতে পারে না। আর আমাদের জন্য (পুরুষের তুলনায়) মীরাছের অর্ধেক হিস্যা মাত্র। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 'যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করবে না' *(নিসা ৪/৩২)*। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এই বিষয়ে নাযিল হয়েছিল إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*। উম্মু সালামা (রাঃ) ছিলেন মদীনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা'।[১৪]

মৃত্যুর পূর্বে প্রথম দু'রাক'আত ছালাত আদায়কারী :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসিম ইবনু উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর নানা আসিম ইবনু সাবিত আনসারী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল কোথাও প্রেরণ করলেন। যেতে যেতে তারা আসফান ও মক্কার

---

৮. মির'আত ২/২৮৮; ঐ, ৪/৪৫১; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২১১।
৯. ইবনু মাজাহ হা/১০৮২; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৯৪; যা-দুল মা'আ-দ ১/৯৮।
১০. বুখারী হা/৭২৫২।
১১. বুখারী হা/১৭১; মুসলিম হা/১৩০৫; আহমাদ হা/১২০৯৩।
১২. সীরাত ইবনু হিশাম ৩/৪৩৮; যাদুল মা'আদ ৩/২৯১।
১৩. মুসলিম হা/১২৫৪।
১৪.তিরমিযী হা/৩০২২; হাদীছটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত; আলবানী হাদীছটির সনদকে ছহীহ বলেছেন।

মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছালে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বনী লিহ্ইয়ানের নিকট তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হ'ল। এ সংবাদ পাওয়ার পর বনী লিহ্ইয়ানের প্রায় একশ তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছালো, যে স্থানে অবতরণ করে ছাহাবীগণ খেজুর খেয়েছিলেন। তারা সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেল, যা ছাহাবীগণ মদীনা থেকে পাথেয়রূপে এনেছিলেন। তখন তারা বলল, এগুলো তো ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি)। এরপর তারা পদচিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে ধরে ফেলল। আসিম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে ফাদফাদ নামক টিলায় উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি তোমরা নেমে আস তাহ'লে আমরা তোমাদের একজনকেও হত্যা করব না। আসিম (রাঃ) বললেন, আমি কোনো কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ আপনার রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলিম গোয়েন্দা দলের প্রতি আক্রমণ করল এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। এভাবে তারা আসিম (রাঃ)-সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে দিল। এখন শুধু বাকী রইলেন খুবায়েব (রাঃ), যায়েদ (রাঃ) এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ ইবনু তারিক) ছাহাবী (রাঃ)। পুনরায় তারা তাদেরকে ওয়াদা দিল। এই ওয়াদায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা তাদের কাছে নেমে এলেন। এবার তারা তাঁদেরকে কাবু করে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে এর দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের সাথী তৃতীয় সাহাবী (আবদুল্লাহ ইবনু তারিক) (রাঃ) বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হলেন না। অবশেষে কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দিল এবং খুবায়েব ও যায়েদ (রাঃ)-কে মক্কার বাজারে নিয়ে বিক্রয় করে দিল। বনী হারিস ইবনু আমির ইবনু নাওফল গোত্রের লোকেরা খুবায়ব (রাঃ)-কে কিনে নিল। কেননা বদর যুদ্ধের দিন খুবায়েব (রাঃ) হারিসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় পরিকল্পনা করলে তিনি নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার জন্য হারিসের কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। (পরবর্তীকালে মুসলমান হওয়ার পর) হারিসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই ক্ষুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। খুবায়েব (রাঃ) বুঝতে পেরে বললেন, তাকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ইন্শাআল্লাহ আমি তা করার নই। সে (হারিসের কন্যা) বলত, আমি খুবায়েব (রাঃ) থেকে উত্তম বন্দী আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোনো ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করার সুযোগ দাও। (ছালাত আদায় করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি ভয়ে শংকিত হয়ে মৃত্যুর পড়ছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহ'লে আমি (ছালাতকে) আরো দীর্ঘায়িত করতাম। হত্যার পূর্বে দু'রাকা'আত ছালাত আদায়ের সুন্নাত প্রবর্তন করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখুন। এরপর তিনি দু'টি পঙক্তি আবৃত্তি করলেন, 'যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছি তাই আমার কোনো শংকা নেই। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোনো পার্শ্বে আমি ঢলে পড়ি'। 'আমি যেহেতু আল্লাহ্র পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অংগে বরকত দান করতে পারেন'। এরপর উকবা ইবনু হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা খুবায়েব (রাঃ)-এর শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ খুবায়েব (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে খুবায়েব (রাঃ)-কে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহ থেকে কোনো অংশ নিতে সক্ষম হ'ল না'।[১৫]

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী :

বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। শিশুদের মধ্যে প্রথম আলী (রাঃ)। মহিলাদের মধ্যে খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)। কৃতদাসের মধ্যে থেকে যায়েদ বিন হারেসা'।[১৬]

প্রথম প্রকাশ্যে ইসলাম আনায়নকারী :

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রথম ইসলামকে প্রকাশকারী ব্যক্তি হলেন হযরত ওমর (রাঃ)।[১৭]

প্রথম সাত ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সাত ব্যক্তি তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ

১৫. বুখারী হা/৪০৪৮।
১৬. ছহীহুস সীরাহ ৯৯পৃঃ।
১৭. তাবারানী ৯/৬৩ পৃঃ; ছহীহুস সীরাহ ১৯৩পৃঃ।

করেন। তারা হলেন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ), আবু বকর (রাঃ), ‘আম্মার (রাঃ), তার মাতা সুমাইয়্যাহ (রাঃ), ছুহায়ব (রাঃ), বিলাল (রাঃ) ও মিক্বদাদ (রাঃ)। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা‘আলা আবু বকর (রাঃ)-এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন তার স্বগোত্রীয়দের দ্বারা। অবশিষ্ট সকলকে মুশরিকরা আটক করে। তারা তাদেরকে লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে প্রখর রোদের মাঝে চিৎ করে শুইয়ে দিত। তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যাকে দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছানুসারে স্বীকারোক্তি করায়নি। কেবল বিলাল (রাঃ) নিজেকে আল্লাহ্র রাস্তায় অপমানিত করেন এবং লোকেরাও তাকে অপমানিত করে। তারা তাকে আটক করে বালকদের হাতে তুলে দেয়। তারা তাকে নিয়ে মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতো এবং তিনি শুধু আহাদ আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) বলতেন’।[১৮]

রাসূলের পূর্বে প্রথম মদীনায় হিযরতকারী ছাহাবী :

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করলেন মুছ’আব ইবনু উমায়ের ও ইবনু উম্মে মাকতূম। তারা লোকদের কুরআন পড়াতেন। তারপর আসলেন বিলাল, সা‘দ ও আম্মার ইবনু ইয়াসির এরপর উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)সহ নবী (ছাঃ)-এর বিশজন ছাহাবীসহ মদীনায় আসলেন। তারপর নবী (ছাঃ) আগমন করলেন। তাঁর আগমনে মদীনাবাসী যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল সে পরিমান আনন্দ হ’তে কখনো দেখিনি। এমনকি দাসীগণও বলছিল নবী (ছাঃ) শুভাগমন করেছেন। বারা (রাঃ) বলেন, তাঁর আগমনের আগেই মুফাস্সালের কয়েকটি সূরাসহ আমি (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) সূরা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম’।[১৯]

প্রথম পরিবার হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হিজরত :

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যখন কোন বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন’ বলে এবং এ দু’আ পাঠ করে ‘হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের ছাওয়াব দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য কর’। তবে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করবেন। যখন আবু সালামার (তাঁর স্বামী) ইন্তিকাল হ’ল তখন আমি বললাম, আবু সালামা (রাঃ) থেকে কে উত্তম হ’তে পারে? তাঁর পরিবারই প্রথম পরিবার যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিল। এরপর আমি ঐ দো‘আ পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার জন্য দান করলেন। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট হাতিব ইবনু আবি বালতাকে দিয়ে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটি মেয়ে রয়েছে আর আমি একটু অভিমানী। তিনি বললেন, তোমার মেয়ের জন্য আমি দো‘আ করছি যেন আল্লাহ তার সুব্যবস্থা করে দেন এবং এটাও দো‘আ করছি যে, তিনি তোমার অভিমানকে দূর করে দেন’।[২০]

হিজরতের পরে প্রথম জন্মগ্রহণকারী ছাহাবী :

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়রকে মক্কায় গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, গর্ভকাল পূর্ণ হওয়া অবস্থায় আমি বেরিয়ে মদীনায় আসলাম এবং কুবায় অবতরণ করলাম। কুবাতেই আমি তাকে প্রসব করি। তারপর তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। তিনি একটি খেজুর আনতে বললেন। তা চিবিয়ে তিনি তার মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই লালাই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করেছিল। তারপুর তিনি খেজুর চিবিয়ে তাহনীক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দো‘আ করলেন। (হিজরতের পর) ইসলামে সেই ছিল প্রথম জন্মগ্রহণকারী। তাই তার জন্যে মুসলিমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। কারণ তাদের বলা হ’ত ইয়াহূদীরা তোমাদের যাদু করেছে, তাই তোমার সন্তান হয় না’।[২১]

কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াত (সূরা) :

ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর (রঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রঃ)-কে কুর‘আনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াত (সূরা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিলি বললেন, ‘ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাছছির’ (সূরা মুদ্দাছছির)। আমি বললাম, লোকজন তো বলে- ‘ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খলাক’ (সূরা আলাক)। এতে আবু সালামা (রঃ) বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাকে তাই বলেছিলাম। এতে তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের যা বলেছেন তা বাদে আমি তোমাকে কিছুই বলব না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফরত অবস্থায় ছিলাম। আমার ইতিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে নেমে এলাম। তখন আমি আমাকে ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর আমি ডানে তাকালাম, কিন্তু কিছু দেখলাম না। বামে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর সামনে তাকালাম, এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর পিছনে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও আমি কিছু দেখলাম না। অবশেষে আমি উপরে তাকালাম এবং কিছু একটা দেখলাম। এরপর আমি খাদিজার (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর এবং আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তাই তারা আমাকে বস্ত্রাবৃত করে এবং আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালে। এরপর নাযিল হ’ল, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنْذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ‘হে বস্ত্রাবৃত!

১৮. ইবনু মাজাহ হা/১৫০; আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
১৯. বুখারী হা/৩৯২৫।
২০. মুসলিম হা/৯১৮।
২১. বুখারী হা/৫৪৫৯।

উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন' (সূরা মুদ্দাছছির)।[২২]

পর্দা সম্পর্কে প্রথম নির্দেশনা :

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন নবী (ছাঃ) মদীনায় আসেন তখন আমার বয়স দশ বছর ছিল। আমার মা, চাচী ও ফুফুরা আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিল। এরপর আমি দশ বছরকাল তাঁর খেদমত করি। যখন নবী (ছাঃ)-এর ইন্তিকাল হয় তখন আমার বয়স ছিল বিশ বছর। আমি পর্দা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানি। পর্দা সম্পর্কীয় প্রাথমিক আয়াতসমূহ যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর সাথে নবী (ছাঃ)-এর বাসর রাত যাপনের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। সেদিন সকাল বেলা নবী (ছাঃ) দুলহা ছিলেন এবং লোকদেরকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলেন। সুতরাং তাঁরা এসে খানা খেলেন। কিছুসংখ্যক ছাড়া সবাই চলে গেলেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ নবী (ছাঃ)-এর সাথে কাটালেন। তারপর নবী (ছাঃ) উঠে বাইরে গেলেন। আমি তাঁর পিছু পিছু চলে এলাম, যাতে করে অন্যেরাও বের হয়ে আসে। নবী (ছাঃ) সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, এমনকি তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে গেলেন, এরপরে বাকি লোকগুলো হয়ত চলে গেছে এ কথা ভেবে তিনি ফিরে এলেন, আমি তাঁর সাথে ফিরে এলাম। নবী (ছাঃ) যয়নব (রাঃ)-এর কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, লোকগুলো বসে রয়েছে- চলে যায়নি। সুতরাং নবী (ছাঃ) পুনরায় বাইরে বের হলেন এবং আমি তাঁর সাথে এলাম। যখন আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলাম, তিনি ভাবলেন যে, এতক্ষণে হয়ত লোকগুলো চলে গিয়েছে। তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসে দেখলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। এরপর নবী (ছাঃ) আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা টেনে দিলেন। এ সময়ে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হ'ল।[২৩]

প্রথম ইদ্দত পালনকারিনী :

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তালাকপ্রাপ্তা হন, আর সেসময় তালাকপ্রাপ্তা রমনীর জন্য ইদ্দত পালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরপর আল্লাহ তা'আলা আসমার তালাকপ্রাপ্তির পর ইদ্দত সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল করেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যার সম্পর্কে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ইদ্দত পালন প্রয়োজন মর্মে আয়াত নাযিল হয়'।[২৪]

রাসূল (ছাঃ)-এর পরিজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণকারী :

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে ডেকে চুপি চুপি কিছু বললেন। তখন তিনি কাঁদলেন। আবার চুপে চুপে তিনি কিছু বললেন। তখন তিনি হেসে ফেললেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ফাতিমাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে চুপেচুপে কি বললেন যে, কেঁদে ফেললে এবং তারপর কি বললেন যে, তুমি হেসে ফেললে? ফাতিমা বললেন চুপে চুপে তিনি আমাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিলেন, তাই আমি কাঁদলাম। এরপর চুপি চুপি তিনি বললেন, তাঁর পরিজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার পেছনে যাবো আমি, তাই হাসলাম'।[২৫]

দেবদেবীর নামে সর্বপ্রথম উট ছাড়া ব্যক্তি ও তার শাস্তি :

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'বাহীরা' বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে, যা কোন দেবতার নামে মানত করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। উহাকে আর কেউ দোহন করে না। সাইবা বলা হয় এমন উটকে, যা কাফিররা তাদের দেবতার নামে ছেড়ে দিত। এভাবে ছেড়ে দেয়ার পর এর পিঠে কোন বোঝা বহন করা হতো না। ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ) বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি জাহান্নামের মধ্যে আমর ইবনু আমির খুযাঈকে দেখেছি, সে তার নাড়ী-ভুড়ি টেনে নিয়ে হাটছে। দেবদেবীর নামে সে-ই সর্বপ্রথম উট ছেড়েছিল'।[২৬]

উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম নৌবাহিনীর যুদ্ধ :

উমাইর ইবনু আছওয়াদ আনসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি উবাদা ইবন ছামিত (রাঃ)-এর কাছে আসলেন। তখন উবাদা (রাঃ) হিম্‌স উপকুলে তাঁর একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন উম্মে হারাম। উমাইর (রহঃ) বলেন, উম্মে হারাম (রাঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাত অনিবার্য করে ফেলল। উম্মে হারাম (রাঃ) বলেন, আমি কি তাদের মধ্যে হবো? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে হবে। উম্মে হারাম (রাঃ) বলেন, তারপর নবী (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মাতের প্রথম যে দলটি কায়ছার (রোমক সম্রাট)-এর রাজধানী আক্রমন করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমি কি তাদের মধ্যে হবো? নবী (ছাঃ) বললেন, 'না'।[২৭]

ক্বিয়ামতের প্রথম নিদর্শন :

ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا 'ক্বিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হ'ল, পূর্ব দিক হ'তে সূর্য উদিত হওয়া'।[২৮]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : পিয়ারপুর, ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী]

---

২২. বুখারী হা/৪৯২২।
২৩. বুখারী হা/৫১৬৬।
২৪. আবু দাঊদ হা/২২৮১।
২৫. মুসলিম হা/২৪৫০।
২৬. মুসলিম হা/২৮৫৬।
২৭. বুখারী হা/২৯২৪।
২৮. মুসলিম হা/২৯৪১।

অধ্যাপক দুরুল হুদা

*[আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক **অধ্যাপক মাওলানা দুরুল হুদা** (৫৩)। রাজশাহীর গোদাগাড়ীস্থ মহিষালবাড়ী মহিলা ডিগ্রী কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত থাকার পাশাপাশি দীর্ঘ প্রায় তিন দশক যাবৎ তিনি অত্র অঞ্চলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ সংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। রাজশাহী গোদাগাড়ী ও তানোর উপযেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে তাঁর বিস্তৃত পদচারণা। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হকের দাওয়াত পৌঁছে দিতে তিনি ইখলাছের সাথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁর সাংগঠনিক জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার জন্য সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাক-এর নির্বাহী সম্পাদক **ড. মুখতারুল ইসলাম**]*

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্মস্থান ও আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

অধ্যাপক দুরুল হুদা : ১৯৬৮ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের চর আলাতুলী গ্রামে আমার জন্ম। জন্মের দুই বছর পর আমার পরিবার রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপযেলার সারাংপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরিবারে অন্য সদস্য বলতে আমার একটা ছোট বোন আছে। ক্লাস সেভেনে পড়া অবস্থায় আব্বা তার বিয়েশাদী দিয়ে দেন।

তাওহীদের ডাক : আপনার পিতা-মাতার পরিচয়?

অধ্যাপক দুরুল হুদা : আমার পিতার নাম মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক এবং মাতার নাম আফরোজা বেগম। দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে এখন তারা পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত নছীব করুন। দিয়াড় বা চরাঞ্চলে আমাদের বেশকিছু জমি ছিল। আব্বা কৃষি কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তিনি দ্বীনদার-পরহেযগার মানুষ ছিলেন। আব্বারা চার ভাই, তিনি সবার বড় ছিলেন। এরপর ছিলেন চেয়ারম্যান আবুল কাসেম মাদানী ও সাঈদুর রহমান রিয়াদী, যারা উভয়ে এক সময় নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া আব্দুর রশীদ নামের উনার আরেক ভাই ছিলেন।

তাওহীদের ডাক : আপনার প্রাথমিক পড়াশোনা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

অধ্যাপক দুরুল হুদা : মসজিদে মক্তবের পাশাপাশি গ্রামের সারাংপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার ছাত্র জীবন শুরু হয়। সেখানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর আমি গোদাগাড়ী স্কুল এ্যাণ্ড কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই। নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কওমী মাদ্রাসায় আমার চাচা আবুল কাশেম মাদানী লেখাপড়া করতেন। কিরাআতে বিশেষ পারদর্শী আমার চাচা আবুল কাসেম পরে আহলেহাদীছদের প্রখ্যাত ও শক্তিমান আলেমে দ্বীন, উস্তাযুল আসাতিযা, আপোষহীন ব্যক্তিত্ব মাওলানা রেযাউল্লাহ ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা 'আল-জামে'আ আল-ইসলামিয়া, সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ীতে চলে আসেন। কেননা সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তখন মাদ্রাসাটির মু'আদালা সম্পন্ন হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে সুলতানগঞ্জ মাদ্রাসার আব্দুর রঊফ (রংপুর) নামক একজন ছাত্র লজিং থাকত এবং সারাংপুর জামে মসজিদে খুৎবা দিত। তার সাপ্তাহিক খুৎবা আমার খুব ভাল লাগত এবং অন্তরে গেঁথে যেত। এসব দেখে চাচা ও আম্মা স্কুল ছেড়ে মাদ্রাসায় পড়ার ব্যাপারে আমাকে খুব উদ্বুদ্ধ করতেন। আমারও প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল যে, আমি মাদ্রাসায় পড়ব এবং বড় আলেম হব। যেই কথা সেই কাজ। বাড়িতে আমার চাচার কাছেই আমি প্রথম বিশুদ্ধ কুরআনের তা'লীম নেই। অতঃপর ফার্সী ভাষায় পারদর্শী আব্দুর রঊফের নিকট ফার্সী কি পেহেলী কিতাব, মীযান, পাঞ্জেগাঞ্জ প্রভৃতি বইগুলো পড়ে ফেলি। তখন মাদ্রাসার ক্লাসগুলোর কওমী ধাঁচের নাম ছিল আদনা আলিফ, আদনা বা ইত্যাদি। ১৯৮২ সালে আমাকে শিক্ষকতুল্য চাচা সুলতানগঞ্জ মাদ্রাসায় বছরের শুরুতে আদনা আলিফ ক্লাসে ভর্তি করেছিলেন। পরবর্তীতে রংপুরের আব্দুর রঊফ ও আবুল কাসেম চাচা উভয়েরই এই মাদ্রাসা থেকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটির মু'আদালা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আমার ছোট শ্বশুর আব্দুছ ছামাদ সালাফী সাহেবের ছোট ভাই রফীকুল ইসলাম মাদানী মাদ্রাসাটির প্রিন্সিপালের দায়িত্বে আছেন।

তাওহীদের ডাক : আপনি তো 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ঢাকার যাত্রাবাড়ীর মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার ছাত্র ছিলেন। কখন ও কিভাবে সেখানে গিয়েছিলেন?

অধ্যাপক দুরুল হুদা : ১৯৮৫ সালের দিকে আমি যখন সুলতানগঞ্জ মাদ্রাসায় জামাতে উলাতে উঠলাম, তখন নিজেদের দ্বন্দ্বের জেরে মাদ্রাসাটি প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় নাচোলে এক বছর পড়লাম। তারপর যাত্রাবাড়ীতে যাই। তৎকালীন সময়ে আমার শ্বশুর মাওলানা বদরুয্যামান মাদানী যাত্রাবাড়ীর শিক্ষক ছিলেন এবং চাচা মাওলানা সাইদুর রহমান ছিলেন ছাত্র। ১৯৮৬ সালের শাওয়াল মাসে আমি সেখানে ভর্তি হই।

ভর্তি পরীক্ষা নিয়েছিলেন আহলেহাদীছদের একজন প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী।

তিনি ভর্তি পরীক্ষায় মিশকাতের إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীছ থেকে কিছু ব্যাকরণগত প্রশ্ন করেছিলেন এবং ঠিকঠাক উত্তর দিতে পেরেছিলাম। আমার সাথে পরীক্ষার্থী অনেকেই ভর্তি হতে পারেনি। উস্তাদজী আমাকে বললেন, যাও, তুমি ভর্তি হয়ে যাও। আমি ছানাবিয়াতে অর্থাৎ মিশকাত জামাতে ভর্তি হই।

তাওহীদের ডাক : মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানীর নিকট আপনার কোন কোন কিতাব পড়ার সুযোগ হয়েছিল?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : তাঁর নিকট ছানাবিয়াহ থেকে কুল্লিয়া পর্যন্ত অনেক কিতাব পড়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি খুব যত্ন করে হেদায়া পড়াতেন। হেদায়া গ্রন্থের প্রথমেই লেখা আছে, ইন্নাল হেদায়া কাল কুরআন অর্থাৎ 'হেদায়া কুরআনের মত'। তিনি এ কথার বিরোধিতা করে বলেন, 'দেখ! দুর্রুল হুদা, এরা এই হাদীছ থেকে ঐ হাদীছ কারচুপি করে মিলিয়ে ফৎওয়া দিয়েছে। আর তাকেই কুরআনের মর্যাদা দিয়েছে!'।

ইজতিহাদী কিছু মাসআলায় আমাদের সাথে দ্বিমত থাকলেও উনি খুবই দক্ষ মুহাদ্দিছ ছিলেন। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। উনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন। ছাত্রদের দারস প্রদানে তার কোন ত্রুটি ছিলনা। দরদমাখা উস্তাদের সেই কথা এখনও আমার স্মৃতিপটে ভাসে। প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন অনেক আলেমের উস্তাদ। আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সঊদী মাবঊছ হাফেয আনীসুর রহমান মাদানী, যিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন বিভাগ থেকে ফারেগ হয়ে বর্তমানে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন। এছাড়া আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী, আকমাল হোসাইন মাদানী, আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী, মিয়া হাবীবুর রহমান মাদানী কুয়েতের ইহইয়াউত তুরাছে চাকুরীরত। এছাড়া রইসুদ্দীন (দিনাজপুর), তালেবুল ইসলাম নওগাঁ নিয়ামতপুরের একটি কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। তারা সবাই এখন বড় বড় জায়গায় আছে। এ তো শুধু আমার সহপাঠীদের কথা বললাম। আরো নাম না জানা উনার কত ছাত্র দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই!

তাওহীদের ডাক : আপনি যাত্রাবাড়ী ছাড়া কি আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : জী, হ্যাঁ। আমি কিছু দিনের জন্য বগুড়ার জামীল মাদ্রাসায় পড়েছি। আব্দুল হামীদ নামে আমার এক আরবী ব্যাকরণে দক্ষ বন্ধু ছিল। পরবর্তীতে সে অনেক ভাল শিক্ষক হয়েছিল। সে হানাফী প্রতিষ্ঠান বগুড়া জামীল মাদ্রাসায় পড়তে গিয়ে আমাকে চিঠি মারফত জামীলে যাওয়ার অনুরোধ করেছিল। সে বলল, এখানে আরবী ব্যাকরণ খুব ভাল পড়ায়, তুমি এখানে চলে এস। পরবর্তীতে আমি কাফিয়া ক্লাসে ভর্তি হলাম। কিন্তু আমি বেশি দিন থাকতে পারিনি। কারণ হচ্ছে ওখানে খাওয়া-দাওয়া খুব সাধারণ মানের। ডাউলে পানি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যেত না। দাদা শ্বশুর আলহাজ্জ সাঈদ আলী মোল্লা শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেবের পিতা ছিলেন আমার জীবনের একটা বড় গাইড লাইন। উনিও বললেন, তোমার আর হানাফী মাদ্রাসায় পড়া লাগবেনা, তুমি চলে এস। ফলে সেখান থেকে চলে এলাম। মাদ্রাসা জীবন শেষ করে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাসে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করি।

তাওহীদের ডাক : মুহাতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার কিভাবে পরিচয় হয়?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : আমি তখন মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ীর ছাত্র। তৎকালীন সময়ে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার মাদ্রাসায় গিয়ে আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে প্রচুর পড়াশোনা করতেন। এমনকি উনি কখনও রাতে বিছানা পেতে লাইব্রেরীতেই ঘুমাতেন। মাদ্রাসা মসজিদে নিয়মিত তা'লীমও দিতেন। আমি একদিন আমার সহপাঠী মিয়াঁ হাবীবুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে? সে বলল, উনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। উনি খুবই বিজ্ঞ মানুষ। এটা ১৯৮৭ সালের দিকের কথা। স্যারও মিয়া হাবীবুর রহমানের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, আমার বাসা রাজশাহীতে এবং আমি সালাফী ছাহেবের ভাতিজা। স্যার আমাকে যুবসংঘের সাথে কাজ করার দাওয়াত দেন।

আমরা জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ ছিলাম। ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েন করতাম। তবে আহলেহাদীছ শুধু একটা আদর্শ নয়, একটা আন্দোলনও বটে- সেটা বুঝতাম না। আমীরে জামা'আত আমার চোখ খুলে দিলেন। তখন আমি 'যুবসংঘ'-এর কার্যক্রম ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত হই। আমার এক বন্ধু হাফেয রফীকুল ইসলাম মাদ্রাসায় শাখার দায়িত্বশীল ছিল এবং সে বর্তমানে মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক। সেও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তীতে 'যুবসংঘ'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত ও তাজদীদে মিল্লাত সম্পর্কে জানি এবং পরিচিতি ক ও খ মুখস্থ করে ফেলি। আমীরে জামা'আত নিয়মিত আমাদের নিয়ে বসতেন এবং পরিচিতি থেকে পড়া ধরতেন। এভাবে মনের অজান্তেই আমীরে জামা'আত ও যুবসংঘের প্রতি হৃদয়ের ভাললাগা ও ভালাবাসার টান অনুভব করলাম।

পরবর্তীতে রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদে জুম'আর খুৎবা ও তা'লীমী বৈঠকে আমাদেরকে তিনি পাঠাতেন। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহসহ ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক সফরে আমি ও আমানুল্লাহ ভাই গিয়েছি। এইভাবে আমরা যুবসংঘের দাওয়াতী কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাই। আহলেহাদীছ জামা'আতকে নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমীরে জামা'আত যেভাবে স্বপ্ন দেখতেন, তদানীন্তনকালে আর কাউকে সেই ময়দানে দেখা যায়নি। আসলে আদর্শবান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বটাই ভিন্নভাবে গড়ে উঠে।

আদর্শ জাতি গঠনে তাঁর নিরলস পরিশ্রম তো তোমরা এখন নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহ তাঁকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন!

কুখ্যাত নাস্তিক সালমান রুশদী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনীকে বিকৃত করে 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস (The Satanic Verses) নামের একটি জঘণ্য বই ১৯৮৮ সালে প্রকাশ করে। এর প্রতিবাদে আমীরে জামাআ'তের নেতৃত্বে রাজধানীর বুকে যুবসংঘের কর্মী হিসাবে জীবনে প্রথম আমি মিছিলে যোগদান করেছিলাম। তরতাযা যুবক আমি বেশ লম্বা গলাতে সেদিন স্লোগান তুলেছিলাম। কোথায় গেল আমার ফেলে আসা যুবসংঘের সেই দিনগুলি!

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষকতা জীবন কোত্থেকে ও কিভাবে শুরু হয়েছিল?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : ইসলামের ইতিহাসে পড়াকালীন আমীরে জামা'আত আমাকে বললেন, তুমি ভাল কোন বই পাবেনা। আমার নিকট একটা ভাল বই আছে, সেটা নিয়ে গিয়ে পড়। তিনি আমাকে একটা লাল রঙের বই দিয়েছিলেন। দেখি সত্যিই তাই। স্যারের বইটা পড়লাম আর কিছু নোটপত্র করলাম। তাতেই আমার সেকেন্ড ক্লাস হয়ে গেল। আমি মাদ্রাসায় আসার পূর্বে আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেবের বাড়িতে থেকে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া এবং সংগঠনের কাজকর্ম সবকিছুই দেখভাল করার জন্য তিনি আমাকে আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেবকে বলে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেন।

১৯৯১ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫ জন শিক্ষক নিয়ে নওদাপাড়া মাদ্রাসা শুরু হয়েছিল। তখন এই নওদাপাড়া সেই নওদাপাড়া ছিল না। পরিবেশ খুবই নোংরা ছিল। মাদ্রাসার পাশে কড়ই তলায় গাজা ও তাড়ির আড্ডা বসত। মাদ্রাসার পাশেই একটি বসতি ছিল। তখনও পর্যন্ত মাওলানা বদীউয্যামান, হাফেয লুৎফর রহমান ছাহেব কেউই আসেননি। প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয় কিছু ছাত্র নিয়ে মাদ্রাসার ছোট ক্লাসগুলো শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে এখনও মারকাযের বর্তমান ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, ডাঙ্গীপাড়ার যিয়াউর রহমান, সুলায়মান ও আব্দুল আযীযের কথা মনে পড়ছে। ধীরে ধীরে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আমার যতদূর মনে পড়ে প্রথমে আসলেন জনাব আফতাবুদ্দীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। তারপর আসলেন তার ভাই মাওলানা আব্দুর রহীম। আমি ছাত্রদের পড়ানোর জন্য হেদায়াতুন নাহু, শরহে মিয়াতে আমেল ক্লাস পেলাম। আমীরে জামা'আতের ছেলে ছাকিব ও নাজীব ছিল আমার ছাত্র। এভাবে নওদাপাড়ায় আমার শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়েছিল।

১৯৯৭ সালে শেখ রফীকুল ইসলাম ভাই চাকুরী পেয়ে যখন নিজ এলাকায় চলে গেলেন, তখন আমারও বাড়ির পাশের গোদাগাড়ী কলেজ থেকে চাকুরীর অফার আসল। কিন্তু সেখানে থার্ড টিচার হিসাবে বেতন কম বিধায় মহিষালবাড়ী মহিলা ডিগ্রী কলেজে চাকুরীর সুযোগ হলে সেখানেই ১৯৯৭ সালে যোগদান করি। এবার আমার চলে যাবার পালা। এই প্রাণের মারকায ছেড়ে চলে যাব, আমীরে জামা'আত তা ভালভাবে নেননি। আমি যখন বিদায় নিতে যাচ্ছি, তখন আমীরে জামা'আত বললেন, আমি তোমাকে বিদায় দিতে পারছি না। তিনি একটা কুরআন মাজীদ আমাকে দিয়ে বললেন, তুমি যখন চলেই যাচ্ছ, তাহলে আব্দুল মতীন সালাফী ভাইয়ের এই কুরআনটা সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তিনি সেই কুরআনে একটা স্বাক্ষরও দিয়ে দিলেন। তিনি আরো বললেন, তুমি রাতে যদি এখানে থাক, তাহলে আমার প্রতিষ্ঠানটা ভালো চলবে। আমি ভাবলাম, আমীরে জামা'আতের কথা ঠিকই। কিন্তু একসঙ্গে দুই চাকুরী করাকে অনেকেই ভালভাবে নিবে না। আমার তো বেতন হয়ে গেছে। খামোখা মানুষের সমালোচনার পাত্র হব কেন? অবশেষে কষ্ট বুকে চাপা দিয়ে ১৯৯৯ সালে আমীরে জামা'আতের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলাম।

তাওহীদের ডাক : মারকাযের সেই সময়কার পরিবেশ কেমন ছিল?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : সেই সময়ের ছাত্ররা অনেক মেধাবী ছিল। ক্লাসে সবাই প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে পারত। ক্লাসে আমি ছাত্রদের বন্ধু হয়ে যেতাম আবার বাইরে আমি বোর্ডিং ও প্রশাসনিক দু'টি দায়িত্বই পালন করতাম। ছাত্ররা আমায় অত্যন্ত ভয় করত আবার শ্রদ্ধাও করত। মাদ্রাসায় কোন কিছু হলেই আমীর জামা'আত বলতেন, দুর্রুল হুদা দেখ তো কি হয়েছে?

তাবলীগী ইজতেমা শুরু হ'ল। আমীরে জামা'আতের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মারকায ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। ইজতেমায় দিনে দিনে লোক সমাগম বৃদ্ধি পেতে লাগল। আন্দোলন, ইজতেমা এবং মাদ্রাসার পরিসর একই সাথে দিন দিন বৃহত্তর হতে থাকল। সবকিছুই আজ আমার চোখে সামনে। রাণীবাজারে যুবসংঘের অফিস বন্ধ হয়ে গেলে শেখ রফীকুল ইসলাম ভাই আমাদের সাথে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন। মাওলানা বদীউযযামান, হাফেয লুৎফর রহমান, আব্দুর রাযযাক সালাফী, শামসুল আলম, মুফাক্ষার হোসাইন, হাফেয ইউনুস, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ মিলিয়ে আমাদের শিক্ষকদের মিলনমেলা। অল্পদিনেই বহু আলেমের সাথে পরিচিত হয়ে গেলাম। প্রত্যেক শিক্ষক আমার রুমে আসত। একই সাথে খাওয়া-দাওয়া করতাম। শিক্ষকদের সাথে খুবই সুসম্পর্ক ছিল আমার। শিক্ষকরাও খুবই আন্তরিক ছিলেন এবং ছাত্রদের পাঠদানের জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তারা সেই সময়ে ছাত্রদেরকে যোগ্য আলেম ও দাঈ বানানোর জন্য খুবই মেহনত করতেন। তারা যতটুকু জানতেন ততটুকু ছাত্রদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আর এই আন্তরিকতার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের একটা সুনাম চলে আসে।

সাথে সাথে আল্লাহ্র কবূলিয়াতের কারণে এটি আজ আহলেহাদীছদের সুবিশাল মারকাযে পরিণত হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে সংগঠনের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল সেই সময়ের কথা যদি কিছু বলতেন?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : ২০০৫ সালে জোট সরকার আমীরে জামা'আতকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতার সত্যিই সংগঠনের বিষাদময় একটি অধ্যায়। আমি এ চক্রান্তের মাঝে বিজয় দেখেছি। সত্যসেবীদের বাতিলপন্থীরা কিছুই করতে পারবেনা, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সত্যতা স্বচক্ষে দেখেছি। স্যার গ্রেফতার হলে প্রথমে কিছুটা ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে সাংগঠনিকভাবে আমরা তার মোকাবিলা করি এবং ঘোর অমানিশা কেটে নতুন ভোরের আভা ফুটে ওঠে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, স্যারের গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের কিছু নেতাদের পদস্খলন হয়ে গেল। তারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নির্ভেজাল, আপোষহীন সালাফী দাওয়াতকে প্রচলিত গণতন্ত্রী দাওয়াতে রূপ দিতে চাইল। পরবর্তীতে আল্লাহ্র ফযলে-করমে আমীরে জামা'আত মুক্তি পেলেন। কিন্তু তারা নিবৃত না হয়ে তথাকথিত ১৮/১৯ দফায় মেতে উঠলেন। এক পর্যায়ে সংগঠন থেকে ছিটকে পড়লেন। আমীরে জামা'আত তাদেরকে এই ভুল পথ থেকে ফিরে আসার জন্য বারবার আহ্বান করেছিলেন। তাদের জন্য দরজা খোলা রেখেছিলেন। কিন্তু তারা সাড়া না দিয়ে হঠকারিতামূলকভাবে চলে গেলেন। আহলেহাদীছ জামা'আতের বৃহত্তর স্বার্থকেও ক্ষতিগ্রস্ত করলেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।- আমীন!

তাওহীদের ডাক : আপনার জীবনের বিশেষ কোন স্মরণীয় স্মৃতি যদি উল্লেখ করতেন?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : সাংগঠনিক জীবনের স্মৃতিগুলো আমাদের সবসময় দোলা দেয়। আমার জন্য খুব কষ্টকর দিন ছিল ১৯৮৯ সালে যুবসংঘকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সেই দিনগুলো। হঠাৎ করে মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় যুবসংঘের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা এল। এক ঘন্টার নোটিশে তদানীন্তন জমঈয়ত সভাপতি আব্দুল মতীন সালাফী ছাহেবকে (ভারত) কালো তালিকাভুক্ত করে বিদায় করে দিলেন। বংশাল মসজিদের দ্বিতীয় তলায় দীর্ঘক্ষণ মিটিং হওয়ার পরে যুবসংঘে'র সাথে জমঈয়ত সম্পর্কের ইতি টানল। আমীরে জামা'আত এবং সালাফী ছাহেবরা ঢাকা ত্যাগ করলেন। শুরু হ'ল যুবসংঘের কর্মী কুল্লিয়া শেষ বর্ষের ১১ জন ছাত্রের উপর নানা রকম অপবাদ, তোহমত এবং অমানুষিক নির্যাতন। শিক্ষকরা বলল, আজ থেকে যুবসংঘ বাদ দিয়ে তোমাদের শুব্বান করতে হবে। ছানাবিয়ার কাগজ কুল্লিয়া শেষ বর্ষে গিয়ে মদীনায় পাঠানো হত। অবশেষে আমরা সব ছাত্র একমত হয়ে গেলাম আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, কিন্তু যুবসংঘ ছাড়ব না। কেননা যুবসংঘের কোন অন্যায় আমরা দেখতে পাইনি। তারা ভাল করেই জানত যুবসংঘ করা ছেলেগুলো ট্যালেন্ট। এদেরকে শুব্বানে ঢুকাতে পারলেই সারা দেশ ঠিক হয়ে যাবে। তারা আমাদেরকে শুব্বানে যোগদান করাতে ব্যর্থ হওয়ায় চারজনকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিল। আমি, মিয়া হাবিবুর রহমান, আকমাল, আমানুল্লাহ। আমরা ঢাকার মেয়র মরহুম হানিফ ছাহেবের সাথে দেখা করে তাকে বললাম, যুবসংঘ করার অপরাধে আমাদেরকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দিয়েছে। তিনি শুনে বললেন, তোমরা আমার সন্তানতুল্য, থাম দেখছি।

তিনি ড. আব্দুল বারীর কাছে টেলিফোন করলেন। স্যার কি হয়েছে? আপনার সন্তান যদি কোন অপরাধ করে তাহলে আপনি কি ক্ষমা করবেন না? তিনি আমাদের শিখিয়ে দিলেন, আমরা মিটিংয়ে বসব, সেখানে তোমরা নিজেদের ভুল স্বীকার করবে। আর মাত্র কয়েক মাস আছে। তারপর তোমরা এখান থেকে ফারেগ হয়ে চলে যেও।

মাগরিব পরে জমঈয়ত অফিসে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। সেখানে ড. আব্দুল বারী, মেয়র হানিফ ছাহেবসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। থমথমে ও ভীতিকর পরিবেশ। প্রথমে হাবীবুর রহমান, তারপর আমানুল্লাহ, তারপর আমাকে, তারপর আকমালকে ডাকা হ'ল। আমাকে ড. আব্দুল বারী ছাহেব বললেন, ও! তুমি সেই শ্রীমান দুর্রুল হুদা, যে রাতের অন্ধকারে ১০২ নং কক্ষে আব্দুল কুদ্দূসকে হত্যার জন্য গিয়েছিলে। না, স্যার আপনাকে আমার ব্যাপারে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি (১৯৮৮ সাল) হয়েছ। তুমি কি জানো না যে, এই মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াহ (উচ্চারণগুলো খুবই সুন্দরভাবে করতেন)-এ পড়াকালীন সময়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পড়া যায় না? আমি চুপ থাকলাম। মূল সমস্যা যুবসংঘ কেন্দ্রিক হলেও সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা হল না। অতঃপর মেয়র হানিফ ছাহেবের কথামত মাদ্রাসায় গিয়ে কুল্লিয়া শেষ করলাম। কিন্তু যুবসংঘ না ছাড়ার অপরাধে মদীনায় কাগজ পাঠানোর জন্য সনদ আমাদের কাউকে দেওয়া হল না।

অবশ্য আকরামুয্যামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী, আকমাল হোসাইন মাদানী, আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী, মিয়া হাবীবুর রহমান মাদানী এঁরা পরে ছানাবিয়ার পবিবর্তে আলিমের কাগজ পাঠিয়ে মদীনায় চলে যান। আর আমি চলে এসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাসে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করলাম।

তাওহীদের ডাক : আব্দুল মতীন সালাফী ছাহেবকে কেন দেশ ছাড়া করা হয়েছিল? কী ছিল তার অপরাধ?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : এদেশে তিনি সঊদী মাবঊছ হিসাবে ছিলেন। উনি আসলে চেয়েছিলেন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব আহলেহাদীছ আন্দোলনকে যে দুর্বার গতিতে পরিচালন করছেন তা অব্যাহত থাক। কেননা আমীরে

জামা'আতের মুভমেন্ট হ'ল ব্যক্তির সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামের প্রকৃত রূপকে সমাজে বাস্তবায়ন করা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আহলেহাদীছদের মধ্যে যদি কোন খাঁটি লোক থাকে, তিনি হচ্ছেন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি যে আন্দোলন করছেন, তা দিয়ে একদিন এদেশে বিপ্লব সৃষ্টি হবে। তাই তিনি আমীরে জামাআ'তকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতেন। জমঈয়ত নেতৃত্ব তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সহ্য করতে পারেননি। ফলে আমীরে জামা'আতের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ার অপরাধে সরকারীভাবে গোপন যোগসাজশে তাকে এদেশ থেকে বের করে দেয়া হয়।

তাওহীদের ডাক : আপনি একাধারে কওমী ও জেনারেল উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। জাতি গঠনের কারিগর শিক্ষকদেরকে দক্ষ দাঈ, সংগঠক ও আলেম হিসাবে তৈরীতে আপনার নছীহত কী?

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : আসলে ভাল দাঈ, সংগঠক ও আলেম বানানোর জন্য যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটি হল কওমী ও জেনারেল সমন্বিত সিলেবাস। যাতে করে একজন ছাত্র আরবী ভাষায় দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে এবং কুরআন-হাদীছ ভালভাবে বুঝতে পারে। অপরদিকে আধুনিক ইসলাম প্রচারের জন্য যে ভাষাগুলো জানা প্রয়োজন যেমন মাতৃভাষা বাংলা, আরবী, ইংরেজী, উর্দূ ইত্যাদি ভাষাগুলোতে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে। আর ছাত্রদের লক্ষ্য থাকতে হবে চাকুরী নয়, ঈমানে-আমলে দক্ষ মানুষে পরিণত হওয়া। শিক্ষার লক্ষ্যই থাকতে হবে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করা। যাতে করে ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতা নিয়ে তারা ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে পারে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। এজন্য মুহাতারাম আমীরে জামা'আত মাদ্রাসার সিলেবাস নিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমাদের হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডও এ বিষয়ে নিরলস কাজে করে যাচ্ছে। আমরা আশাবাদী এই সমন্বিত সিলেবাসের মাধ্যমে ছাত্ররা একাধারে জ্ঞানার্জন করবে, অপরদিকে জাতির মেধাবী পথপ্রদর্শক হিসাবে গড়ে উঠবে। যোগ্য দাঈ, সংগঠক ও আলেম হিসাবে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত হতে হবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক' সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? বর্তমান যুবসমাজের উদ্দেশ্যে আপনার মূল্যবান নছীহত কামনা করছি।

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকাটি যুবকদের প্রথম হাতে খড়ি দেওয়ার মত। এই পত্রিকায় যে আর্টিকেলগুলো প্রকাশিত হয়, তা অত্যন্ত চমৎকার। আমি মাঝে মাঝেই পড়ি আর ভাবি এভাবে যদি 'যুবসংঘে'র ছেলেরা দক্ষ হয়ে ওঠে, তবে তারা জাতির জন্য যুগান্তকারী কাজ করতে পারবে। আজকের যুবকরাই আগামীর ভবিষ্যৎ, আগামীর আন্দোলন, আগামীর নেতা ও শাসক। আল্লাহ চাইলে একদিন যুবকদের হাতেই দেশের শাসন ক্ষমতা আসতে পারে। তখন শাসন ক্ষমতা চালানোর জন্য এই যুবকরাই হবে এদেশের কর্ণধার ইনশাআল্লাহ। আর একটা কথা আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, যদি যুবকরা দক্ষ ও আদর্শবান না হয়ে চাকুরী-বাকুরীকেই মুখ্য মনে করে, তাহ'লে তাদের দ্বারা কাংখিত বিপ্লব কখনই সাধিত হবে না। আমি আশাবাদী যে, যুবসংঘের ছেলেরাই আগামীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইন্ডাস্ট্রি, শিল্প-কারখানা তৈরি করবে। প্রত্যেকটা জায়গাতে যেন তারা সঠিক কাজটি করতে পারে। যার যেখানে দক্ষতা সে সেখানে কাজ করবে এবং দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখবে। দেশ ও সমাজ চালাতে গেলে একজন ইঞ্জিনিয়ারও দরকার, আধুনিক প্রযুক্তিবিদও দরকার, কুরআন ও হাদীছের সঠিক জ্ঞান সম্পন্ন আলেমও দরকার। যুবসংঘে'র ছেলেদের আদব ও আখলাক অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক হতে হবে। যুবসংঘে'র প্রতিটি সদস্য সবকিছুই করবে আল্লাহ্র জন্য; ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য। আমার নছীহত তোমরা খবরদার দুনিয়ার পেছনে পড়ে যেও না। আখেরাতই যেন হয় তোমাদের মূল লক্ষ্য।

তাওহীদের ডাক : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আগামীর যে দেশ ও সমাজের স্বপ্ন আপনি দেখছেন, যে যুবসংঘ আপনি কামনা করছেন, আমরা যেন তা হতে পারি। এজন্য আপনার নিকট আমরা দো'আপ্রার্থী।

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা : আল্লাহ তোমাদেরকে সফল করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্র কাছে তোমাদের জন্য দো'আ করি। বিশেষ করে সর্বদা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো জীবনের সামনে রেখে চলবে। এটাই আমার শেষ কথা। আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের ধারায় সিক্ত করুন। আর আমাকে তোমরা এখানে ডেকে সম্মানিত করেছ, এজন্য তোমাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানাই।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

দ্বীনী জ্ঞানের মর্যাদা

-লিলবর আল-বারাদী

(৩য় কিস্তি)

দ্বীনী জ্ঞানার্জনে কিছু দিক-নির্দেশনা

তাক্বওয়ার সাথে ইলম অর্জন করতে হয়। কেননা তাক্বওয়া প্রকৃত ইলমের বাহক। তাক্বওয়াবিহীন ইলম মূলত ফলবিহীন একটি পুষ্ট গাছের মত যা মালিকের বিশেষ কোন কাজে আসেনা। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে একজন জ্ঞান আহরণকারীর জন্য অবশ্য পালনীয় চারটি ধাপ রয়েছে। বিখ্যাত তাবেঈ সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, ইলমের প্রথম ধাপ হ'ল চুপ থাকা। দ্বিতীয় ধাপ হ'ল মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা এবং শ্রবণকৃত বিষয়সমূহ মুখস্থ রাখা। তৃতীয় ধাপ হ'ল ইলম অনুযায়ী যথাসাধ্য আমল করা। চতুর্থ ধাপ হ'ল ইলমের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়া'।[১]

ইলম অর্জনের আগে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ছালিহ আল-ফাওযান (হাফিঃ) বলেন, 'যে সকল ব্যক্তি দাওয়াহ্-র সাথে সম্পৃক্ত, তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া অত্যাবশ্যক। যথা- তাদের জ্ঞানার্জনের মাধ্যম, আক্বীদাহ ও মানহাজ কী? তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবশ্যই খোঁজখবর নেওয়া উচিত। কেননা তাদের কথা এবং কার্যকলাপের দ্বারা (মানুষ) পথভ্রষ্ট হওয়ার পূর্বে সর্তকতা নেওয়া উচিত। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, যখন ফিতনার দিকে আহ্বানকারী প্রচুর'।[২]

১. জ্ঞানার্জনে প্রথমে কুরআন হিফয করা : কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে একজন ইলম অর্জনকারীর শিক্ষাজীবন শুরু করা উচিৎ। কেননা অগ্রগণ্য ও অগ্রবর্তীতার ক্ষেত্রে এটা মহিমান্বিত জ্ঞান। তারপর আল্লাহ যদি তাকে কুরআন হিফয করার তাওফীক্ব দান করেন, তাহ'লে তার উচিত হবে না সাথে সাথেই হাদীছ অথবা এমন কোন জ্ঞান আহরণে মশগূল হয়ে পড়া, যা তাকে কুরআন ভুলে যাওয়ার দিকে ঠেলে দিবে। কুরআন মুখস্থের পর শিক্ষার্থী রাসূলের হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ করবে। কারণ মানুষের কর্তব্য হ'ল হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা। কেননা হাদীছ শরী'আতের অন্যতম মৌলিক উৎস ও ভিত্তি। এ সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'শিক্ষাজীবনের শুরুতে সর্বপ্রথম কুরআন মুখস্থ করতে হয়। কেননা কুরআনই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। সালাফগণ কেবলমাত্র তাদেরকেই হাদীছ ও ফিক্বহ শিক্ষা দিতেন, যাদের কুরআন মুখস্থ থাকত।[৩]

হাফেয ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, فَأَوَّلُ الْعِلْمِ حِفْظُ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'জ্ঞানের প্রথম ধাপই হ'ল মহান আল্লাহ্র কিতাব 'আল-কুরআন' মুখস্থ করা'।[৪]

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বালেগ হওয়ার পূর্বেই কুরআন হিফয করা উচিৎ। অন্যত্র তিনি বলেন, وَتَفَهُّمُهُ وَكُلُّ مَا يُعِيْنُ عَلَى فَهْمِهِ فَوَاجِبٌ طَلَبُهُ مَعَهُ، 'কুরআন বুঝা এবং অনুধাবনের জন্য সহায়ক সকল জ্ঞান অর্জন করাও আবশ্যক'।[৫]

ইবনুল মুফলিহ (রহঃ) বলেন, মায়মুনী বলেছেন, 'আমি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি আমার সন্তানকে আগে কুরআন শিক্ষা দিব নাকি হাদীছ শিক্ষা দিব? এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটা আপনার নিকট বেশী পসন্দনীয়? তখন তিনি বললেন, না, বরং আগে কুরআন শিখাও। আমি বললাম, পুরা কুরআনই কি শিখাব? তিনি বললেন, যদি কঠিন না হয়, তাহ'লে পুরা কুরআনই শিখাও, তাহ'লে সে কুরআন থেকে আস্তে আস্তে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, যদি সে প্রাথমিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে, তাহ'লে তাকে নিয়মিত তেলাওয়াতে অভ্যস্ত করবে। ইমাম আহমাদের অনুসারীরা আমাদের যুগ পর্যন্ত পাঠদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালাই অনুসরণ করে এসেছেন'।[৬]

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন। এর কোন বয়স বা সময়সীমা নেই। জীবনের দীর্ঘ সময় এ পথে ব্যয় করতে হবে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবেই জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করা সম্ভব হবে এবং পরিপক্ক জ্ঞানী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। হাসান বিন মানছূর আল-জাসসাস বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'কত বছর পর্যন্ত একজন মানুষ লেখা পড়া শিখবে? তিনি বললেন, মৃত্যু পর্যন্ত'।[৭]

আর সমাজে নেতৃত্ব দিতে হ'লে সর্বপ্রথম জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। ওমর (রাঃ) বলেন, تَفَقَّهُوْا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوْا 'নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্বে তোমরা বিদ্যা অর্জন কর'। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'নেতা হওয়ার পরেও তোমরা বিদ্যা অর্জন করতে থাক। নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ তো বৃদ্ধ বয়সে বিদ্যা শিখেছেন'।[৮]

কুরআন হিফয সম্পন্ন হ'লে হাদীছসহ যাবতীয় জ্ঞানার্জনে ব্রত হওয়া। তবেই অর্জিত জ্ঞানে জ্ঞানীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধি অনুভব করবে।

---

১. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/৩৬২ পৃ.।*
২. *আল-ইজাবাতুল-মুহিম্মাহ্ ফীল মাশাকীলিল মুলিম্মাহ্, ৩৪ পৃ. ।*
৩. *আল-মাজমূ' ১/৬৯ পৃ.।*
৪. *জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ২/১১৩০ পৃ.।*
৫. *জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ২/১১৩০ পৃ.।*
৬. *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ২/৩৫ পৃ.।*
৭. *ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ ১/১৪০ পৃ.।*
৮. *বুখারী তালীকান ১/৩৯ পৃ.।*

২. যাচাই সাপেক্ষে জ্ঞান আহরণ : ইলম বা জ্ঞান যাচাই করে অর্জন করতে হবে। কেননা ফাসিক, মিথ্যাবাদী, খেয়ানতকারী প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিকট থেকে যাচাই ব্যতীত জ্ঞান আহরণ করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ‘হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করে বস। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও’ *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ‘যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে’ *(ইসরা ১৭/৩৬)*।

প্রশান্ত পবিত্র আত্মা সর্বদা ন্যায়পরায়ণ হয়। সে ভালমন্দ বিচার করে এবং তা জানিয়ে দেয়। ওয়াবেছাহ বিন মা‘বাদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ ‘তুমি তোমার হৃদয়ের কাছে ফৎওয়া নাও, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফৎওয়া দিয়েছে’।[৯] হযরত আবি ছা‘আলাবা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. ‘সৎ কর্মে আত্মা প্রশান্ত থাকে এবং অন্তর থাকে ধীরস্থির। আর গুণাহের কাজে আত্মা অস্থির হয়ে যায় এবং অন্তরও ধীরস্থির থাকে না। যদিও মুফতিগণ সে বিষয়ে তোমাকে ফৎওয়া প্রদান করেন’।[১০]

৩. ধারণাকৃত জ্ঞান পরিহার করা : যে সকল ব্যক্তি ধারণা করে কথা বলে তাদের নিকট থেকে জ্ঞান গ্রহণের নিষেধ রয়েছে। কেননা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ‘কোনো লোক মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (সত্যতা যাচাই না করে) তা-ই বলে বেড়ায়’।[১১] ধারণাপ্রসূতভাবে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানো নিষেধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ‘তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না’ *(বাক্বারাহ ২/৪২)*।

সুতরাং কোন বিষয়ে জানা না থাকলে, তা জানার ভান করে বা অনুমান করে কোন কথা না বলাই উচিৎ। আর জানা না থাকলে সরাসরি বলতে হয় ‘আল্লাহু আ‘লাম’ বা আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ. ‘যে জানে সে যেন বলে, আর যে জানে না সে যেন বলে, আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। কারণ এটাও একটা জ্ঞান যে, যার যে বিষয় জানা নেই সে বলবে, আমি এ বিষয়ে জানি না’।[১২] ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, مَن قال لاَ أدْرِيْ فقد أحرز نصفَ العلم ‘যে বলবে, আমি জানি না। সে অর্ধেক জ্ঞান অর্জন করল’।[১৩]

৪. আমানতদারী নেই, এমন ব্যক্তির জ্ঞান বর্জন করা :

যার আমানত নেই, তার ঈমান ও দ্বীন নেই। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ খুৎবা খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথাগুলো বলেননি, لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ. ‘যার আমানতদারী নেই, তার ঈমানও নেই এবং যার অঙ্গীকার ঠিক নেই, তার দ্বীনও নেই’।[১৪]

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে দু’টি হাদীছ শুনানোর উদ্দেশ্যে বলেন, أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِى جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. ‘আমানত মানুষের অন্তরসমূহের অন্তস্থলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তারা কুরআন হ’তে শিক্ষাগ্রহণ করেন, তারপর শিক্ষাগ্রহণ করেন সুন্নাহ হ’তে’।

অপর হাদীছে এসেছে, يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَىْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يؤَدِّى الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ إِنَّ فِى بَنِى فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا

---

৯. ছহীহুল জামি‘ হা/৯৪৮; হাসান হাদীছ।
১০. ছহীহুল জামি‘ হা/২৮৮১; ছহীহ হাদীছ।
১১. মুসলিম হা/৫; মিশকাত হা/১৫৬; ছহীহুল জামি‘ হা/৪৪৮২।
১২. বুখারী হা/৪৭৭৪; মুসলিম হা/২৭৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৮৫।
১৩. আবূ ওছমান আল-জাহেয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন ১/৩১৪ পৃ.।
১৪. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৩৫; আহমাদ হা/১২৪০৬।

www.tawheederdak.com

أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا. নবী (ছাঃ) আমানতদারিতা তুলে নেয়া সম্পর্কে বলেন, 'এমন সময় মানুষ নিদ্রা যাবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানত তুলে নেয়া হবে। তখন শুধুমাত্র কালো দাগের মতো একটি সাধারণ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। অতঃপর মানুষ আবার নিদ্রা যাবে, তখন আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। এতে এমন ফোসকা সদৃশ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে, যেমন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা; তাকে তুমি নিজের পায়ের উপর রেখে রোমন্থন করলে তথায় ফুলে উঠে। তুমি অবশ্য স্ফীতি দেখতে পাবে, কিন্তু তার ভিতরে কিছুই নেই। আর লোকজন ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকবে বটে; কিন্তু কাউকেই আমানত রক্ষাকারী পাবে না। তারপর লোকরা বলাবলি করবে যে, অমুক সম্প্রদায়ে একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক রয়েছে। আবার কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কতই জ্ঞানী! সে কতই চালাক ও হুশিয়ার! এবং সে কতই সচেতন ও দৃঢ় প্রত্যয়ী! অথচ তার অন্তরে সরিষা দানার পরিমাণও ঈমান থাকবে না'। রাবী বলেন, 'আমার উপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সঙ্গে বেচাকেনা করতে একটুও চিন্তা করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে ইসলামই তাকে (প্রতারণা) থেকে ফিরিয়ে রাখবে। আর সে খৃষ্টান হলে তার শাসকই তাকে (প্রতারণা থেকে) ফিরিয়ে রাখবে। অথচ এখন অবস্থা এমন যে, আমি অমুক অমুককে ব্যতীত বেচাকেনা করি না'।[১৫]

৫. দুনিয়া নয়, আখিরাতের জন্য ইলম অর্জন করা : জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত পরিশুদ্ধ হতে হবে। দুনিয়াকে পরিহার করে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। নচেৎ নিজের ধ্বংস অনিবার্য। আব্দুর রহমান বিন আবান বিন ওছমান তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ فَأَدَّاهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ لَا يَعْتَقِدُ قَلْبُ مُسْلِمٍ عَلَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন একটি হাদীছ শুনল, তা হিফাযত (মুখস্থ) রাখল এবং তার চেয়ে অধিক হিফাযতকারী কারু নিকট পৌঁছে দিল। কেননা অনেক জ্ঞান বহনকারী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হয় না এবং কোন কোন জ্ঞানের বাহকের চাইতে জ্ঞানার্জনকারী অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে। যে মুসলিমের অন্তরে তিনটি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

রাবী বলেন, আমরা বললাম, সেই বিষয়গুলি কী কী? তিনি বললেন, إِخْلَاصُ الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَاءِهِمْ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ، فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ.

১. আমলে একনিষ্ঠতা, ২. শাসকের কল্যাণ কামনা করা এবং ৩. জামা'আত আকঁড়ে থাকা। কেননা তাদের দো'আ তাদের পেছনের সকলকে বেষ্টন করে নেয়। আর যার নিয়ত থাকবে আখিরাত, আল্লাহ তার অন্তরে অভাবমুক্তি দান করবেন, তার সকল কাজ সুন্দর করে দেবেন এবং দুনিয়া তুচ্ছ অবস্থায় তার সামনে হাযির হবে। আর যার নিয়ত হবে দুনিয়া, আল্লাহ তার সব কিছুতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন, আর দারিদ্রকে তার দু'চোখের সামনে রেখে দেবেন। আর সে দুনিয়ার ততটুকুই লাভ করবে, যা তার তাকদীরে নির্ধারিত আছে'।[১৬]

অন্যত্র এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আলিমরা যদি জ্ঞানার্জনের পর তা সংরক্ষণ করে এবং তা যোগ্য আলিমদের সামনে রেখে দেয়, তাহলে অবশ্যই তারা নিজ যুগের জনগণের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য দুনিয়াদারদের সামনে ইলম পেশ করেছে। ফলে তারা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে'। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ. 'যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে আখিরাতের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অপর দিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে, সে যে কোন উন্মুক্ত মাঠে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না'।[১৭]

৬. বাহাদুরী যাহির ও মানুষকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্য পরিহার করা : একজন ইলম অর্জনকারী জ্ঞানের ভারে নুয়ে পড়ে। তারা দুনিয়াতে বিনয়ী ও আখিরাতমুখী হয় এবং বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে বাহাদুরী যাহির ও মানুষকে আকৃষ্ট করা ব্যক্তিগণ বৈষয়িক কথাবার্তায় চমৎকার মিষ্টভাষী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ভীষণ ঝগড়াটে ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ 'আর মানুষের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা নিজের মনের কথার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষ্য স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক' *(বাক্বারাহ ২/২০৪)*।

বাহাদুরী যাহির করা ও ঝগড়াটে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

১৫. বুখারী হা/৬৪৯৭; মিশকাত হা/৫৩৮১।

১৬. দারেমী হা/২২৯; সনদ ছহীহ।

১৭. ইবনু মাজাহ হা/২৫৭; মিশকাত হা/২৬৩; ছহীহুল জামি' হা/৬১৮৯।

www.tawheederdak.com

বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ. 'যে ব্যক্তি আলিমদের উপর বাহাদুরী যাহির করার জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং নিজের দিকে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন'।[১৮] মালিক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমল করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে, তার অর্জিত জ্ঞান তাকে ভদ্র-বিনয়ী ও নম্র বানায়। আর যে ব্যক্তি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে, তার অর্জিত জ্ঞান তাকে অহংকারী ও বখাটে বানায়'।

একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করতে হবে। অন্যথায় কিয়ামতের মাঠে লাঞ্ছিত হতে হবে এবং জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না'।[১৯]

৭. ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ না করা : দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রকার লজ্জা না রাখা যরূরী। এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞান অর্জনে লজ্জাবোধ করা অনুচিত। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ 'আর নেতা বানিয়ে দেয়ার পরও, কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও ইলম অর্জন করেছেন'।[২০]

তাছাড়া না জানা অজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে ব্যাধি বাসা বাঁধে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ 'নিশ্চয়ই অজ্ঞতার চিকিৎসা হ'ল জিজ্ঞাসা'।[২১] এই জন্য জিজ্ঞাসা করে সঠিক জেনে নিতে হয়। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা জ্ঞানীদের নিকটে লজ্জা না করে অজানা বিষয় সমূহ জেনে নিতে বলেছেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জান' *(আন-নাহল ১৬/৪৩)*।

তাছাড়া লজ্জা, অহংকার ও ভয় অন্তর থেকে মুছে দিতে হবে যখন জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ 'লাজুক এবং অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না'।[২২] অন্যত্র বলেন, 'লজ্জা ও ভয় হ'ল জ্ঞানার্জনের প্রতিবন্ধকতা'।[২৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ. 'মুমিনের দৃষ্টান্ত হ'ল এমন একটি সবুজ গাছ, যার পাতা ঝরে না এবং একটির সঙ্গে আর একটির ঘষা লাগে না'। তখন কেউ বলল, এটি অমুক গাছ, অমুক গাছ। তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম, এটি খেজুর গাছ। তবে যেহেতু আমি অল্প বয়সী তরুণ ছিলাম, তাই বলতে লজ্জাবোধ করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, هِيَ النَّخْلَةُ 'সেটি খেজুর গাছ'।[২৪]

সোনালী যুগে নারীরাও দ্বীনের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করতেন না। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, একদিন উম্মে সুলায়ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ. 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো সত্য বলার ক্ষেত্রে লজ্জা করতে নির্দেশ দেন না। সুতরাং মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষ হলে কি তার উপরও গোসল করা ফরয'? তিনি বললেন, نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পায়'।[২৫] অন্যত্র এসেছে, তখন উম্মে সালামা (রাঃ) হেসে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ 'মেয়ে লোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়'? রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَفِيمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ 'তা না হলে, সন্তানের সাথে মায়ের সাদৃশ্য হয় কীভাবে'?[২৬] অন্যত্র বলেন, نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلاَ أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ. 'হ্যাঁ, পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা হলদে রং বিশিষ্ট। সুতরাং এদের মধ্যে যার বীর্য আগে স্খলিত হয়, সন্তান তার সদৃশ হয়'।[২৭]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّينِ. 'আনছার মহিলারা কতই না উত্তম। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে লজ্জা তাদের বিরত রাখে না'।[২৮]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

১৮. ইবনু মাজাহ হা/২৬০; হাসান হাদীছ।
১৯. আবূ দাঊদ হা/৩৬৬৪; মিশকাত হা/২২৭; আহমাদ হা/৮৪৩৮; ইবনু হিব্বান হা/৭৮।
২০. বুখারী হা/৭৩-এর 'ইলম ও হিকমাহ-এর ক্ষেত্রে সমতুল্য হবার উৎসাহ'-পরিচ্ছেদ ৩/১৫।
২১. আবূ দাঊদ হা/৩৩৬; মিশকাত হা/৫৩১; দারাকুৎনী হা/৭৪৪; ছহীহুল জামি' হা/৪৩৬২; হাসান ছহীহ।
২২. বুখারী, ১/২৩২; 'ইলম অর্জনে লজ্জা' অধ্যায় ৫০।
২৩. ইবনে হাজার, ফাৎহুল বারী ১/২২৮ পৃ.।
২৪. বুখারী হা/৭২, ২২০৯; আহমাদ হা/৪৫৯৯; ইবনু হিব্বান হা/২৪৩; দারেমী হা/২৮২।
২৫. বুখারী হা/১৮২, ৩৩২৮; মুসলিম হা/৩১৩; নাসাঈ হা/১৯৭।
২৬. বুখারী হা/৬০৯১; ইবনু মাজাহ হা/৬০০; আহমাদ হা/২৬৫৪৬।
২৭. ইবনু মাজাহ হা/৬০১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪২।
২৮. মুসলিম হা/৩৩২; ইবনু মাজাহ হা/৬৪২; আহমাদ হা/২৫১৮৮।

সমসাময়িক যুবসমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণে করণীয়

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দেক

ভূমিকা : যৌবন বা তারুণ্য এমন অজেয় শক্তি যা ঝঞ্ঝার মত উদ্যম, ঝর্ণার মত চঞ্চল আর প্রকৃতির মত স্বচ্ছ। যুবক মানে না নিষেধ, মানে না বাঁধা। যৌবনের উদ্যমতা ডিঙি যোগে সাগর পাড়ি দেওয়ার মতই দুঃসাহসিক চেতনার নাম।

'আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'। আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ, আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ'।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর 'বিদ্রোহী' কবিতায় যুব সমাজের চিত্র এভাবেই ফুটে উঠেছে। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভায়, উদ্যমে, কর্মযজ্ঞে যারা সমাজ বদলে দেয় তারাই যুবক। তাদের ধর্মে বিদ্বেষ নেই, আভিজাত্যের অভিমান নেই। একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কিন্তু বর্তমান সমস্যা জর্জরিত এই সমাজে যুবকদের যুবশক্তি বরফের মত ক্ষয়ে ক্ষয়ে জাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গুর করে দিয়ে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। যুবশক্তি সঠিক উপায়ে ব্যবহৃত না হলে একটি দেশ ও জাতি স্বমর্যাদায় টিকে থাকতে পারেনা। আলোচ্য নিবন্ধে সমসাময়িক যুবসমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

যুবক কারা : আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় সময় হচ্ছে যৌবনকাল। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার ১৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৫ বছরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তারুণ্য বা যৌবনকাল শুরু হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের খসড়া জাতীয় যুবনীতি : ২০০২ অনুযায়ী ১৫-৩৫ বছর বয়সী সবাই তরুণ। তবে কবি নজরুলের ভাষ্যমতে 'তারুণ্যকে বয়সের ফ্রেমে আবদ্ধ করা যায় না। তরুণ তারাই যাহার শক্তি অপরিসীম, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মোঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।' যাদের তেজদীপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-

'নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ,
বাহুতে নবীন বল'

সামাজিক সমস্যা বলতে কী বুঝায় : কোন সমাজই সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ নয়। সমাজ এবং সমস্যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজ বিজ্ঞানী David Dreser Zvui 'The study of Human Interaction' গ্রন্থে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন, 'সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এমন একটি অবস্থা, যাকে সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত বলে বিবেচনা করে এবং প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা দূরীকরণে বিশ্বাসী হয়'। বিচ্ছিন্ন কোন অবস্থাকে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না। বরং কোনো একটি অবস্থা যদি সমাজের বৃহৎ মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে তবে তা সামাজিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হয়। আবার যখন কোন অস্বাভাবিক অবস্থা প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে তখন তাকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দুর্নীতি : দুর্নীতি বাঙালির শিরা-উপশিরায় মিশে আছে। শরীরে কোনটি রক্ত আর কোনটি দুর্নীতি তা পার্থক্য করা কঠিন। দুর্নীতিতে বিশ্বদরবারে ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিরল রেকর্ড বাংলাদেশের রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। দুর্নীতির কুপ্রভাবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও ক্ষমতাবলের বাইরের জনগোষ্ঠী। এটি দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে এবং মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে। বার্লিন ভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক পরিচালিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২০ অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে তালিকায় নীচের দিক থেকে বাংলাদেশ ১২তম অবস্থানে আছে। ২০১৯ সালে নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪তম। এর পেছনে করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়টিকে অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।[১]

মাদক ও জুয়া : মাদক একটি জাতির জন্য অভিশাপ। তরুণ প্রজন্মের বহু মেধাবী ও সম্ভাবনাময় প্রতিভা মাদকের নেশার কবলে পড়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের পথ বেছে নিয়েছে। মাদকাসক্তদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তাই অপরাধ জগতে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে। এর ভয়াবহ করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখার জন্য ইসলামে নেশা জাতীয় যেকোন দ্রব্যই মাদক হিসাবে গণ্য। আর যাবতীয় মাদকই হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ. 'নেশা উদ্রেককারী প্রত্যেক জিনিসই 'মদ' আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম।

১. *বিবিসি নিউজ বাংলা, ২৮শে জানুয়ারী, ২০২১।*

আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এবং অবিরত পান করতে থাকে এবং তা থেকে তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে সে পরকালে তা (জান্নাতী সুপেয় মদ) পান করতে পারবে না'।[২]

প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে পরিকল্পিতভাবে ফেনসিডিল ও ইয়াবা কারখানা তৈরী করে রেখেছে। প্রাণঘাতি নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে চুরি, ছিনতাই, সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। বি.এস.এফ-এর গুলিতে প্রায়শ গরু বেপারী মারা গেলেও আজ পর্যন্ত কোন মাদক কারবারীর নিহতের খবর পাওয়া যায়নি। অপরদিকে আইপিএল সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে চলছে জুয়াড়িদের উপদ্রব। বহুল আলোচিত ক্যাসিনো কাণ্ড, জুয়ার রমরমা ব্যবসা এবং হাযার হাযার মদের বোতল আটকের দৃশ্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে নৈতিকভাবে আমরা কতটা অধঃপতিত হয়েছি!

ধর্ষণ : ধর্ষণের নখরে ছিন্ন ভিন্ন নারীদের রক্তরেখায় বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত। মাঝখানে লাল-সবুজের পতাকা পেলেও চেতনাধারী ধর্ষকেরা আদৌ থেমে যায়নি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ধর্ষণের সংবাদহীন কোন সূর্য উদয় দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। গণমাধ্যমের কল্যাণে আমরা ধর্ষণের যে খবর পাই তা শুধু ডুবোপাহাড়ের ভাসমান চূড়া সদৃশ। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালের প্রথম ৯ মাসে সারাদেশে ৯৭৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণের পর ৪৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন আরও ১২ জন নারী। ২০১৯ সালের প্রথম ৯ মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিলো ১১১৫টি। সেজন্য বলতে হয়-

'কোটি বাঙালির হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি।'

বিজাতীয় সংস্কৃতি : বিজাতীয় সংস্কৃতির বিষবাষ্পে তরুণ প্রজন্ম আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অদ্ভুত মানসিক বিকারগ্রস্ত একটি প্রজন্ম গড়ে উঠছে। বিভিন্ন দিবস পূঁজা এবং তাতে হিন্দি-বাংলা গানের আসর এক নতুন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অবসর সময়ে ভারতীয় সিরিয়ালে পরকীয়া, কুটিলতা, বউ-শাশুড়ী দ্বন্দ্বের মনোমুগ্ধকর পার্ফরমেন্স প্রদর্শিত হচ্ছে। অপরাধ দমনের নামে ক্রাইম পেট্রোল, সিআইডি অনুষ্ঠানে হাতে-কলমে অপরাধ শেখানো হচ্ছে।

পর্ণোগ্রাফি : কিছু অন্ধকার আতঙ্কিত করে, কিছু অন্ধকার মানুষকে আকর্ষণ করে। মানুষের ধারণা পর্ণোগ্রাফির অন্ধকারে ডুব দেওয়া দোষের কিছু নয়। ছোটখাটো কোন নৈতিক বিচ্যুতি মাত্র। পর্ণোগ্রাফি এমন এক ব্যাধি, যা সবার অগোচরে ছড়িয়ে পড়েছে মেট্রোপলিটন থেকে মফস্বলে। কোন শ্রেণী, বর্ণ, ভাষা কিংবা জাতীয়তাবাদী সীমারেখা এ ব্যাধি মেনে চলেনা। নিজ বিষাক্ত কলুষতায় সে চরম সাম্যবাদী। বেডরুম, ক্লাস, কিংবা পাবলিক প্লেসেও এর ভয়ানক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী ফোর্বস-এর তথ্যানুযায়ী, পশ্চিমারা প্রতিবছর অশ্লীল ছবি ব্যবসার মাধ্যমে কমপক্ষে ৫৭ বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। যা বিশ্বের ১৩৮টি দেশের জিডিপির সমান। বর্তমান পৃথিবীতে পর্ণসাইটের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। Google-এর সমীক্ষা অনুযায়ী পর্ণ সার্চে গোটা বিশ্বে শীর্ষ যে ৮টি দেশ তার প্রথম ৬টি মুসলিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশও এ ব্যাধির স্বীকার। ফলে ব্যভিচার, পরকীয়া, পতিতাবৃত্তি, শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা এখন নিত্য-নৈমেক্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেকারত্ব : বেকারত্ব সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। মানুষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ না পেলে তার মেধা ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটে। বেকারত্ব তরুণ সমাজের মধ্যে হতাশা তৈরী করে। বেকারত্বের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে বলা যায় যে, যার কর্ম নেই সে বেকার। করোনার আগে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৭ লাখ। বিবিএসের তথ্য মতে, করোনায় বেকারত্ব ১০ গুণ বেড়েছে। আইএলও'র রিপোর্ট অনুযায়ী তরুণদের মধ্যে ২৫% বেকার। ফলে হরহামেশা আত্মহত্যা এবং অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আত্মহত্যা : আঁচল ফাউণ্ডেশনের প্রতিবেদনে ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩টি জাতীয় পত্রিকা, ১৯টি স্থানীয় পত্রিকা, হাসপাতাল ও থানা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে করোনাকালে গেল এক বছরে দেশে আত্মহত্যা করেছে ১৪ হাজার ৪৩৬ জন নারী ও পুরুষ। পারিবারিক জটিলতা, প্রেমে ব্যর্থতা, সম্পর্কের অবনতি, পড়াশোনা নিয়ে হতাশা, চাকরি না পাওয়া, আর্থিক সংকট এই সব আত্মহত্যার মূল কারণ।[৩]

সন্ত্রাস ও চরমপন্থা : সরকারী প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় দেশের প্রতিটি স্থানে সন্ত্রাস একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। আবরার হত্যাকাণ্ড এ শিল্পের করুণ বলি। অন্যদিকে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে হরতাল, অবরোধ, অগ্নিসংযোগ, বোমা হামলা চালিয়ে ইসলামকে কলুষিত করছে একটি চক্র। উভয় দলই সামাজিক শান্তি বিনষ্টের অন্যতম কারণ।

নাস্তিক্যবাদ : সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র আসমানের নীচে বসবাস করে, তাঁরই নে'মত ভোগ করে তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করা নিতান্তই বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। ৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের চর্চা চরম ধৃষ্টতা। ইদানিংকালে ইন্টারনেটে সেক্যুলারিজমকে উপজীব্য করে মুক্তচিন্তা ও বাক স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে যুবসমাজের মাঝে নাস্তিক্যবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে একটি চক্র। কৌশলে ধর্ম বিদ্বেষকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে ভুয়া ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করছে। এই চক্রের ফাঁদে পড়ে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে ধ্বংস হচ্ছে হাযারও যুবক।

---

২. *মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৩৮।*

৩. *১৩ই মার্চ ২০২১, দৈনিক প্রথম আলো।*

www.tawheederdak.com

উপরিউক্ত সামাজিক সমস্যা সমূহের জালে আবদ্ধ হয়ে তরুণ সমাজ স্বীয় তারুণ্য শক্তি হারাচ্ছে। ফলে একদিকে দেশে যেমন মেধা ও যোগ্য নেতৃত্ব শূন্য প্রজন্ম গড়ে উঠছে, অপরদিকে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে অস্থিতিশীলতার দিকে দেশ ধাবিত হচ্ছে।

এহেন পরিস্থিতিতে এসকল সমস্যার উত্তরণে নিম্নল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে-

১. তাওহীদকে উপলব্ধি : তাওহীদ ইসলাম নামক অট্টালিকার প্রধান সোপান। প্রত্যেকটি আদম সন্তান ইসলামী ফিৎরাত তথা তাওহীদের উপর জন্মগ্রহণ করে। তাওহীদ বিমুখ প্রজন্ম গন্তব্যহীন অভিযাত্রীদলের মত। সেজন্য তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নিজেকে আল্লাহ্র রঙে রঙ্গিন করতে হবে।

২. জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মকে অনুশীলন : যুবসমাজকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। কারণ ধর্ম মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যাবতীয় অপরাধের উৎস চারিত্রিক অবক্ষয়। তাই যুব সমাজ চারিত্রিক আদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারলেই আদর্শ সুশীল সমাজ গঠন সম্ভব।

৩. আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ : শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। আমরা মানুষ, কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারছি না। কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার হার বাড়ালেও প্রকৃত শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ। তাই যুবকদের মনুষ্যত্বের ধারক-বাহক হতে হলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৪. পরকালীন ভীতি : যুবকদের মধ্যে পরকালীন জীবনের স্থায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

আল্লাহ বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ‘এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। আর পরকালীন জীবন হ’ল চিরস্থায়ী জীবন (যেখানে কোন মৃত্যু নেই)। যদি তারা জানত! (অর্থাৎ সেটা বুঝলে মানুষ নশ্বর জীবনকে অবিনশ্বর জীবনের উপর প্রাধান্য দিত না)’ *(আনকাবূত ২৯/৬৪)*। কেননা পার্থিব জীবনের পরই রয়েছে অনন্তকাল স্থায়ী জীবন। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। হাদীছে দুনিয়াকে মৃত কানকাটা বকরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ্র নিকট যার কোন দামই নাই। হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ! قَالَ: فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি কানকাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পসন্দ করবে যে, এক দিরহামের বিনিময়ে এটা তার মালিকানাভুক্ত হোক। তাঁরা বললেন, কোন কিছুর বিনিময়ে এটা আমাদের মালিকানাভুক্ত হোক তা আমরা পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া (এবং তার সম্পদ) এর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট।[৪]

এভাবে ইসলাম মানুষকে পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

৫. জামা‘আতবদ্ধ জীবনযাপন : শয়তান একার সাথী এবং দুইজন থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ‘জামাআতবদ্ধ জীবনযাপন হল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন আযাব’।[৫] সুতরাং আদর্শ সমাজ বিনির্মানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী দ্বীনদার, দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ আলেমদের নেতৃত্বে দ্বীনী জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যকীয়।

পরিশেষে বলব, যুবশক্তি লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার ন্যায়। সকলেই এই শক্তিকে লাগাম পরিয়ে বাগে এনে নিজের সুবিধামত পথে পরিচালিত করতে চায়। সেজন্য যুবকদেরকে খুব সতর্কভাবে থাকতে হবে এবং জীবন ও যৌবনকে কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর রাহে বিলিয়ে দেওয়ার শপথ নিতে হবে। তাহলেই জাতির সকল জঞ্জাল মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। হে যুবক! তোমার প্রতি ফোঁটা রক্ত আল্লাহ্র দেওয়া পবিত্র আমানত। এসো তা ব্যয় করি নির্ভেজাল সত্যের পথে।

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

---

৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭।
৫. আহমাদ হা/১৮৪৭২; সিলসিলাতুছ ছহীহাহ হা/৬৬৭।

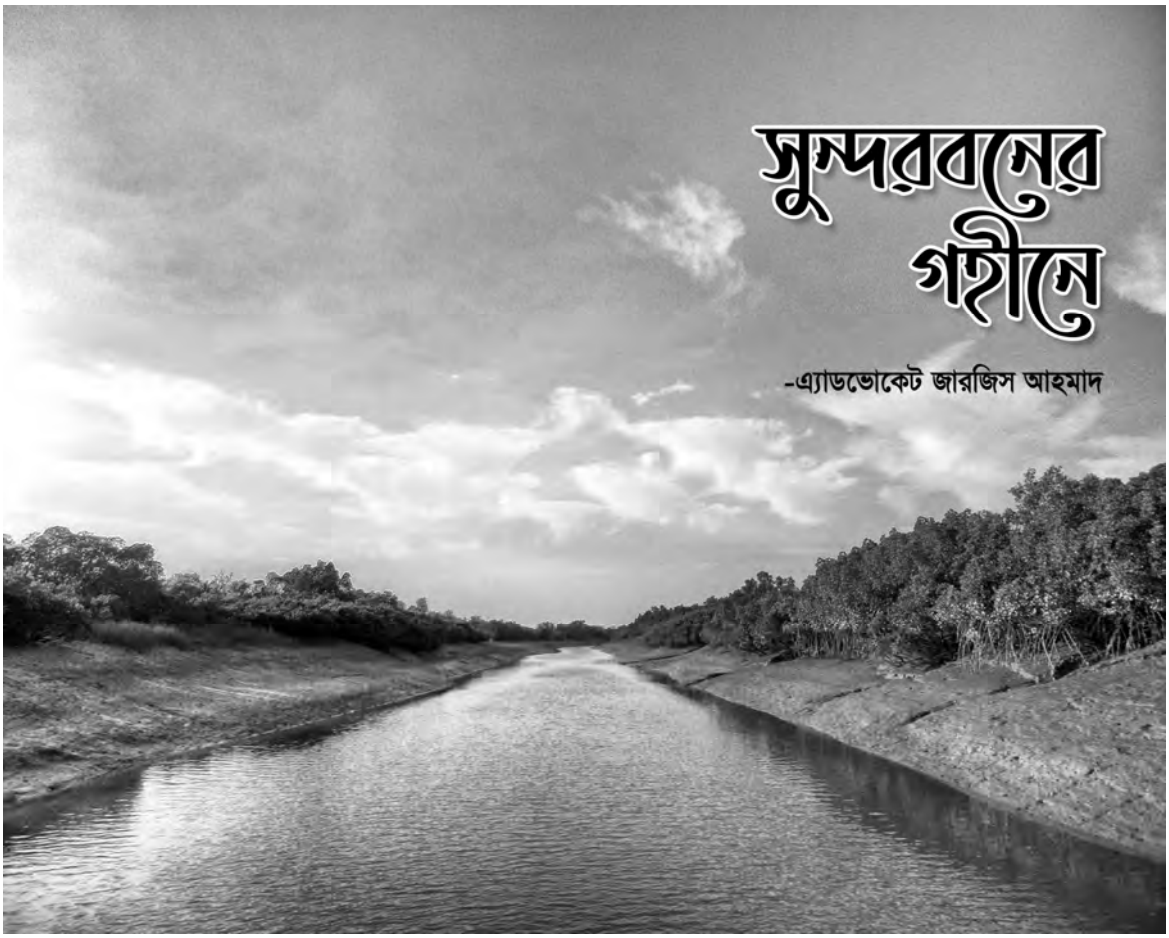

সুন্দরবনের গহীনে

-এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের আয়োজনে চারদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয় গত ২১-২৫ মার্চ ২০২১। সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট, করমজল, নীল কমল ও দুবলার চরকে কেন্দ্র করে সফরসূচি সাজানো হয়। এতে মুহতারাম আমীরে জামাআ'ত ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সংগঠনের কর্মী ও সুধী প্রায় তিন শতাধিক ভ্রমণকারী অংশগ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ আমারও সুযোগ হয়েছিল এ দাওয়াতী শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণের। নিম্নে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি।

২১শে মার্চ ২০২১ইং : নির্ধারিত তারিখে আমরা রাজশাহী থেকে গমনকারী প্রায় অর্ধশতাধিক কর্মী ও সুধী রাজশাহী রেলষ্টেশনে উপস্থিত হলাম। আমি উপস্থিত হয়েছিলাম সবার আগেই। নিজ নিজ লাগেজ নিয়ে সাগরদাড়ি আন্তনগর ট্রেনে উঠে সবাই মিলে বসলাম। সকাল ৬.৫০ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে দিল খুলনার উদ্দেশ্যে। বসন্তের দিনটা ছিল খুব সুন্দর রৌদ্রজ্জ্বল। কোন কোন গাছে পাতা গজিয়ে সবুজ রং ধারণ করেছে। আবার অনেক গাছের পাতা ঝরে পড়েছে। সকালে একটু একটু শীত। ট্রেনের সিটে বসে থেকে জানালা দিয়ে দেখছি যমীনের শস্য ভান্ডার। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। মাঠ ভরা শস্য দেখতে দেখতে ট্রেন এসে পৌঁছলো ঈশ্বরদী স্টেশনে। আমাদের সাথীরা ট্রেনের মধ্যে যার যার মত দাওয়াতী কাজ করছেন। কেউবা বই-পত্রিকা মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন। এসবের মাঝেই দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা পর বাদ যোহর ট্রেনটি গন্তব্যস্থল খুলনা মহানগরী স্টেশনে এসে দাড়াল। নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে আমরা পৌঁছলাম। তারপর ট্রেন থেকে নেমে খুলনা শহরের দিকে রওনা হলাম। আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য খুলনা যেলার বিজ্ঞ সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ভাই সাথে ছিলেন। তিনি একটা হোটেলে আমাদের দুপুরের খাবারের জন্য নিয়ে গেলেন। হোটেলটির নাম 'বাংলা হোটেল'। হোটেলে পৌঁছে দেখলাম মুহাতারাম আমীরে জামা'আত আমাদের আগেই ঐ হোটেলে উপস্থিত হয়েছেন। যা হোক খাওয়া শেষে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকালে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর খুলনা যেলা সম্মেলনে যোগদানের জন্য রওয়ানা হলাম। সম্মেলনস্থল 'পল্লী মঙ্গল হাইস্কুল মাঠ'। বক্তাগণ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলেন। রাত সাড়ে নয়টায়

মুহতারাম আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার শুরু করলেন তাঁর আলোচনা। তিনি তাঁর আলোচনায় হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আন্দোলনের কর্মীদের আন্তরিক হওয়ার জন্য জোর তাকীদ দিলেন। স্যারের আলোচনা শেষ হলে আমরা খুলনা লঞ্চ ঘাটে উপস্থিত হলাম। উল্লেখ্য যে, পূর্ব থেকেই আমাদের প্রায় তিনশত পর্যটকের জন্য ৫টি লঞ্চ ভাড়া করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে বনবিলাসে ৬৬ জন, খেয়াপারে ৬৪ জন, ওয়াটার কিং-এ ৫৪ জন, মেঘনা রাণীতে ৫৬ জন এবং রাজধানীতে ৩৩ জন যাত্রী ছিলেন। ভ্রমণকারীদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা শেষ হলে রাত ২টায় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে লঞ্চ যাত্রা শুরু করে।

২২শে মার্চ ২০২১ ইং : পরদিন সকাল ১০টায় আমরা সুন্দরবন হাড়বারিয়া ইকো-টুরিজম কেন্দ্রে লঞ্চ থেকে নামি। একটু সামনে এগিয়ে দেখতে পেলাম বন্যপ্রাণীদের পানি পান করার জন্য একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরের ঘাটে আমরা কিছুক্ষন অবস্থান করলাম। অনেকের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বাঘের পায়ের ছাপের উপর। বেলা দেড়টার দিকে পুনরায় কটকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হ'ল। লঞ্চে আমাদের সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বসা। বিশাল জলধি দেখছি আর মনে মনে ভাবছি মহান আল্লাহর সৃষ্টি কত অপরূপ! তিনি বলেন, তিনি দু'টি সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন মিলিতভাবে। উভয়ের মাঝে করেছেন অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না *(রহমান ৫৫/১৯-২০)*। কটকা পয়েন্টে এসে আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলাম। কারণ জোয়ার না থাকায় লঞ্চ তীরে ভিড়তে পারছে না। ফলে দুপুরের খাবার আসতে অনেক দেরী হ'ল। অবশেষে বেলা চারটার দিকে দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। চারিদিকে বিচিত্র ধরণের গাছপালা। আল্লাহর ভাষায়- 'আর পৃথিবীকে আমরা প্রসারিত করেছি এবং তাতে পাহাড় সমূহ স্থাপন করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজি *(কাফ ৫০/৭)* । সন্ধ্যায় মাগরিব ও এশার ছালাত কছর করার পর মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ আলোচনা বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত হওয়ার পর জাগরণী গেয়ে শুনালাম আমি। অতঃপর স্যারের উপদেশমূলক আলোচনা শুরু হ'ল।

২৩শে মার্চ ২০২১ ইং : বাদ ফজর 'খেয়াপার' লঞ্চে দরসে কুরআন আলোচনা শুরু হয়। এতে প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। এরপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আলে ইমরানের ১৪২ নং আয়াতের উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন। এরপর আমরা সুন্দরবনের শরণখোলা ও কচিখালি পরিদর্শন কেন্দ্রে পৌঁছে যাই। লঞ্চ থেকে নেমে শরণখোলা রেঞ্চ কচিখালি পরিদর্শন কেন্দ্রে দেখলাম এখানে একটি জুম'আ মসজিদ আছে। ২০১৬ সালের সফরে এসে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এই মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন। কচিখালি পরিদর্শন কেন্দ্র ভ্রমণ শেষে আমরা ডিমের চর ভ্রমণ করার জন্য সকাল সাড়ে ৯টায় ট্রলারে চড়লাম। কিন্তু ভাটার কারণে ডিমের চরের কিনারে ট্রলার লাগানো সম্ভব হ'ল না। সে কারণে ট্রলারে বসে কিনার থেকেই ডিমের চর দেখলাম। আর একটি বিষয় সেটা হ'ল ডিমের চর হচ্ছে সুন্দরবনের শেষপ্রান্তের বনভূমি, যা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে লাগোয়া। ট্রলার থেকে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখলাম বঙ্গোপসাগরের ঢেউ যেন বনভূমিসহ যা কিছু আছে, সবকিছুকে গ্রাস করার জন্য ধেয়ে আসছে। উত্তাল ঢেউ। গা শিহরে উঠে। এমন ভয়ংকর ঢেউ আমি কোনোদিন দেখিনি। স্মরণীয় হয়ে থাকল মুহূর্তটা। ফিরে এসে লঞ্চে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বেলা একটার দিকে কটকা অভয়ারণ্য কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ট্রলার যোগে কটকা নদী দিয়ে যাত্রা শুরু হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যে কটকা নদীর নীল পানির উপর দিয়ে পৌঁছে গেলাম কটকা অভয়ারণ্য কেন্দ্রে। এখানে বিশাল একটি ফুল গাছের নিচে স্যার কেদারায় বসলেন। এক ডাক্তার উদ্ভিদ বিষয়ে কিছু আলোচনা করলেন। আমরা সফরকারীরা বিষয়গুলো শুনলাম। স্যার কিছু উপদেশমূলক বক্তব্য শুনালেন। পার্শ্বে দেখতে পেলাম বিশাল একটি শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে বিভিন্ন গাছের উপর দিয়ে বিস্তার করেছে। শিকড়টি কোন গাছের বুঝতে পারলাম না। গাছের নামও কেউ বলতে পারল না। এখানে অনেক জাতের বন্য প্রাণী রয়েছে। তার মধ্যে বানর ও হরিণ দেখলাম। দূর দিয়ে হরিণ দৌড়ে পালাল। এই নিঝুম অরণ্যভূমিতে বাঘ বসবাস করে। তাদের চলার পথে পায়ের ছাপ দেখলাম। ঘন সবুজ বন। ভিতরে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কটকা অভয়ারণ্য কেন্দ্রে একজন দায়িত্বশীল ভাইকে পেলাম তার নাম মেহেদী আল-হাসান। তার সাথে কথা বললাম। সে বার বার বলছে ঘন নিঝুম বনে কেউ যেন প্রবেশ না করে। যাহোক কটকা ভ্রমণ শেষে সবাই লঞ্চে ফিরে আসলাম।

সন্ধ্যায় লঞ্চে কুইজ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং একটি আলোচনা সভা শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুর রহীম বিন আহসানুল্লাহ। জাগরণী পেশ করেন আনাস বিন আমানুল্লাহ, কেরামত আলী, কামরুজ্জামান ও শফীউল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে স্যারের থিসিসের উপর মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন আলোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন- থিসিস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছে এমন কে আছেন, হাত উঠান। আমি হাত উঠালাম। উনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, সামনে আসেন। আমি সামনে আসলাম। আলোচনা করলেন মাওলানা আমানুল্লাহ মাদানী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। শেষে আলোচনা করেন আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। কুইজ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অতঃপর খাওয়া শেষে রাত ১টার দিকে কটকা অভয়ারণ্য থেকে লঞ্চ ছেড়ে দিল। নিঝুম রাতে সবাই ঘুমানোর জন্য চলে গেল। সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে ভ্রমণ করে যা বুঝলাম,

অসংখ্য নদী সুন্দরবনকে বিভিন্ন কায়দায় বিভক্ত করেছে। আমরা যে সকল নদীতে ভ্রমণ করেছি তা হ'ল- ভৈরব, রূপসা, শিলা, পাকাটা, ঝাল, শিখা, ছোট কটকা, যুবতী রূপসুখী, হরিণকাটা প্রভৃতি।

২৪শে মার্চ ২০২১ ইং : সকাল ৭টা। সূর্য পূর্বাকাশে উঠেছে। আমরা কয়েকজন ভ্রমণকারী লঞ্চের ৩য় তলায় বসে আমরা আলাপ করছি। দেখতে দেখতে চলে আসলাম করমজল পয়েন্ট। সকাল সাড়ে সাতটায় অনিবার্য কারণ বশতঃ করমজল ভ্রমণ থেকেও আমাদের বিরত রাখা হ'ল। আবহাওয়া জনিত কারণে ইতিমধ্যেই হিরণ পয়েন্ট, নীল কমল, দুবলারচর ভ্রমণ বাতিল করা হয়েছে। এবার করমজলও বাতিল হওয়ায় আমরা বেশ হতাশ হলাম। এবার ফেরার পালা। বেলা ১০টার দিকে আমরা ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করলাম। লঞ্চের ৩য় তলায় বসে আমরা মুহাতারাম আমীরে জামাআ'তের কিছু উপদেশমূলক কথা শুনছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে মুহাতারাম আমীরে জামা'আত উপদেশমূলক আলোচনা করছেন। এবার তিনি তার জীবনের স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে কারাগারে থাকাকালীন কিছু বিষয়ে কথা বলছিলেন। তিনি বেশীরভাগ সময় প্রশাসনিক দায়িত্বশীলগণের সাথে কথা বলার সময় ধমকের সুরে কথা বলতেন, যা তার অদ্যকার আলোচনা থেকে অনুধাবন করলাম। লঞ্চ থেকেই রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র দেখলাম, যেটা নিয়ে পত্রিকায় এত লেখালেখি। অতঃপর দীর্ঘ তিন দিনের সফর শেষে দুপুর ২:৪০ মিনিটে লঞ্চ আমাদেরকে খুলনায় নামিয়ে দিল। দুপুরে হালকা খাওয়া সেরে খুলনা স্টেশনের প্লাটফর্মে প্রবেশ করলাম। সাগরদাঁড়ি আন্তঃনগর ট্রেনটি দাড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দিল ট্রেন। শুরু হ'ল বাড়ী ফেরার যাত্রা। যাচাই করে নেওয়া হ'ল কেউ ছাড়া পড়েছে কিনা। খুলনা থেকে ছেড়ে ট্রেনটি যশোর হয়ে আলমডাঙ্গা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। শুনতে পেলাম পোড়াদহ স্টেশনের একটু আগে টুঙ্গীপাড়ার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। ক্লিয়ার হতে প্রায় ৩ ঘন্টা সময় লাগবে। শুনে কেন যেন খুব খুশী হলাম। ৩ ঘন্টা আলমডাঙ্গা স্টেশনে সময় কাটল। খবর পেয়ে স্থানীয় সংগঠনের ভাইরা অনেকেই জমায়েত হলেন। আমীরে জামাআ'ত তাদের উদ্দেশ্যে স্টেশনে বসেই নছীহতমূলক বক্তব্য রাখলেন। এরপর আলমডাঙ্গা স্টেশন ছেড়ে ট্রেনটি আবার রাজশাহীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। ট্রেনের যাত্রীরা তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। আমাদের বগীতে আমি এবং কেশরহাটের চা বিক্রেতা হাবিবুর রহমান শুধু জেগে আছি। ঐ গভীর ঘুমের সময় যাত্রীদের লাগেজ চুরির জন্য চোরের দল ট্রেনে উঠে। সুযোগ পেলে লাগেজ চুরি করে ট্রেন থেকে নীচে থাকা চোরের দলকে দিয়ে দেয়। বিষয়টি আমি ও হাবিবুর ভাই বুঝতে পেরে সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করেও কারো ঘুম ভাঙ্গাতে পারলাম না। অগত্যা আমি পশ্চিম দরজায় আর হাবিবুর ভাই পূর্ব দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়ে অবশেষে রাজশাহী স্টেশনে পৌঁছালাম। যাত্রা শেষ হল। বিষয়টি আর কাউকে বললাম না। আমাদের দু'জনের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ রইল। গভীর রাতে ট্রেন রাজশাহী পৌঁছালো। আমরা যার যার বাড়ীর পথে রওয়ানা হলাম। এভাবেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর ২০২১ সমাপ্ত হ'ল। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

--

ভ্রমণ মানুষকে অনেক কিছু শেখায়, অনেক কিছু চেনায়, অনেক কিছু ভাবায়। অবচেতন মনের এই শিক্ষা কেউ কাজে লাগায়, কেউ কাজে লাগায় না। এই সফরে এমন হাজারো শিক্ষার মাঝে দু'জন বিশেষ মানুষ থেকে ভিন্ন কিছু শেখার পেয়েছি। তারা হলেন দু'জন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। তারা সংগঠনের কেবলমাত্র প্রাথমিক সদস্য। এদের মধ্যে একজন হলেন বি-বাড়িয়া যেলার নবীনগর থানার ভোলাচং গ্রামের মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম। খুব শান্ত ও ভদ্র একজন মানুষ। তার কথাবার্তা শুনে আমি মুগ্ধ, খুশী ও গর্বিত। তার কর্মজীবনের কিছু কাহিনী শুনেছি। তাতে বুঝেছি আন্দোলনের প্রতি তার আন্তরিকতা কত সীমাহীন। তার জন্য অন্তরখোলা দো'আ রইল। অপরজন হলেন রাজশাহী যেলার কেশরহাট পৌরসভার চা বিক্রেতা হাবীবুর রহমান। সেও একজন খেটে খাওয়া মানুষ। শান্ত, ভদ্র ও কর্মঠ। ভ্রমণকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ অন্যান্যদের চা খাওয়ানোর জন্য চা তৈরীর সরঞ্জামসহই তিনি শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। ভ্রমণকালে স্যার সহ অনেককেই চা পরিবেশন করেছেন। চা পরিবেশন করা হয়ত বড় কিছু নয়, কিন্তু তার আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার প্রকাশটা ছিল একেবারে নিরেট। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে অনেক বীর সিপাহসালার অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে গাইবান্ধার ৩ ভাই সমীরুদ্দীন, যমীরুদ্দীন ও জামা'আতুল্লাহ তাদের নিজস্ব জমি ৮০ বিঘার মধ্যে জিহাদের ফান্ডে ৪২ বিঘা দান করেছেন *(থিসিস, পৃ. ৪২৪)*। এমন আরো অনেকে আছেন যাদের ত্যাগের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় বটে; কিন্তু তাজুল ইসলাম, হাবীবুর রহমানদের ত্যাগ স্বীকারের ছোট ছোট দৃষ্টান্তগুলোও আমার কাছে ছোট মনে হয় না। দ্বীনের জন্য তাদের আন্তরিকতা ও কুরবানীর কথা আমাদের অতীত দিনের মহান মানুষদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এসব মানুষদের নিখাঁদ তৎপরতার মধ্য দিয়েই আহলেহাদীছ আন্দোলন টিকে থাকবে সমহিমায় বাতিলের সমস্ত বাধাকে চূর্ণ করে ইনশাআল্লাহ। মুহতারাম আমীরে জামা'আত খুলনা পল্লী মঙ্গল হাই স্কুল মাঠে তার আলোচনায় আন্দোলনের কর্মীদের আন্তরিক হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। আমরা আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাব, এটাই প্রত্যেকের কাম্য হওয়া উচিৎ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে তার দ্বীনের রাস্তায় কবুল করে নিন। আমীন!

[লেখক : সিনিয়র এ্যাডভোকেট ও উপদেষ্টা আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ রাজশাহী সদর]

শায়খ সুলায়মান আর-রুহায়লী

- ড. মুখতারুল ইসলাম

পরিচিতি : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ ফ্যাকাল্টির উছূলে ফিকহ বিভাগের শিক্ষক এবং মসজিদে ক্বোবার ইমাম ও খত্বীব শায়খ সুলায়মান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (৫৫) ইসলামের ভিতরে অনুপ্রবেশকারী বাতিল আক্বীদা ও ফিরক্বা সমূহের বিরুদ্ধে সমসাময়িক সোচ্চার সালাফী বিদ্বানদের অন্যতম। তিনি একাধারে বিশিষ্ট দাঈ, লেখক, গবেষক এবং সমালোচক এবং ধর্মতাত্ত্বিক। ইসলামের নামে গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের অপনোদনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদেরকে যেভাবে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, সন্ত্রাসী তকমা দেওয়া হচ্ছে এবং মুসলিম নিধনে যে অপচেষ্টা ও চক্রান্ত চলছে, তার মৌলিক কারণ ও মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে শিকড় সন্ধানী ধর্মতাত্ত্বিক শায়খ সুলায়মান আর-রুহাইলী বর্তমান শতকে নিজেকে একজন নির্ভরযোগ্য দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জাতির সামনে সকল পথ ও মতের উর্ধ্বে উঠে সার্বিক জীবনে ইসলামকেই একমাত্র মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি আধুনিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রমাণ করেন রাজনীতি, অর্থনীতি বা ধর্মনীতি সকল ক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই অন্যের গোলামী নয়, বান্দার দাসত্ব কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত।

বংশ পরিচয় ও শিক্ষাজীবন : শায়খ সুলায়মান বিন সালীমুল্লাহ বিন রাজাউল্লাহ আর-রুহায়লী (হাফিঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় ১৯৬৬ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনার প্রখ্যাত হারব বংশের সন্তান। শৈশব থেকেই তিনি ইলমী বাহাছ-মুবাহাছার মধ্যে মদীনায় বড় হন। তাঁর প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় মসজিদে নববীতে। প্রথমেই তিনি সঊদী আরবের প্রথাগত নিয়মানুযায়ী দশ বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন।

অতঃপর প্রাইমারী শিক্ষা গ্রহণের পর হাইস্কুল পর্যায়ে তাঁর পিতা তাঁকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন আক্বীদার মানুষের সাথে বেড়ে উঠেন এবং পারস্পরিক ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাসের ভিন্নতা তার জীবনে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। তাঁর প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন আযহারী। অতঃপর তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদে ভর্তি হন। তাঁর সূক্ষ্ম মেধা ও প্রতিভা দেখে শিক্ষকরা তাকে 'উছূলে ফিক্বহ' বিভাগে মাস্টার্স অধ্যয়নের জন্য নছীহত করেছিলেন। একজন শিক্ষক তাকে একদিন বলেই ফেললেন। 'তুমি যদি উছূলে ফিক্বহ বিভাগে পড়তে না চাও, তবে তুমি অন্য কোন বিভাগেই পড়বে না'। এটি মূলত ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। সেখানে তিনি অনেক ঘটনাবহুল জীবন অতিবাহিত করেন। অতঃপর التأويل وأثره في القواعد أصول الفقه বিষয়ে থিসিস রচনা করে মাস্টার্স এবং المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরিশেষে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উছূলে ফিকহ বিভাগে তিনি শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাত সন্তানের জনক।

শিক্ষকমণ্ডলী : তাঁর জীবনে দ্বীনী জ্ঞানার্জনের একটা বড় অংশে জুড়ে ছিল মসজিদে নববীতে বিভিন্ন শায়খের হালকায় অংশগ্রহণ। সেখানে তিনি বিশ্ববরেণ্য আলেম-ওলামার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তন্মধ্য অন্যতম হলেন বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), শায়খ বিন বায (রহঃ), শায়খ উছায়মীন (রহঃ), শায়খ আল-আমীন (রহঃ), শায়খ ওমর ফালাতাহ (রহঃ), শায়খ আবুবকর আল-জাযায়েরী (রহঃ), শায়খ ইফরিক্বী (রহঃ) প্রমুখ। এছাড়াও তিনি অসংখ্য আলেম-ওলামার ইলম ও দো'আ লাভে ধন্য হন।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষকের পাশাপাশি মিসরের আল-আযহারের অনেক জ্ঞাণীগুণী বিজ্ঞ শিক্ষকদের সান্নিধ্যে তিনি দ্বীনী ইলম অর্জন করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিষ্ঠিত বড় বড় আলেমকে সহপাঠী হিসাবে পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হ'ল- শায়খ ইয়াসীন মাহমূদ। তিনি তার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ক্লাসে বরাবরই একে অপরের প্রতিযোগিতা চলত। শায়খ ইয়াসীন মাহমূদ একবার ক্লাসে প্রথম হয়েছেন তো আরেকবার শায়খ রুহায়লী প্রথম হতেন। শায়খ রুহায়লী তাঁর জীবনীতে আরেকজন সহপাঠীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন শায়খ তারহীব আদ-দাওসারী। তিনি অবশ্য শায়খ রুহায়লীর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি যবরদস্ত ও প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান। এভাবে তাঁর অসংখ্য সহপাঠী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আল্লাহ্র দ্বীনের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে বলে তিনি তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন।

রচনাবলী : তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হল (১) শারহু উছূলিছ ছালাছাহ (২) ক্বাওয়ায়েদু তা'আরুযিল মাছালেহ ওয়াল মাফাসেদ (৩) ইমাম রাযী লিখিত 'আল-কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' বইয়ের তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ (৪) আত-তা'রীফাতুল উছূলিইয়াহ (৫) আল-ই'লাম বিল আইম্মাতিল আরব'আতিল আ'লাম (৬) ইনহিরাফুশ শাবাব : আল-ওয়াসাইল ওয়াল ইলাজ।

বক্তব্য সমূহ : তিনি শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- বিভ্রান্ত খারেজীদের ব্যাপারে পিতাকে নছীহত, আইএসরা খারেজী, তাক্বওয়াই রিযিক্বের ভিত্তি, কখন এবং কিভাবে সন্তানকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, পরিবারের প্রতি সদাচারণ, পর্ণোগ্রাফির আসক্তি, আল্লাহ্র পরীক্ষার অর্থ বান্দাকে ভালবাসা, প্রশংসাকারীর মুখে ধুলা নিক্ষেপ, জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, স্বামী-স্ত্রীর সুখী জীবন, সালাফী মানহাজ ইত্যাদি। তার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য এবং লেখনী তাঁর নিজস্ব ওয়েবসাইট www.sualruhaily.com-এ পাওয়া যায়।

উপসংহার : শায়খ সুলায়মান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহায়লী দিকভ্রান্ত বর্তমান প্রজন্মের জন্য একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, আপোষহীন অবস্থান, বিদ্যার দ্যুতি বিশেষতঃ যুবকদেরকে আকৃষ্ট করেছে। রাসূলের শহর মদীনার অধিবাসী সুলায়মান আর-রুহায়লীর জীবনের শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি জন্মেছি এবং বড় হয়েছি মদীনাতে, আর আল্লাহ্র নিকট এই মদীনাতেই মৃত্যুর আকাংখা রাখি'। মহান আল্লাহ যেন তাঁকে হায়াতে তাইয়েবা দান করেন এবং মুসলিম উম্মাহর খেদমতে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করেন-আমীন!

সুইডিশ তরুণী হেলেনার ইসলাম গ্রহণ

-আবরার আব্দুল্লাহ

উপস্থাপনা : ইসলাম ফিৎরাতের ধর্ম। প্রতিটি শিশু ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। জাতপাত, বংশ, পিতামাতা ইসলামী ফিৎরাতে জন্মগ্রহণকারী সন্তানকে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমলে অভ্যস্ত করে তোলে। অনেক সময় মহান আল্লাহ কোন বান্দাকে তাঁর খাছ হেদায়াতের চাদরে মুড়িয়ে ধন্য করেন। আজকে আমরা পাঠকদেরকে এমনই একজন বিজ্ঞানমনস্ক সুইডিশ তরুণীর ইসলাম গ্রহণের গল্প শুনাবো।

বিজ্ঞানমনস্ক সুইডিশ তরুণী : বিজ্ঞানমনস্ক সুইডিশ নাগরিক হেলেনার জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজধানী শহর স্টকহোমে। একটি ধর্মবিমুখ পরিবারে জন্ম নিলেও কলেজ জীবনে পা দেওয়ার পর জীবনের অর্থ খুঁজতে শুরু করেন হেলেনা। ইসলামসহ অন্যান্য ধর্ম নিয়ে দীর্ঘ পাঠের পর তাঁর মনে হয় ইসলামই মানুষকে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, আধুনিক ও স্থিতিশীল জীবনের সন্ধান দিয়েছে।

পার্থিব বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে ওঠা : একটি প্রথাগত খ্রিস্টান পরিবারে আমার জন্ম। আমি পরিবারে কখনো স্রষ্টার নাম উচ্চারণ করতে শুনিনি, কাউকে কখনো প্রার্থনা করতে দেখিনি। আমাকে শুধু তাই শেখানো হয়েছে, যা আমার পার্থিব জীবনে সাফল্য বয়ে আনবে। তবে আমরা ক্রিসমাস, স্টার সানডে, মিড-সামারসহ সব ধর্মীয় দিবস উদযাপন করতাম। আমরা ধর্মীয় দিবসগুলো উদযাপন করতাম সুইডিশ সমাজের রীতি অনুসারে।

ধর্মহীন মনোভাব লালন : একটি ফুরফুরে ভাব নিয়ে আমি হাইস্কুলে ভর্তি হই। আমি ভাবতাম, কোন কিছু আমাকে থামাতে পারবে না। আমার গ্রেড বেশ ভাল ছিল এবং আত্মবিশ্বাস ছিল অত্যন্ত উঁচু। ধর্ম কখনো আমার মনে স্থান পায়নি। অন্যদিকে আমি যাদের ধার্মিক হিসাবে জানতাম, যারা ধর্মের আলো খুঁজে পেয়েছে, তারা ছিল তুলনামূলক বেশী হতাশ ও অসুস্থ। তারা প্রত্যাশা করে, যিশু তাদের জীবন চলার শক্তি দান করবেন।

জীবনের প্রকৃত অর্থের সন্ধানে : কলেজ জীবনে পা রেখে আমি জীবনের অর্থ খুঁজতে থাকি। তবে আমার জন্য কোন ধর্মকে বেছে নেওয়া কঠিন ছিল। কেননা আমার দৃষ্টিতে সব যুদ্ধ ও সমস্যার পেছনে ধর্মই দায়ী ছিল। ফলে আমি আমার একটি নিজস্ব দর্শন দাঁড় করালাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম, সব কিছু কোন এক শক্তি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁকে ঈশ্বর বলতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কেননা একজন খ্রিস্টান হিসাবে মনের ক্যানভাসে লম্বা দাড়িবিশিষ্ট একজন বৃদ্ধের ছবি আঁকা ছিল স্রষ্টারূপে। আর একজন বৃদ্ধ কিভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করবেন! তবে আমি যত বেশী জীবনের অর্থ খুঁজছিলাম তত বেশী হতাশ হয়ে যাচ্ছিলাম। জীবনকে একটা কারাগার বলেই মনে হচ্ছিল আমার কাছে।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা : এ সময় আমি বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম নিয়ে বিশদ অধ্যয়নের সুযোগ পাই। তাদের বিশ্বাস ও ইবাদতের পদ্ধতিগুলো বিস্তারিতভাবে জেনেছিলাম। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। যদিও আমি হাইস্কুলের পাঠ্যবইয়ে মুসলিম উপাসনা রীতি সম্পর্কে জেনেছিলাম। অন্যদিকে মিডিয়া সূত্রে আমার বিশ্বাস ছিল মুসলিমরা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের অত্যাচার করে। তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত এবং মানুষ হত্যায় দ্বিধা করে না।

বিজ্ঞান পাঠ ও মুসলিম বন্ধুদের সাহচর্য : কলেজের শেষ বছরে বিজ্ঞানের প্রতি আমার ঝোঁক বাড়ে। বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। তখন স্টকহোমে চারজন মুসলিমের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমি তাদের প্রশ্ন করতে এবং বই পড়তে শুরু করি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমি মুসলিমদের সঙ্গে মিশতে শুরু করি। যেসব মুসলিমের সঙ্গে আমি মিশেছিলাম তারা সবাই চমৎকার মানুষ ছিল। তারা কখনো আমার ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়নি। আমার কাছে ইসলামকে একটি চমৎকার জীবনপদ্ধতি বলেই মনে হয়। তবে আমার একটি ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল। তা হ'ল- ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত। কিন্তু মরিস বুকাইলির 'দ্য বাইবেল, দ্য কোরআন অ্যান্ড সায়েন্স' গ্রন্থে আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। বুঝতে পারি ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ধর্ম।

নতুন জীবন শুরু : বইটি পাঠের পর আমি উত্তেজিত ছিলাম। কিন্তু তখনো তা আমার হৃদয় স্পর্শ করেনি। মন নরম করে মুসলিম হিসাবে আমার জীবনচিত্র ভেবে দেখার চেষ্টা করছিলাম। দেখতে পেলাম, সততা, উদারতা, স্থিতিশীল, শান্তি, শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতায় পূর্ণ একটি বিনম্র জীবন। আমি নিশ্চিত হলাম- জীবনের এই অর্থই আমি খুঁজছি। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তোমার মুসলিম হওয়ার পথে বাধা কী? আসলে কোন কারণ ছিল না। ফলে আমি কালেমা পাঠ করলাম- আলহামদুলিল্লাহ!

উপসংহার : যমীনের উপর মাটির অথবা পশমের একটি ঘরও বাকী থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইসলামের বাণী পৌঁছাবে না। এভাবে একদিন ইসলাম সারা দুনিয়ায় পুনরায় কায়েম হবে এবং সেদিন মানবতা প্রকৃতার্থে মুক্তি পাবে।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

অনুবাদ গল্প

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

অনেক দিন আগের কথা। আব্বাসী খলীফা হারূনুর রশীদ এক রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। সকালে স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারকদের উপস্থিত হয়ে খলীফার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

প্রাচীনকালে মানুষ স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করত। খারাপ স্বপ্ন দেখলে ভয় পেত এবং লক্ষ্য করত সকল স্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা আছে ও তা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দেয়। রাজা-বাদশাদের বিশেষ স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারক থাকত। তাদের কাছে স্বপ্নের ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করা হত। মাঝে মাঝে রাজাগণ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়ে নিয়ে স্বার্থ হাসিল করতেন। কিছু কিছু ব্যাখ্যাকারক এই সুযোগে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করে নিত। হারূনুর রশীদ কয়েকবার এ সমস্ত স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারকদের অসংলগ্ন কথা বলতে দেখেছিলেন। এই জন্য তাদের কিছু কথা বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় জ্ঞানমূলক কিছু থাকে তাহলে সমস্ত ব্যাখ্যাকারক ভিন্ন ভিন্ন কথা না বলে একই রকম কথা বলবে। যদি স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা না থাকে তাহলে মানুষ এসব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে কেন? খারাপ স্বপ্ন দেখে সবাই ভয় পেত বিধায় খলীফাদের নীতি ছিল যে, কয়েকজন ব্যাখ্যাকারককে পৃথক পৃথক ভাবে স্বপ্নে যা দেখেছে তা বর্ণনা করত। কয়েকজনের ব্যাখ্যা একই রকম হলে বিশ্বাস করত আর কারও সাথে না মিললে বিশ্বাস করত না। ঐ দিন দু'জন ব্যাখ্যাকারক উপস্থিত হ'ল।

খলীফা একজনকে ডেকে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি এক এক করে আমার সব দাঁত পড়ে গিয়েছে। একটাও অবশিষ্ট ছিল না। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?

ব্যাখ্যাকারক বলল, এটা ভাল স্বপ্ন নয়। এর ব্যাখ্যা হ'ল- খলীফার মৃত্যুর পূর্বেই তার সকল আত্মীয় ও কাছের মানুষ মারা যাবে।

খলীফা বললেন, আশ্চর্য তিক্ত স্বপ্ন! অতঃপর ব্যাখ্যাকারককে ১০০ বেত্রাঘাত করে রাজসভা থেকে বের করার আদেশ দিলেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকারককে উপস্থিত করে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে বললেন ব্যাখ্যা কর।

সে বলল, এটা ভাল স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা হ'ল- খলীফার হায়াত তার সকল আত্মীয়-স্বজন থেকে বেশী হবে।

খলীফা খুশী হয়ে তাকে ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর উযীরকে ডেকে বললেন, যাও! প্রথম ব্যাখ্যাকারকেও কিছু পুরস্কার দিয়ে দাও। সেও একই কথা বলেছে কিন্তু তার ভাষা ছিল তিক্ত।

শিক্ষা : প্রথমত : অনেক সময় ভালো কথাও ভুল বাক্যে উপস্থাপন করার কারণে শ্রুতিমধুর হয় না। এতে শ্রোতা রাগান্বিত হয়। সেজন্য কথা বলার সময় আমাদের বাক্য প্রয়োগের দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

দ্বিতীয়ত : প্রত্যেক স্বপ্নের কিছু না কিছু ব্যাখ্যা থাকে। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তি স্রেফ ধারণা যা নিশ্চিত কোন খবর দেয় না। আল্লাহ শুধুমাত্র ইউসুফ (আঃ)-কে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার ইলমী মু'জিযা দান করেছিলেন। হাদীছের ভাষ্যমতে, ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। যা সত্যও হতে পারে আবার নিছক কল্পনাও হতে পারে। সেজন্য বর্তমান সময়ে কেউ একটা স্বপ্ন দেখে ব্যাখ্যা দাবী করলেই সেটা সত্য বলে বিশ্বাস করা ভ্রম ছাড়া কিছুই নয়।

জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য

অনেক দিন আগের কথা। এক বৃদ্ধা মহিলা এক পণ্ডিতের খোঁজে বের হয়েছিলেন। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে পণ্ডিতের কাছে এসে অনেকের উপস্থিতিতে একটি সমস্যার সমাধান জানতে চাইলেন।

পণ্ডিত ব্যক্তি কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, জানি না। আমি এ সমস্যার সমাধান বের করে পরে জানাব। বৃদ্ধা মহিলা জানত এই পণ্ডিত বড়ই বিজ্ঞ মানুষ, সব কিছুই জানে। কিন্তু তার উত্তর শুনে মন খারাপ হয়ে যায়।

সে বলে, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি একজন রাজার উযীর। আপনাকে সকলেই জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত বলে জানে। আপনি কত রাজা-বাদশার কাছ থেকে সম্মানস্বরূপ বিভিন্ন সময় উপহার ও বেতন পেয়েছেন। অথচ আমার মত এক বৃদ্ধা মহিলা যখন কিছু জিজ্ঞাসা করছে, তখন বলছেন কিছুই জানি না। তাহলে এত সম্মান কেন পান? কেন এত টাকা বেতন নেন?'

পণ্ডিত সম্মানের সাথে উত্তর দিল। আমি সামান্য কিছু জিনিস জানি এবং অনেক কিছুই জানি না। আমি কখনো সব কিছু জানি এমন দাবী করি না। আর ঐ সমস্ত কম জানা বিষয়ের জন্যই সম্মান পাই। সেজন্য আমি আপনার সমস্যার সমাধান জানি না বলে, আপনি আমাকে সম্মানও করেননি। আমি ঐ সমস্ত কম জানা বিষয়ের জন্যই পুরস্কার পেয়েছি। যদি আমি যা জানি না, তার জন্য রাজা-বাদশারা আমাকে বেতন বা পুরস্কার দিতে চাইত, তাহলে শুধু রাজার ভাণ্ডার নয় বরং এই দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব শেষ হয়ে যেত। কারণ আমি অনেক কিছুই জানি না। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি যা জানি না রাজাও তার জন্য আমাকে পুরস্কার দেয় না। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে রাজার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করুন।

বৃদ্ধ মহিলাটি লজ্জিত হয়ে বলল, আমি যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমি ৫০ বছর যাবৎ মক্তব পরিচালনা করি। মানুষ আমাকে জ্ঞানী মনে করে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। আর আমার যতদূর মনে পড়ে আমি কখনো জানি না এ কথা বলিনি। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এসেছি। এতে মানুষকে আমার উপর খুশিই হতে দেখেছি।

জ্ঞানী লোকটি বললেন, যখন কেউ সবাইকে তার উপর খুশী হতে দেখতে চাই, তখন অবশ্যই পরস্পর বিরোধী কথা বলবে। যে কখনো বলে না আমি জানি না, সে অবশ্যই অনেক কথা ভুল বলবে। সবাই কিছু বিষয় জানে এবং কিছু বিষয় জানে না। সবকিছু জানা সবার পক্ষে হয়ত সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তেমন কেউ এখনো এই পৃথিবীতে জন্মায় নি।

শিক্ষা : আল্লাহ মানুষকে সামান্যই জ্ঞান দিয়েছেন। যৎসামান্য জ্ঞান দিয়ে সব কিছু জানা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য জানি না বলা জ্ঞানী মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এতে ইলমের অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

[অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, এম.এ (অধ্যয়নরত), ফারসী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

জীবনের বাঁকে বাঁকে

ক্ষণিকের মিছে মায়া

১লা জানুয়ারী, ২০১৬। দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরায় সহকারী আরবী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন শেখ আব্দুছ ছামাদ উস্তাদজী। আমি তখন মাদরাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র। সেই থেকে শুরু হয় এক অকৃত্রিম সম্পর্কের পথ চলা। তিনি যতটা আমাদের শিক্ষক ছিলেন, তার চেয়ে বেশী ছিলেন বড় ভাইয়ের মত। যেকোন প্রয়োজনে তাঁর দ্বারস্থ হয়ে কখনো খালি হাতে ফিরে আসিনি। সেই সদা পরোপকারী মানুষটিই গত ২৬শে মে, ২০২১ রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে ক্ষণিকের মিছে মায়ার পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চিরপ্রস্থান করলেন। জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তগুলোতে তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই শেষ স্মৃতিগুলোই এখানে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ।

১১ই মে ২০২১ তাঁর সাথে প্রায় ২০মিনিট ফোনে কথা হয়। তিনি বলেছিলেন, আবু জাহিদ! পাইলস অপারেশন করার পর অন্যান্য রোগগুলোও আষ্টেপৃষ্টে ধরছে। সপ্তাহ খানেক পর শুনলাম, উস্তাদজী রক্তশূন্যতার কারণে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সেখানে দুই দিন থাকলেও তাঁর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। ডাক্তার বললেন, 'ব্লাড ক্যান্সার হতে পারে। আপনারা ঢাকায় নিয়ে যান'।

তখন রামাযান মাস। রাতে আনুমানিক রাত ১১টায় আমার চাচা মাওলানা মুজাহিদুর রহমান (কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ) আমাকে ফোন দিয়ে বললেন, আব্দুছ ছামাদ ভাইকে ঢাকাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তুমি একটু যাও। আমি পরদিন সাহারী খেয়ে ঢাকা থেকে রওনা হলাম মিরপুরের উদ্দেশ্যে। সেখানে তাঁরা এক আত্মীয়ের বাসায় উঠেছেন। পৌঁছানোর পর উস্তাদজী আমাকে ডেকে বললেন, আবু জাহিদ আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনা। সাথে থাকা সকলের চোখে-মুখে হতাশা আর নির্ঘুম সফরের ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। সকালে আব্দুল্লাহ আল মামুন (উস্তাদজীর আত্মীয়) ভাই রিপোর্টগুলো নিয়ে চলে গেলেন মহাখালী ক্যান্সার হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে রেফারেন্স ছাড়া কোন রোগী ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না। উস্তাদজীর রেফার্ডপত্র ছিল ঢাকা মেডিকেলের জন্য। কিন্তু ঢাকা মেডিকেলে তখন কোভিড-১৯ ছাড়া কোনো রোগী ভর্তি নিচ্ছিল না। এরপরে ঢাকা পিজি হাসপাতালে গেলেও কোন ব্যবস্থা হ'ল না। এদিকে উস্তাদযীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে। তার দিনে ২ ব্যাগ রক্ত প্রয়োজন। নিরুপায় হয়ে তাকে নেয়া হল ডেল্টা হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে ডাক্তাররা রোগীর চেয়ে নিজেদের জীবন নিয়েই বেশি শঙ্কিত। শুরু হ'ল সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে অনলাইন চিকিৎসা। ইতোমধ্যে উস্তাদজীর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। কোনভাবে একটা বেড ব্যবস্থা করে তাকে শেয়ানো হ'ল। আমি বসলাম তাঁর মাথার কাছে। তিনি বললেন, আমি বাড়ি যাব। এখানে তো ব্লাড পাচ্ছি না, বাড়ি গেলে আমি ব্লাড পাবো। তারপরে আমি রাজশাহীতে যাব। সেখানে আমার চিকিৎসা করাব। তুমি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সাথে কথা বল। অবশেষে পরিবারের সকলের পরামর্শে তাকে ভর্তি করা হ'ল ইবনে সিনা হাসপাতালে। শুরু হল চিকিৎসা।

রাত ৮টা নাগাদ ডাক্তার আসলেন। আগের রিপোর্টসমূহ চেক করে নতুন কিছু পরীক্ষা দিলেন। পরদিন ইবনে সিনা হাসপাতালে দু'টি ও এভার কেয়ার হাসপাতাল থেকে একটি পরীক্ষা করানো হয়। ডাক্তার রিপোর্ট দেখে নিশ্চিত করলেন, তিনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। দপ করে বাকি আশাটা নিভে গেল। স্ত্রীসহ পরিবারের অন্যরা অনেকটাই ভেঙে পড়লেন। ডাক্তার জানালেন, কেমোথেরাপিই এর শেষ চিকিৎসা। ৬টা কেমো দিতে হবে, যার প্রথমটার দাম আড়াই থেকে-তিন লক্ষ টাকা। হতাশার মরুভূমি যেন আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠল। উস্তাদজীর স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরা কুলকিনারাহীন হয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে শুনতে পেলাম প্রথম কেমোর ব্যবস্থা সংগঠন থেকে তথা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে করা হবে আলহামদুলিল্লাহ। আরো অনেকেই অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে শুরু করল। গ্রীষ্মের শুকনা নদীতে হঠাৎ শ্রাবণের বান ডাকার মত। কেমোর ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু দেখা দিল নতুন বিপত্তি। ডাক্তার জানালেন, জন্ডিস ধরা পড়েছে। এ অবস্থায় কেমো দেওয়া সম্ভব নয়। শুরু হ'ল জন্ডিসের চিকিৎসা। কিন্তু উস্তাদজীর অবস্থা দিন দিন দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে।

এভাবে কেটে গেল পুরো রামাযান। ঈদুল ফিৎর পালিত হ'ল বিষাদময়। পরদিন সকালে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় মামুন ভাই ফোন করে জানালেন, উস্তাদযী কবুতর বা দেশী মুরগির বাচ্চা খেতে চাচ্ছে। পাশের বাড়ি থেকে একটা মুরগির বাচ্চা ক্রয় করে রান্না করা হ'ল। বেলা দশটার দিকে রওয়ানা হলাম হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে পৌঁছালে আবার ফোন বেজে উঠল। এবার কথা বললেন উস্তাদজী নিজেই, আবু জাহিদ তুমি কোথায়? আমি বসে আছি দুটো ভাত খাব বলে। তুমি আমার জন্য মুরগির বাচ্চা আনছো তো? মনে পড়লে ভাঙা ভাঙা কণ্ঠের আওয়ায এখনো আমার কানে বাজে। বেলা এগারটায় পৌঁছলাম হাসপাতালে। খাওয়া শেষে উস্তাদযী বললেন, অনেকদিন পর আজ অনেক কিছু খেতে পারলাম।

তারপর কিছুদিন আর যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ২০শে মে সকালে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে গেলাম। উস্তাদজীকে দেখে চোখে পানি চলে আসলো। সদ্য বোল ফোটা শিশুর মত অস্পষ্ট ভাষায় বললেন, আবু জাহিদ, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ডাক্তার আমার হাত দু'টি ছিদ্র করে ঝাজরা করে ফেলেছে, একটু পর পর ইনজেকশন দেয়। এখন আর হাতে দিতে পারছেনা, তাই বুকে ইনজেকশন দেওয়া শুরু করেছে। উস্তাদজী একে একে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, ড.

নূরুল ইসলাম, আব্দুল আলীম মাদানী সহ অনেকের সাথে কথা বললেন। উস্তাদজী বারবার বলছিলেন, এই হাসপাতাল আমার চিকিৎসা করতে পারছে না। আমি এখানে থাকতে পারছি না, আমি বাড়িতে যাব। তখন উস্তাদজীকে দু'দিন পর পর রক্তের প্লাটিলেট এবং একটা করে সাধারণ রক্ত প্রদান করতে হয়। এতদসত্ত্বেও উস্তাদজীর আকুতিতে ২১শে মে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়।

একদিন পর ২৩ তারিখ বিকালে তাঁর শরীরে প্রচণ্ড খিঁচুনি শুরু হয়। সেই সাথে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ততক্ষণাৎ তাঁকে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁকে পুনরায় ঢাকায় নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। রাতে উস্তাদজীকে ঢাকার বঙ্গবন্ধু পিজি হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। পরিবারের সদস্য ছাড়াও সাথে ছিলেন যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুজাহিদুর রহমান। কিন্তু সেখানে কোন সীট খালি না থাকায় ভর্তি করা সম্ভব হল না। বরং সেখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তারদের নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হলাম। হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে উস্তাদজী কাতরাচ্ছেন, 'আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই'।

দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা অপেক্ষার পর উস্তাদজীকে নেওয়া হল আজগার আলী হাসপাতালে। ডাক্তার তাঁর রিপোর্টগুলো দেখে বললেন, দ্রুত ইমারজেন্সিতে নিয়ে যান। অক্সিজেন লাগবে'। তখন তাঁর ব্লাড প্রেসার ছিল ৯৭/৯৮। একটু পর বয়স্ক একজন ডাক্তার এসে বললেন, বাবা! আমার হাতে কয়টা আঙ্গুল, গোন? উস্তাদজী বললেন, 'চারটা'। ডাক্তার এরপর ডান পা ও বাম পা উঁচু করতে বললেন। উস্তাদজীও করলেন ভালোভাবে। ডাক্তার সাহস দিয়ে বললেন, আপনার জ্ঞান আছে, সমস্যা নেই। আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। মন শক্ত করেন। কিছুক্ষণ পর আসলেন ডা. মনজুর মোরশেদ। তিনিই মূলত উস্তাদজীর চিকিৎসা করবেন। তিনি দেখে বললেন, 'পেশেন্টের অবস্থা খুব একটা ভালো না। তবুও জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। আমি চেষ্টা করতে পারি। আপনারা ২০/২২ লাখ টাকার ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসা হবে ইনশাআল্লাহ।

উস্তাদজীকে ভর্তি করা হ'ল আইসিইউতে। এবার পরিবারের থেকে আলাদা কবরসম নিস্তব্ধ এক ঘরে তাঁর চিকিৎসা শুরু হল। আর বাইরে স্বজনদের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা। প্রতিদিন সকালে মিনিট পাঁচেকের জন্য দু'জনকে দেখার সুযোগ দেওয়া হবে। পরদিন সকালে তিনজন ভিতরে গেলেন স্ত্রী, ভাই এবং বোন। ফিরে এসে তাদের কান্না হাসপাতালের ওয়ার্ড ভারী করে তুলছিল। ওদিকে উস্তাদজী উদগ্রীব হয়ে একমাত্র সন্তানকে দেখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ছোট বাচ্চার ঢুকার অনুমতি ছিল না। অনেক অনুনয় করে ফুয়াদকে সাথে নিয়ে দেখতে গেলাম আমি আর মুজাহিদ চাচা। তখন তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। শুধু আধবোজা দু'চোখে অপলক চেয়েছিলেন ছেলেটির দিকে। হয়ত নিজের অতীত আর ছেলের ভবিষ্যতের সমীকরণ মেলাচ্ছিলেন। বিদায়, বিদায় অথবা সেই শক্তিও তাঁর ছিল না।

বেলা একটু বাড়লে উস্তাদজীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সহপাঠী দেখা করতে আসলেন। তাদের বিদায়ের পর আসলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন ভাই। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তার ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমরা বাইরে অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি বের হয়ে বললেন, রোগীর অবস্থা ভালো না। লাইফ সাপোর্ট দরকার আপনারা কি লাইফ সাপোর্ট দিতে ইচ্ছুক? আমরা বিভিন্ন জনের কাছে ফোন দিলাম পরামর্শের জন্য। জানতে পারলাম, তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে লাইফ সাপোর্ট থেকে বেঁচে ফেরা সৌভাগ্যবান রোগীর সংখ্যা মাত্র দুইজন। সিদ্ধান্ত হ'ল আমরা লাইফ সাপোর্ট নিব না। তখন ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, আপনারা অন্য কোথাও চিকিৎসা করাতে পারেন। এখানে অনেক খরচ হবে। সেখানে একদিনের বিল হ'ল এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা।

বিকালে উস্তাদজীকে আজগার আলী হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হ'ল। কিন্তু রিসিপশন থেকে জানানো হ'ল, সেখানে কোন আইসিইউ বেড খালি নাই। এদিকে একজন বললেন, প্রাইভেট হাসপাতালে নেওয়ার জন্য। কারণ উস্তাদজীর তখন অক্সিজেন প্রয়োজন। একথা শুনেই চারপাশে দালাল ঘিরে ধরল। সবাই মাছের বাজারের মত দরদাম করতে লাগল। রোগী নিয়ে তাদের সেই নির্মম ব্যবসার নগ্ন উল্লাস অশুভ মূল্যবোধের নিষ্ঠুর জানান দিল। কতটা নীচে নেমে গেছে আমাদের সমাজ, নীতি-নৈতিকতা আর আদর্শ!

কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় নিয়ে গেলাম ইবনে সিনা হাসপাতালে। ডাক্তাররা রোগীর অবস্থা দেখে ভর্তি নিতে চাইলেন না। অবশেষে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভাইয়ের যোগাযোগে উস্তাদজীকে ভর্তি করানো হল। রাত তখন আটটা বাজে। ডাক্তার হাতে একটা প্রেসক্রিপশন দিয়ে বললেন, এখানে কিছু ওষুধ লেখা আছে, দ্রুত নিয়ে আসেন। ফার্মেসীতে গেলে ওষুধ ভর্তি একটা বড়সড় কার্টুন ধরিয়ে দিল। ফার্মেসী থেকে আসার সময় ভাবছিলাম, এত ওষুধের ভার তিনি কি নিতে পারবেন?

রাত পার হয়ে দিন চলে আসলো। সকালে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করলে জানালেন, স্যুপ খাওয়ানো যাবে। এক বাটি স্যুপ কিনে দিয়ে আসলাম। সকাল দশটার দিকে মাত্র একজনকে দেখার সুযোগ দিল। উস্তাদজীর স্ত্রী গেলেন মিনিট কয়েকের দর্শনের জন্য। কে জানে সেটাই তার শেষ দেখা। ফিরে এসে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সেই কান্না ভর করল ভাই-বোন সহ অন্যদের চোখেও। আমার চোখেও একবিন্দু পানি জমেছিল। চোখ মুছে নিজেকে শক্ত করলাম। সারাদিনে আর তেমন কিছু ঘটেনি। রাতে আমরা হালকা নাশতা করলেও উস্তাদজীর স্ত্রীকে কিছুই খাওয়ানো গেল না।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমি আর চাচা বসে আছি ওয়েটিং রুমে। অন্যরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। চাচা বললেন, আমি একটু ওয়াশরুমে যাচ্ছি। আমি একা বসে থাকলাম। রাতের নীরবতা ভেঙে বক্সে বেজে উঠল, কোভিড আইসিইউ বেড নম্বর-৫ এর গার্ডিয়ান আইসিইউ ডিপার্টমেন্টে আসুন। আমি

এক দৌড়ে চলে গেলাম উপর তলায় আইসিইউ রুমের সামনে। ডাক্তার বললেন, পেশেন্ট আপনার কে হন? আমি বললাম, 'আমার শিক্ষক'। তিনি বললেন, মানুষ পৃথিবীতে আসে চলে যাওয়ার জন্য। আমাদের এনালাইসিস বলছে আপনাদের রোগী আর সর্বোচ্চ ২ থেকে ৩ ঘন্টা বাঁচতে পারে। তারপর হয়তো চলে যাবে। আপনারা এই সময়টুকু ভিডিও কলের মাধ্যমে সকলকে দেখাতে পারেন। আমি কোন কথা না বলে নীচে চলে আসলাম। এসে দেখি চাচা বসে আছেন। আমি বললাম, চাচা ডাক্তার বললেন উনি আর বেশিক্ষণ থাকবেন না। চাচা আর আমি দু'জনে ভেঙ্গে পড়লাম। দ্রুত চাচা আর আমি দু'টি পিপিই কিনে আইসিইউ রুমের সামনে চলে গেলাম। ডাক্তার বললেন, আপনাদের রোগী পৃথিবীতে আর নেই।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করবো কিছু বুঝতে পারছিনা। চাচা ফোন দিলেন আসাদুল্লাহ মিলন ভাইকে। উনি খুব দ্রুত চলে আসলেন। রাত ১২টার দিকে সর্বপ্রথম ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব উস্তাদজীকে জানানো হল। একটু পরে তিনি মৃত্যুর খবর ফেসবুকে পোস্ট করলে একের পর এক ফোন আসা শুরু হ'ল। তিনজন পরামর্শ করে ঠিক করলাম এখন পরিবারের কাউকে বলা যাবে না। চাচা বললেন, আব্বু! তুমি ওদের সবার মোবাইল নিয়ে নাও। আমি সকলের মোবাইল নিয়ে বন্ধ করে ফেললাম। এরপর সকলকে ডেকে নীচে নামানো হল। উস্তাদজীর সহধর্মিনী প্রশ্ন করলেন, আমরা এত রাতে কোথায় যাচ্ছি?' বলা হ'ল, হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন সাতক্ষীরায় নিয়ে চিকিৎসা করলে সুস্থ হয়ে যাবে। আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্সে উঠলাম। কিন্তু তিনি উস্তাদজীকে না দেখে গাড়িতে উঠতে চাইলেন না। অনেক বুঝিয়ে তাঁকে গাড়িতে তোলা হল।

যাত্রা শুরু করলাম সাতক্ষীরা উদ্দেশ্যে। দু'টি অ্যাম্বুলেন্স আগেপিছে করে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু গাড়ি মানিকগঞ্জে এসে দু'টি গাড়ি একসাথে হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি লাশবাহী গাড়িটা দেখে ফেলেন। তাকে বলা হল ওটা আমাদের গাড়ি না। তখন চাচা লাশবাহী গাড়ি নিয়ে অন্য ফেরীতে গেলেন। ২০ মিনিটের দূরত্ব বজায় রেখে পৌঁছলাম সাতক্ষীরায়। বাড়িতে রাস্তায় অনেক ভিড় ও লাশবাহী গাড়ি দেখে শুরু হ'ল আহাজারি।

প্রিয় উস্তাদজীর জানাযা ২৭শে মে দুপুর দু'টায় অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে বুলারাটির পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। পর দিন উস্তাদজীর ছোট্ট ছেলে আব্দুল্লাহ আফীফ ফুয়াদ পিতার খোঁজে ছুটে যায় আব্বুর কবরের কাছে। সে বার বার বলছিল, আমার আব্বু এই মাটির মধ্যে আছে। আম্মু, আম্মু, আমার আব্বু এই মাটির মধ্যে আছে। আল্লাহ উস্তাদজীকে জান্নাত নছীব করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য্য ধারণের তাওফীক দিন- আমীন!

-মুহাম্মাদ আবু জাহিদ
ছাত্র, দাওরায়ে হাদীছ, আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সুখী হওয়ার গোপন রহস্য

এক বিত্তশালী ধনী ব্যক্তির একমাত্র ছেলেটি নিজেকে অসুখী মনে করত। পিতা ছেলের সুখের জন্য যখন যা দরকার সরবরাহ করতেন, তবুও ছেলের অভিযোগ সে ভীষণ অসুখী।

সুখী হওয়ার উপায় শেখার জন্য তিনি ছেলেকে যুগশ্রেষ্ঠ একজন হাকীমের নিকট পাঠালেন। ছেলেটি যথারীতি হাকীমের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখল, বিশাল প্রাসাদ, চারিদিকে রকমারি ফল ও ফুলের বাগান। সে জানতে চাইল আপনি কি আমাকে সুখী হওয়ার গোপন রহস্য সম্পর্কে কিছু বলবেন?

হাকীম জবাবে বললেন, তোমাকে এই রহস্য শেখানোর সময় আমার কাছে নেই, তবে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। দু'ঘন্টার মধ্যে তুমি আমার প্রাসাদের ভেতর-বাইরের সব কিছু দেখে আসবে। আর তোমার হাতে থাকবে তেল ভর্তি একটি চামচ। সতর্ক থাকতে হবে এক ফোঁটা তেলও যেন না পড়ে।

ছেলেটি হাকীমের আদেশ পালনের সিদ্ধান্ত নিল এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব কিছু দেখে ফিরে আসল।

হাকীম জানতে চাইলেন, আমার মূল্যবান গ্রন্থাগারটি কি দেখেছ? আমার বাগানে বহু রং এর গোলাপ ফুল আছে সেগুলো কি দেখেছ? ছেলেটি অবাক হয়ে জবাব দিল, আমি চামচের দিকে তাকিয়ে ছিলাম যেন তেল না পড়ে। সেই চিন্তায় আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পারিনি।

হাকীম আবারও বললেন, প্রাসাদের ভেতরে অসংখ্য উপঢৌকন সাজানো আছে সেগুলো কি দেখেছো? ছেলেটি আবারও বলল, আমি তেল ভর্তি চামচ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ফলে এসব কিছুই দেখতে পারিনি।

এবার হাকীম আদেশ করলেন, আবারও যাও এবার তোমার হাতে চামচ থাকবে না। ছেলেটি সব কিছু দেখে আসল, এখন সে হাকীমের সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারল এবং নিজেকে সুখী ভাবল।

হাকীম বললেন বুঝেছ! এটাই হল সুখী হওয়ার রহস্য! আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি এখানে আল্লাহ আমাদের জন্য চারিদিকে রকমারি নে'মত দিয়েছেন। আমরা উদাসীন থাকি, আল্লাহর অবাধ্যতা করি। তাই আমরা ঐসব নে'মতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

আল্লাহর লাখো নে'মতের শুকরিয়া আদায় করলে এবং দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকলে সুখ অবধারিত।

চামচ থেকে তেল পড়ে যাওয়ার চিন্তা ভুলে যাও। আল্লাহর নেয়ামতের শোকর কর। আর যত পারো উপভোগ কর। আল্লাহ বলেন, كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দেওয়া রিযিক ভোগ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম নগরী ও ক্ষমাশীল প্রতিপালক *(সাবা ৩৪/১৫)*।

ঘৃণা বিদ্বেষ নয়, বরং এমন এক হাসি চাই যা জীবন বদলে দেয়, এমন জীবন চাইনা, যা হাসি দূর করে দেয়।

সূত্র : ইন্টারনেট

সংগঠন সংবাদ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২১

৯ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৮-টা থেকে যোহর পর্যন্ত রাজশাহী নওদাপাড়ায় দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রা.) জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায)। এরপর যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য থেকে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন (১) 'দাওয়াতী কার্যক্রম বৃদ্ধির উপায়' বিষয়ে পিরোজপুর যেলা সভাপতি আবু নাঈম ও (২) সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি নাজমুল হোসাইন। (৩) 'সাংগঠনিক মযবূতীর উপায়' বিষয়ে রাজশাহী সদর যেলা সভাপতি ফায়ছাল মাহমূদ ও (৪) ময়মনসিংহ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আলী। (৫) 'দায়িত্বশীলদের কর্তব্য' বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন ও (৬) গাযীপুর যেলা সভাপতি শরীফুল ইসলাম। (৭) 'যুবসংঘে'র সংস্কার তৎপরতা সমূহ' বিষয়ে দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি রায়হানুল ইসলাম ও (৮) কুমিল্লা যেলা সভাপতি আব্দুস সাত্তার এবং (৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'যুবসংঘে'র ভূমিকা' বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী মামূন বিন হাশমত (কুষ্টিয়া)।

অতঃপর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে (১) 'সমাজসেবায় 'যুবসংঘে'র ভূমিকা ও করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান (সাতক্ষীরা), (২) 'আমানতদারিতা এবং সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি' বিষয়ে অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম (রাজশাহী), (৩) 'শিক্ষাঙ্গনে যুবসংঘ' বিষয়ে ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর (দিনাজপুর), (৪) 'কর্মী মানোন্নয়নে মানোন্নয়ন সিলেবাস' বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা), (৫) 'কর্মপদ্ধতির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি' বিষয়ে প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন (ঝিনাইদহ), (৬) 'ইক্বামতে দ্বীন : বিভ্রান্তি নিরসন' বিষয়ে সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী), (৭) 'কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)।

অতঃপর অতিথিদের বক্তব্যে (১) 'সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধির উপায়' বিষয়ে সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ (রাজশাহী), (২) 'গঠনতন্ত্র অনুসরণের গুরুত্ব' বিষয়ে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), (৩) 'কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আক্বীদা নির্মূলে 'যুবসংঘে'র ভূমিকা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), (৪) 'কর্মীদের ইলমী দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব' বিষয়ে সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম (মারকায), (৫) 'যুবসমাজের সমসাময়িক সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়' বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায) এবং (৬) 'সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায)। (৭) তারপর কর্মীদের প্রতি নছীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, (৮) মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) ও (৯) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। অতঃপর কর্মীদের শপথ নেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সূরা আলে ইমরানের ১১০ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান। যারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজের নিষেধ করে কিন্তু নিজেরা আমল করে না, তারা দ্বিমুখী নীতির অধিকারী। এ থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর।

কেন্দ্রীয় সভাপতির সিলেট সফর

২২শে অক্টোবর ২০২১ ইং শুক্রবার : অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব সিলেটের কুমারপাড়া আত-তাকওয়া মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং জুম'আ পরবর্তী প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাদ মাগরিব একই মসজিদে আয়োজিত 'ইয়ুথ কনফারেন্স ২০২১'-এ 'ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে যুব সমাজের করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং প্রশ্নোত্তর সেশনে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আত-তাকওয়া মসজিদের সভাপতি আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সঞ্চালনায় আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট দাঈ ড. ইমাম হোসাইন ও দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স, বাঘা, রাজশাহীর প্রিন্সিপ্যাল মুকাররম বিন মুহসিন মাদানী।

২৩শে অক্টোবর ২০২১ ইং শনিবার : অদ্য সিলেট যেলার কানাইঘাট উপযেলার বাঁশবাড়ী তাহেরিয়া সালাফিয়া দাখিল মাদরাসা (প্রতিষ্ঠাকাল : ১৭৯০ খৃ.) মিলনায়তনে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে ও যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিকের সঞ্চালনায় আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। মেহমান হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম-আহ্বায়ক ও উক্ত মাদরাসা কমিটির সভাপতি মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী (৭৬), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার কালাম আহমাদ চৌধুরী প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক, সহ-সভাপতি

গোলাম আযম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উক্ত মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠান শেষে মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীর আমন্ত্রণে তাঁর নিজ বাসভবনে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও তার সফরসঙ্গীরা উপস্থিত হন এবং আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর বাঁশবাড়ি বড় মসজিদ সংলগ্ন মাওলানা তাহের সিলেটী ও ড. মুযযাম্মিল আলীর কবর যিয়ারত করেন। উল্লেখ্য যে, কানাইঘাটের এই অঞ্চলটি মূলতঃ মাওলানা তাহের সিলেটী (মৃ. ১৯৪৩ খৃ.)-এর দাওয়াতী তৎপরতার কারণেই দ্বীনে হকের আবাদ হয় এবং বাঁশবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী ফাগু, গাছবাড়ী, গোয়ালজুর প্রভৃতি গ্রামের অধিকাংশ মানুষই আহলেহাদীছ হয়ে যায়। বর্তমানে এই অঞ্চলে ৯টি মসজিদ রয়েছে। বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন যেলা থেকে তাঁর কাছে ছাত্ররা পড়তে আসত। এমনকি সুদূর হবিগঞ্জের লাখাই থেকেও কতিপয় ছাত্র এখানে আগমন করেন। ফলে সিলেটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি মূল ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত হন। মাওলানা তাহের সিলেটী ছিলেন বিখ্যাত আহলেহাদীছ মনীষী মিয়াঁ নাযীর হোসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্র। দিল্লীতে পড়াশোনার জন্য গমন করার পর ঘটনাক্রমে তিনি মিয়াঁ নাযীর হোসাইনের মাদ্রাসার সন্ধান পান এবং সেখানেই পড়াশোনা করার পর আহলেহাদীছ আক্বীদা ও মানহাজের অনুসারী হয়ে যান। অতঃপর দেশে ফিরে তিনি নিজ গ্রাম কানাইঘাটের বাঁশবাড়ীতে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। নানা প্রকার বাধার মধ্যেও তাঁর ইলমী অবস্থানের কথা প্রচারিত হ'লে দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে আসতে থাকে। এসব ছাত্রদের মাধ্যমেই মূলতঃ সিলেটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত প্রসারিত হয়।

অতঃপর তারা কানাইঘাট উপযেলার গোয়ালজুর গ্রামে অবস্থিত গোয়ালজুর দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদরাসা (প্রতিষ্ঠাকাল : ১৮৭৮ খৃ.) পরিদর্শনে যান। এসময় তাদেরকে স্বাগত জানান উক্ত মাদরাসার সুপার যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব হারুন হোসাইনের পিতা মাওলানা আহমাদ হোসাইন, তদীয় ভ্রাতা মাদরাসা কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল মতীন ও তাঁর ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ ছালেহ সহ মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যমণ্ডলী ও শিক্ষকমণ্ডলী। এ সময় তাঁদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

অতঃপর বাদ মাগরিব গোয়াইনঘাট উপযেলার জাফলং-এ অবস্থিত আহলেহাদীছ গ্রাম কাপাউরার ভিত্রিখেল হাওর মধ্যপাড়া জামে মসজিদে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, সিলেট যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক সুধী সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আহলেহাদীছ আন্দোলন, সিলেট যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার কালাম আহমাদ চৌধুরী, আন্দোলন-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কবীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আন্দোলন-এর অর্থ সম্পাদক রুহুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ' সভাপতি আব্দুর রাযযাক, সহ-সভাপতি গোলাম আযম, সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর প্রভৃতি উপযেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতিপূর্বে বাদ আছর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও তার সফরসঙ্গীরা জৈন্তাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ এবং কাপাউরা দারুস সুন্নাহ (অলিভ ট্রি) সালাফিয়া দাখিল মাদরাসাসহ স্থানীয় কিছু মসজিদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

সর্বশেষ একই দিন বাদ এশা কেন্দ্রীয় সভাপতি ও তাঁর সফরসঙ্গীরা আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, সিলেট যেলা উপদেষ্টা জনাব শফীকুর রহমান মাষ্টারের আমন্ত্রণে জৈন্তাপুর উপযেলার সেনগ্রামে গমন করেন। সেখানে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্থানীয় হাজারী সেনগ্রাম মাঝপাড়া জামে মসজিদে উপস্থিত স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে তাঁর প্রথম সেনগ্রাম সফরের স্মৃতিচারণ করেন এবং আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাসফর ২০২১ : বান্দরবান

থানচি, বান্দরবান, ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর ২০২১ : গত ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে ৩য় বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী উক্ত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক শরীফুল ইসলাম মাদানী, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির সহ দেশের ২১টি যেলা থেকে মোট ৭৭ জন কর্মী ও সুধী। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রাম যেলা আন্দোলন সভাপতি হাফেয শেখ সাদী, সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন সাব্বির, যুবসংঘ সভাপতি জসীমুদ্দীন, কক্সবাজার যেলা আন্দোলন সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান, প্রচার সম্পাদক আরমান হোসাইন প্রমুখ। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান যেলার নতুন আহলেহাদীছ দু'জন ভাই ইফতিদার মাশফী ও মাহমুদুল হাসান রায়হান, লোহাগড়ার আব্দুল মান্নান ও কক্সবাজার সোনাপাড়ার মাহবুব আলম।

২৮শে অক্টোবর ভোরে সফরকারীরা বান্দরবান শহরে পৌঁছান এবং হোটেল গ্রান্ড ভ্যালিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। এসময় তাদেরকে স্বাগত জানান ওয়াহিদ খান শিকদার (খোকন), ইয়াসীন আরাফাত, ইফতিদার মাশফী, আব্দুল্লাহ আল-নোমান প্রমুখ স্থানীয় আহলেহাদীছ ভাই। সকাল ৮টায় ৬টি চাঁদের গাড়ীতে রিজার্ভ নিয়ে সফরকারী দলটি বান্দরবান শহর থেকে যাত্রা শুরু করে। এসময় কেন্দ্রীয় সভাপতি সফরকারীদের

উদ্দেশ্যে ভ্রমণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং এবারের সফর থেকে তিনটি বিষয় তথা ধৈর্য, আনুগত্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। বিশেষতঃ সফরকারীরা যেন কোন অবস্থাতেই যত্রতত্র ব্যবহৃত ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ না করে সে ব্যাপারে জোর তাকীদ দেন। পাহাড়ী পথে ৩ ঘন্টা সফরের পর দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ দলটি থানচি উপযেলা শহরে পৌঁছে। সেখান থেকে তারা ১৬টি ইঞ্জিন চালিত বিশেষ নৌকায় যাত্রা শুরু করে। অতঃপর স্রোতস্বীনী সাংগু নদী ধরে তিন্দু, বড় পাথর হয়ে প্রায় ৩ ঘন্টার সফর শেষে রেমাক্রি পৌঁছে। দুপাশে সুউচ্চ পাহাড় মধ্যখানে স্রোতের বিপরীতে উঁচু-নিচু খাদবিশিষ্ট নৌপথের রোমাঞ্চকর ভ্রমণ সফরকারীদের বিমোহিত করে তোলে। অতঃপর রেমাক্রি থেকে বাদ মাগরিব অন্ধকার নদীপথে এবং পাহাড়ী জঙ্গলের পথে আরো প্রায় দু'ঘন্টা চলার পর নাফাখুম ঝর্ণার পার্শ্বস্থ গ্রামে অবস্থান নেয়।

রাতের খাবারের পূর্বে ত্রিপুরা উপজাতিতের টং ঘরে দীর্ঘক্ষণ সাংগঠনিক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মৌলভীবাযারের নওমুসলিম ভাই আব্দুল্লাহ, বান্দরবানের ইফতিদার মাশফীসহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ তাদের জীবনের কাহিনী শোনান এবং আহলেহাদীছ হওয়ার আবেগময় অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অতঃপর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন এবং সাংগঠনিক জীবন যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

পরদিন বাদ ফজর পৃথক ৩টি ঘরে দারস প্রদান করেন আবুল কালাম, শরীফুল ইসলাম মাদানী, সোহেল বিন আকবার মাদানী, আরজু হোসাইন সাব্বির প্রমুখ। এসময় বক্তব্য শ্রবণ করে একটি ঘরের মালিক জনৈক খৃষ্টধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা অত্যন্ত খুশী হন এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদককে এক ছড়ি পাহাড়ী কলা উপহার দেন। তিনি মন্তব্য করেন, এখানে অনেক পর্যটক দল আসে, কিন্তু আপনাদেরকেই প্রথম দেখলাম যারা এখানে এসে গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড়ের বদলে আল্লাহ্র প্রশংসা করছেন। অতঃপর ভোরের সূর্যোদয়ের পর অনিন্দ্যসুন্দর নাফাখুম ঝর্ণার পাশে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ দলটি রওনা হয় ফিরতি পথে। অতঃপর রেমাক্রি ঝর্ণায় যাত্রাবিরতি ও গোসল সেরে থানচির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। থানচি পৌঁছানোর পর বাজারের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম'আর ছালাতের পর ছালাতুর রাসূল, আত-তাহরীক, মীলাদ প্রসঙ্গ প্রভৃতি বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করেন।

অতঃপর থানচি থেকে রওয়ানা হয়ে বলিপাড়া বিজিবি চেকপোস্ট এবং নীলিগিরির ক্যাফে নীল স্পটে যাত্রাবিরতির পর বাদ মাগরিব বান্দরবান শহরের নীলাচল পর্যটন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় সভাপতি তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী নছীহত ও দো'আ করেন। বিশেষ করে বান্দরবান যেলার নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বান্দরবান যেলায় আগামীতে আহলেহাদীছদের একটি মারকায প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে দো'আ করেন। অতঃপর সফরকারীগণ বান্দরবান থেকে স্ব স্ব গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘে'র শাখা গঠন

দিনাজপুর ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলা সদরে অবস্থিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘে'র শাখা গঠন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ওয়াজেদ ভবন (৩য় তলা)-এর ডীন অফিস সংলগ্ন মসজিদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর পশ্চিম যেলার সহ-সভাপতি আরাফাত ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের ডীন মোহাম্মদ কুতুবউদ্দীন। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-কাননকে আহ্বায়ক ও আব্দুর রহমান সবুজকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি শাখা গঠন করা হয়।

যেলা সফর ও প্রশিক্ষণ

জামালপুর-দক্ষিণ ১২ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সেঙ্গুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা অডিট, প্রশিক্ষণ ও যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন, যুবসংঘ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

জামালপুর-উত্তর ১২ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেলান্দহ থানাধীন চারাইলদার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন, যুবসংঘ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

শেরপুর, ১৩ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন দমদমা জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয়

সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন, যুবসংঘ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

ময়মনসিংহ-উত্তর ১৩ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ার কান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক অডিট, প্রশিক্ষণ ও যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন, যুবসংঘ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ত্রিশাল থানাধীন ত্রিশাল বাজার তোতা ডাক্তার ভবনের ৪র্থ তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। সভা শেষে হাফেয এনামুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘে'র যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

লালবাগ সদর, দিনাজপুর ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্যবাদ সকাল ১০-টা হ'তে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত লালবাগ ১ নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দায়িত্বশীল ও কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিরল উপযেলার প্রচার সম্পাদক আলমগীর হোসাইনের কুরআন তেলাওয়াত ও যেলা যুবসংঘে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মুছাদ্দিক বিল্লাহ্র সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পূর্বের সভাপতি মুহাম্মাদ এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ রামাযান আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন, যেলা যুবসংঘ -এর উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ এবং রংপুর যেলা যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাজীবসহ যেলা ও উপযেলার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

মনিপুর, গাজীপুর ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ সকাল ৯-টা রাত ৮-টা পর্যন্ত মনিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অডিট, প্রশিক্ষণ ও যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের সঞ্চলনা ও যেলা সভাপতি শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর।

শিকটা, কালাই, জয়পুরহাট ১৬ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'যুবসংঘ' শিকটা এলাকার উদ্যোগে শিকটা আহলেহাদীছ বড় জামে মসজিদে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। শিকটা 'যুবসংঘ' শাখা সভাপতি জুয়েল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমাদ সারোয়ার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক তাহমীন মন্ডল এবং যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক ফিরোয হোসাইন প্রমুখ।

পারগোবিন্দপুর (হাকিমপুর), বিরামপুর, দিনাজপুর ১৯শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত পারগোবিন্দপুর (হাকিমপুর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদ যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার অর্থ সম্পাদক সুলায়মান-এর কুরআন তিলাওয়াত ও দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের সঞ্চালনায় শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি অত্র মসজিদের সাধারণ সম্পাদক নিয়ামত মাস্টার-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, নাজমুল হক, সভাপতি, যেলা যুবসংঘ জয়পুরহাট। আরও উপস্থিত ছিলে জয়পুরহাট যেলা যুবসংঘে'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হেদায়েতুল ইসলাম হিমেল, হাকিমপুর উপযেলা যুবসংঘে'র সভাপতি শামছুল আলম সহ সাংগঠনিক দায়িত্বশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন, যেলা আন্দোলনের সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, অর্থ সম্পাদক কেরামত আলী, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি ও যেলা আন্দোলনের যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন, বাঁকাল মাদ্রাসার শিক্ষক সোহেল বিন আকবার মাদানী সহ প্রমুখ।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে কোন দেশ সর্বাধিক রপ্তানি করে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

২. প্রশ্ন : ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে কোন দেশে থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স আসে?
উত্তর : সঊদী আরব।

৩. প্রশ্ন : দেশে প্রথম স্টিল নির্মিত সেতু কোন নদ বা নদীর ওপর?
উত্তর : ব্রহ্মপুত্র।

৪. প্রশ্ন : কোন আমটি নাবি জাতের?
উত্তর : ইলামতি, গৌড়মতি।

৫. প্রশ্ন : বর্তমান দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১০৮টি।

৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ১৬.৮২ কোটি।

৭. বাংলাদেশীদের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল কত?
উত্তর : ৭২.৮ বছর।

৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কত?
উত্তর : ২০.৫%।

৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় কত?
উত্তর : ২,২২৭ মার্কিন ডলার।

১০. প্রশ্ন : দেশে স্বাক্ষরতার (৭+) হার কত?
উত্তর : ৭৫.২%।

১১. প্রশ্ন : বর্তমান বাংলাদেশে কতটি করোনার টিকা প্রয়োগ হচ্ছে?
উত্তর : ৪টি। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ফাইজার-বায়োএনটেক, মডার্না ও সিনোফার্ম।

১২. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর নিরাপত্তার লক্ষ্যে কোন দু'টি থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়?
উত্তর : 'পদ্মা সেতু উত্তর' ও 'পদ্মা সেতু দক্ষিণ'।

১৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেলে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কোথায় করেন?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

১৪. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেতার কেন্দ্র সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১৪টি।

১৫. প্রশ্ন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখা অনুমোদন করেন কত তারিখে?
উত্তর : ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২১।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : লেবাননের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
উত্তর : নাজিব মিকাত।

২. প্রশ্ন: আফগান যুদ্ধের সময়কাল কত?
উত্তর : ৭ই অক্টোবর ২০০১- ৩০শে আগষ্ট ২০২১। মোট ২০ বছর।

৩. প্রশ্ন : ২০২১ সালে নিরাপদ নগরী সূচকে শীর্ষ শহর কোনটি?
উত্তর : কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক।

৪. প্রশ্ন : ২০২১ সালে সাইবার নিরাপত্তা সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : গ্রিস।

৫. প্রশ্ন : তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর।

৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশে সরকার এ পর্যন্ত বিশ্বের কতটি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি করেছে?
উত্তর : ৪৪টি।

৭. প্রশ্ন : এক দশকের মধ্যে ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কোথায় সফরে যান?
উত্তর : মিসর।

৮. প্রশ্ন : চীন ও পাকিস্তান পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর করে কত বছরের জন্য?
উত্তর : ১০ বছর।

৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ কত ডলারে পৌঁছেছে?
উত্তর : ৪৮.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১০. প্রশ্ন : দেশের প্রথম মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল উদ্বোধন হয় কত তারিখে?
উত্তর : ২৯শে আগষ্ট ২০২১।

১১. প্রশ্ন : আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারিত্বের আনুষ্ঠানিক অবসান হয় কত তারিখে?
উত্তর : ৩০শে আগষ্ট ২০২১।

১২. প্রশ্ন : জার্মানির বার্লিনে বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন হয় কত তারিখে।
উত্তর: ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২১ সাল ।

১৩. প্রশ্ন : তালেবানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয় কত তারিখে?
উত্তর : ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২১।

১৪. প্রশ্ন : কানাডার ৪৪তম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে?
উত্তর : ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২১ সাল।

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com

ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.hadeethfoundationbd.com

এ বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- ইসলামী খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা
- ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা
- রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফতের মধ্যকার পার্থক্য
- নেতৃত্ব নির্বাচনের পন্থা সমূহ
- গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ও ইসলাম
- জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাব সমূহ

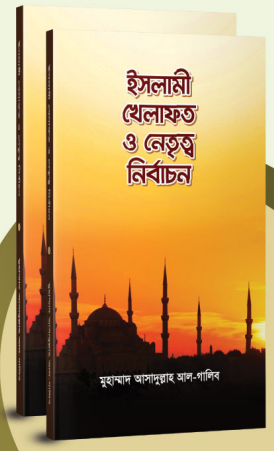

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ মূল্য : ২৫ টাকা

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ১লা জানুয়ারী ২০২২, শনিবার, সকাল ৯-টা।

ক্লাস শুরু
৮ই জানুয়ারী
২০২২, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং, ব্যবস্থাপনা ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০২৫৮-৮৮৬২৬৭৮, ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২২

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ
০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার
  ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার
  ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার
  ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি সনদসহ)
  ১,০০০/-

নির্বাচিত বই

১. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

২. ইক্বামতে দ্বীন ঃ পথ ও পদ্ধতি
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৩. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ
ড. নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর

- পরীক্ষার ফী
  ১৫০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ
  ১৮ই ফেব্রুয়ারী, সকাল ১০-টা
- প্রশ্নপদ্ধতি
  এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান
  অনলাইন : www.juboshongho.org
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
  তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

www.tawheederdak.com